কুমারীর পবিত্রতা

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

প্রণীত

তৃতীয় সংস্করণ, ১৩৯১

ষষ্ঠ খণ্ড

—ঃ নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ—

—ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ—

অযাচক আশ্রম

ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী-২২১০১০

ষষ্ঠ খণ্ডের নিবেদন

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে জাতিকে জাগাইবার দুশ্চর ব্রত নিয়া যাঁহারা দেশমাতৃকার পুণ্যময়ী সেবায় জীবনকে বিকাইয়া ছিলেন, তাঁহাদের কেহ গানে আর গানে, কেহ বক্তৃতায় আর বক্তৃতায়, কেহ আন্দোলনে আর সংগঠনে নিজেদের প্রাণের বিপুল শক্তিকে জোয়ারের জলের মত ঢালিয়া দিয়াছিলেন। সেই সকল নমস্য পুরুষ ও নারীরা ধন্য। আচার্য্যবরিষ্ঠ শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব উল্লিখিত বিভিন্ন ঢং ব্যতীতও আর একটী নূতন মূর্ত্তিতে নিজের কাজ নিজে করিয়া গিয়াছেন। সেই মূর্ত্তিটী লিপিকার স্বরূপানন্দের। যাহা কিছু যখন আয় হইয়াছে, তাহার বারো হইতে চৌদ্দ আনাই তাঁহার ব্যয় হইয়াছে শুধু পত্র লিখিতে।

এই পত্র কাহার নিকটে লিখিত হইত? পথ চলিতে চলিতে চকিতের জন্য একটী কিশোরের সহিত হয়ত পরিচয় হইল, পত্রলেখক স্বরূপানন্দ উত্তর পাইবার কণামাত্র আকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া সুরু করিলেন তাহাকে সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর কেবল পত্র লিখিয়া যাইতে। এক একটী মানুষকে ধরিয়াছেন যেন একটী কচি চারাগাছের মতন, যতদিন না এই চারাগাছ বড় হইয়া উঠিল, চলিল ততদিন ধরিয়া ইহাতে নিয়মিত জল-সিঞ্চন। জীবনের একটা বিশেষ যুগে শুধু "আপনার জন" স্বাক্ষরে তিনি সহস্র সহস্র বঙ্গযুবকের নিকট লক্ষ লক্ষ পত্র দিয়াছেন,

যাহার প্রাপকেরা অনেকে আজও জানিতে পারেন নাই "কে যে এই গোপন পুরে বসিয়া রাগিণী আলাপ করিয়া গেল"। তিনি পরবর্তী এক প্রশান্তর যুগে স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের নাম-ঠিকানার তালিকা সংগ্রহ করিয়া মাসে মাসে হাজার হাজার পত্র "স্বরূপানন্দ" স্বাক্ষরে লিখিয়া যুব মনে কেবলই জাগাইয়াছেন উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং পবিত্রতার উদ্দীপনা।

লক্ষ লক্ষ পত্রেরই অবিকল নকল রক্ষিত ছিল কিন্তু তাহার অতি অল্প অংশই পুলিশের অত্যাচার, উইপোকার উদর ও ইন্দুরের দংশন হইতে রক্ষা পাইয়াছে। কুমারী মেয়েদের নিকট লিখিত শ্রীশ্রীবাবামণির কতক পত্রের অনুলিপি উল্লিখিত ধ্বংসাত্মক কারণগুলি হইতে কি ভাবে যেন বাঁচিয়া গিয়াছিল বলিয়া আজ "কুমারীর পবিত্রতা"র ষষ্ঠ খণ্ডও প্রকাশ করা সম্ভব হইল।

কুমারীর পবিত্রতা ষষ্ঠ খণ্ডের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় পৌষ, ১৩৭৯ সালে। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় পৌষ, ১৩৮৫ সালে। এক বৎসরের মধ্যে চতুর্দ্দিকে চরিত্র-আন্দোলনের প্রসারের ফলে তাহা নিঃশেষ হইয়া যায়। কিন্তু প্রেসে কাজের চাপে আমরা এতদিন তাহার পুনর্মুদ্রণ ধরিতে পারি নাই। তাহারই তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিতে পারিয়া আজ আমরা উৎসাহিত ও আনন্দিত। আশা করি "কুমারীর পবিত্রতা" ষষ্ঠ খণ্ডও অন্যান্য খণ্ডগুলির ন্যায় দেশের ভবিষ্যৎ মাতৃ-স্বরূপিণী কুমারী মায়েদের পবিত্রতা-রক্ষণে ও আত্মগঠনে সহায়তা দিবে। ইতি— ১০ পৌষ, ১৩৯১ বাং

নিবেদিকা
ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী
ব্রহ্মচারী স্নেহময়

অযাচক আশ্রম
স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী

ওঁ

কুমারীর পবিত্রতা

ষষ্ঠ খণ্ড

প্রথম পত্র

পুপুন্‌কী আশ্রম

২৩শে ভাদ্র, ১৩৪৪

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, * * * অনেক সুদুর্লভা মেয়ের ভিতরেও সামান্যা-রমণী-সুলভ দোষ-ত্রুটী থাকে। এক সঙ্গে সহস্র গুণের সমাবেশ হইয়াও সুরভি কুসুমে পতঙ্গদংশনের মত সাধারণ ত্রুটী দেখা যায়। এই সব স্থলেও নিজ চরিত্রের দুর্ব্বলতার দিকটা নিজেরই আলোচনা করা প্রয়োজন। নিজের চরিত্র বিশ্লেষণের অভ্যাসের মত সদভ্যাস আর কিছু নাই। পর্ব্বত-প্রমাণ দোষও ক্রমশঃ চরিত্র-বিশ্লেষণের চেষ্টার ফলে তিলতুল্য ক্ষুদ্র হয়। আবার, আত্মবিশ্লেষণের অভ্যাস না থাকিলে সর্ষপ-পরিমাণ ক্ষুদ্র দোষই উপেক্ষার প্রশ্রয় পাইয়া ক্রমশঃ মহাদোষের আকার ধারণ করে। ক্ষুদ্র তুচ্ছ নগণ্য ত্রুটীগুলিকেও উপেক্ষা করিতে নাই। তাহাদিগকেও জয় করিতে হইবে, তাহাদের প্রভাব হইতেও নিজেকে রক্ষা করিতে হইবে। তবে ত' তুমি সুন্দর হইবে, পবিত্র হইবে।

★ ★ ★

আর একটা কথা। যৌবনের ধর্ম্মে মনে আবিলতা আসেই। দেহের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই একটা অতি অবাঞ্ছনীয় অবস্থায় সকল মানব-মানবীকেই পড়িতে হয়। বুদ্ধ, যীশু প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া আমার ন্যায় অতি সাধারণ ব্যক্তি, কেহই যৌবনকালীন এই মনোধর্ম্মের হাত এড়াইয়া যাইতে পারেন নাই,—তবে তাঁহারা মনের বিকৃতির সহিত প্রচণ্ড যুদ্ধ করিয়াছেন এবং পরিশেষে জয়ী হইয়াছেন। 'মার' বুদ্ধকে প্রলোভিত করিয়াছে, 'শয়তান' যীশুকে পথচ্যুত করিতে চাহিয়াছে। কিন্তু ইঁহারা পদাঘাত করিয়া পাপ-প্রলোভনকে দূর করিয়া দিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দের মত বেদান্ত-কেশরী বা লোকনাথ ব্রহ্মচারীর মত তপশ্চরণকারী অলোকসামান্য ব্যক্তিরাও কেহই যৌবনের ধর্ম্মকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই, কিন্তু যৌবনের দর্পকে তাঁহারা অমানুষ তপস্যার দ্বারা খর্ব্ব করিয়া জগতে চিরপূজ্য হইয়াছেন। পুরুষের মনও মন, স্ত্রীলোকের মনও মন। সুতরাং তোমার মনের উপরে কখনও যৌবনের চপলতা, দৈহিক প্রভাব বিস্তারিত হইতে চাহিলে তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় বা অস্বাভাবিক ব্যাপার কিছু হইবে না। বরং বয়সের ধর্ম্ম নিজেকে প্রকাশিত করিতে না চাহিলেই তাহা আশ্চর্য্য বা অস্বাভাবিক বলিয়া মনে করিতে হইবে। যৌবনের বিক্রম নিজেকে প্রকটিত করিতে চাহিবেই এবং তাহা

অন্য পথে না করিয়া হয়ত ভোগের পথে; ইতরসুখাকাঙ্ক্ষার পথেই আত্মবিকাশ করিতে চাহিবে। এরূপ যদি চাহে, তবে তার জন্য তোমাকে অপরাধী বলিয়া গণনার চেয়ে পাপ আর কিছু হইতে পারে না। কিন্তু উদ্যম, অধ্যবসায়, ত্যাগ, তপস্যা ও আত্মসংযমের বলে তোমাকে মনের এই পঙ্কিল অবস্থার ঊর্দ্ধদেশে যাইতে হইবে। এই শিক্ষাই তুমি নিজেকে অবিরাম দাও।

ভোগসুখের কামনা দমন করিলে রোগ হয়, এইরূপ একটা পাশ্চাত্য মত আছে। তোমার যে কোনও বিবাহিতা ভগিনী বা বান্ধবীকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিবে যে, এই কথার সত্যতা অন্ততঃ ভারতীয় জীবনে কতটুকু। ইহারা অধিকাংশেই নিশ্চিতরূপে তোমাকে বলিবে যে, ভোগসুখ-কামনা দমন করিয়া যতদিন যে চলিয়াছে বা চলিতে পারিয়াছে, ততদিন সে সম্পূর্ণ নীরোগ জীবন যাপন করিয়াছে এবং ভোগসুখের পানে তাকাইতে গিয়াই সে বারংবার অসুস্থা হইয়াছে। পাশ্চাত্য দেশে নরনারীর অবাধ সংমিশ্রণের অনুকূল সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে যে ভাবে ভোগ-বিলাসিতার মতবাদ প্রবল হইয়া চলিয়াছে, তাহাতে সে দেশের যুবকযুবতী-দের পক্ষে ভোগসুখের-তাড়নাকে দমন করিলে রোগ হয়ত অবশ্যম্ভাবী হইতে পারে, কিন্তু এখনও ভারতীয় সমাজে ভোগসুখের উদ্দাম কামনাকে বশীভূত করিয়া চলিবার চেষ্টাই

সর্ব্বতোভাবে স্বাস্থ্যবর্দ্ধক ও আরোগ্য-দায়ক। বাংলার নিষ্ঠাবতী বিধবারা সকলেই ভোগসুখ-বর্জ্জনকারিণী,—ইহাদের মনে ভ্রমেও কখনো বয়োধর্ম্মের প্রভাবে লালসার অনল জ্বলিয়া উঠিতে চাহে না, এইরূপ বলিতে যাওয়া অংশতঃ ভ্রমাত্মকই হইবে,—কিন্তু তথাপি ইহারা ভোগসুখাস্বাদন-কারিণী সধবাদের চেয়ে শতগুণে অধিকতর স্বাস্থ্যবতী। ইন্দ্রিয়সুখকামনা সংযমনের শুভফলদায়িত্বের ইহা প্রকৃষ্ট ও অকাট্য প্রমাণ। সুতরাং তোমাকেও সম্পূর্ণ নীরোগ ও বলবীর্য্যবতী হইবার জন্য ভোগপথ হইতে দূরে থাকিতে হইবে। দেহ দ্বারা ভোগের চর্চ্চা কর না, ইহাই যথেষ্ট নহে। মন দিয়াও যাহাতে ভোগের চর্চ্চা না কর, তদ্রূপ প্রয়াসিনী হইতে হইবে।

মনের চপলতার নিকটে আত্মসমর্পণ করিয়া দেয় দুর্ব্বলেরা। মনকে শাসন করিয়া সবলেরাই নিজ শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। প্রথমে ইন্দ্রিয়-সংযম বা চিত্তবৃত্তিকে দমন সকলের পক্ষেই কষ্টকর হয়। কিন্তু সহস্র সহস্র ক্ষেত্রে পরীক্ষা দ্বারা এই চরম সত্যে উপনীত হওয়া গিয়াছে যে, চিত্তবৃত্তিকে কামসুখভোগের লুব্ধতা হইতে রক্ষা করিয়া একবার নিজের মধ্যে কেন্দ্রীকৃত করিয়া লইলে তারপরে দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক যে মহাশক্তি লাভ হয়, তাহার কোনও তুলনা মিলে না। প্রদমিতকামা নারী একাকিনী এই জগতে শত সহস্র নারীর কাজ করিয়া দেশ, সমাজ ও জগৎকে কৃতজ্ঞতার

অমৃতময় বন্ধনে আবদ্ধ করিবে। শৃঙ্খলিত-লালসা নারী একাকিনীই জগতে কোটি কোটি মানবাত্মার কর-চরণ-বন্ধন খুলিয়া দিয়া তাহাদিগকে মুক্তির মধুময় স্বাদ গ্রহণ করাইবে। প্রশমিতবাসনা নারী সহস্র সহস্র কৃতী পুরুষেরও কর্ম্মগৌরবকে পরিম্লান করিয়া দিয়া জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিবে।

ভোগের লালসাকে সংযত করিলেই তোমার সেবার শক্তি বাড়িবে। তোমার বাড়িবে, তোমার সঙ্গিনীদের বাড়িবে, যে কেহ করিবে তারই বাড়িবে। সংযত করিলেই হইল। ইহা অনুমানের কথা নহে, কল্পনা-ভাষণও নহে, ইহা প্রত্যক্ষ সত্য। এক পক্ষ কাল নিজ লালসাকে সংযত করিলে সঙ্গে সঙ্গে ইহা অনুভব করা যায়। যে-কেহ ইহা অনুভব করিতে পারে। জগজ্জয় হইবে সেবা দ্বারা। তুমি মহৎ হইবে সেবা দ্বারা। সেই সেবার শক্তি আসিবে সংযমের দ্বারা। এই সংযম প্রচণ্ড-সাধন-সাপেক্ষ, সুতীব্র-তপস্যা-সাপেক্ষ, বিপুল-সহিষ্ণুতা-সাপেক্ষ, কঠোর-অধ্যবসায়-সাপেক্ষ।

আমি জানি, এই যুগে সৎসংসর্গ পাওয়া তোমাদের পক্ষে বড় কঠিন। চারিদিক হইতে আধুনিকা তরুণীদের মুখ হইতে নানা লালসাবহুল গল্প তোমার কর্ণে অনিচ্ছায় হইলেও আসিয়া পৌছিবে। কোন্ অনূঢ়া তরুণী কোন্ যুবক-বন্ধুটীকে ভালবাসে, কাহার সহিত কাহার মিলন না ঘটিলে কে বিষপান করিবে, গলায় দড়ি লাগাইবে, জলে ডুবিয়া মরিবে বা শাড়ীতে

কেরোসিন তৈল ঢালিয়া আগুন ধরাইবে, কাহার সহিত কাহার প্রেম কিংবিধ, কার সহিত কার দেখা-শুনা আলাপ-বিলাপ কখন কিরূপে হয় ও হইতেছে, কে কবে কার কাছে কি পত্র লিখিল এবং কোন্ কৌশলে অভিভাবকের দৃষ্টি এড়াইয়া বা ছাত্রীনিবাসের দেয়াল টপকাইয়া পত্র-বিনিময় চলিল, এই সব কথা প্রায় সর্ব্বদা তোমাদিগকে শুনিতে হয়। অবস্থার পীড়নে ইহা অতিক্রম করিয়া যাইবার তোমাদের সাধ্য নাই। কিন্তু এই প্রতিকুল অবস্থার মধ্যেও তোমাকে নিজের লক্ষ্য চিনিতে হইবে, সেই লক্ষ্যের পানে একদৃষ্টি হইয়া অপর সকল প্রভাবকে অতিক্রম করিতে হইবে এবং শত বিঘ্নের মধ্য দিয়াও নিজের সংযম ও ব্রহ্মচর্য্যকে, নিজের আত্মস্থতা ও নির্ভীকতাকে, নিজের মহত্ত্ব, তেজোবীর্য্যকে অটুট রাখিতে হইবে। ঋষি-মহর্ষির দেশ ভারতবর্ষ তাহার প্রত্যেক কন্যার নিকট ইহার প্রত্যাশা করে, ইহাই প্রার্থনা করে।

প্রেমহীন মানুষ, মানুষ নহে, প্রস্তর-খণ্ড মাত্র। তোমাকেও আমি প্রেমিকাই দেখিতে চাহি। কিন্তু কিসের প্রেমিকা? প্রেমস্বরূপ শ্রীভগবানের প্রেমিকা। তবে ত' তোমার প্রেমের ধারায় জগৎ স্নাত, পূত, প্লাবিত হইবে। ক্ষুদ্র বস্তুতে যাহারা প্রেম অর্পণ করে, জগৎ তাহাদের দ্বারা লাভবান্ হয় না।

শুভাশীষ জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

দ্বিতীয় পত্র

জয় ব্রহ্মগুরু

পুপুন্‌কী আশ্রম
২৪শে ভাদ্র, ১৩৪৪

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, তোমার পত্রখানা পাইয়াছি। জীবনের নৈবেদ্য তুমি ভগবানের জন্যই সাজাইয়াছ। সাজাইবার এই চেষ্টার ভিতরে ক্ষণিকের নানা ত্রুটী থাকিতে পারে, কিন্তু ভগবানেরই পূজার যে তুমি ফুল, ইহাতে কোনও ভুল নাই। ইষ্টপূজার মঙ্গলময় অর্ঘ্য তুমি, এই বিশ্বাসে ভরপুর হইয়া নিত্যানন্দে বিরাজ কর।

জীবনের আর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য কিছুই থাকিতে পারে না। ভিন্ন উদ্দেশ্যে জীবনকে পরিচালিত করিতে চাহিলে জীব বারংবার ঘুরিয়া ঘুরিয়া তার পরমপ্রেমের চরণতলেই আসিয়া দাঁড়াইতে বাধ্য হইবে। সকলকে একমাত্র শ্রীভগবানের পাদপদ্মে আত্মাঞ্জলি দিতে হইবে, আগে বা পরে যে দিনই হউক। ইহা ব্যতীত শান্তি নাই, ইহা ব্যতীত নিস্তার নাই।

তোমার পত্রগুলি পাইতে আমার বড় ভাল লাগে। কারণ, আমার প্রাণের ঝঙ্কার আজ তোমার প্রাণে অনুঝঙ্কৃত হইতেছে। এস মা, ডোব, প্রেমসমুদ্রের অতল গভীরতায়,—নিমজ্জিত হও, আনন্দসাগরের সুদূরতম নীচে, নিজে তৃপ্ত হও, ধরণীকে তৃপ্ত কর।

কুমারীর জীবন কত সুন্দর, কত মধুর, কত পবিত্র। তোমাদের দিকে তাকাইলেই আমার নয়ন ভক্তিতে, বিস্ময়ে, শ্রদ্ধায়, আনন্দে, স্নেহে, প্রেমে, করুণায়, মমতায় বিগলিত হয়। তোমাদের জীবনই ভগবানের পায়ের অর্ঘ্য হইবার শ্রেষ্ঠ বস্তু। ভারত বহুস্থানে কুমারীর পূজা করিয়াছে, আমি তোমাদের জীবনের মধ্য দিয়া কুমারী-পূজার সার্থকতা প্রমাণিত দেখিতে চাহি। * * * শুভাশীষ জানিও। ইতি— আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

তৃতীয় পত্র

পুপুন্কী আশ্রম

৪ঠা কার্ত্তিক, ১৩৪৪

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, * * * ইহাই হউক তোমার লক্ষ্য, ইহাই হউক তোমার কাম্য যে, আলস্যে তুমি ক্ষণকালও অতিবাহিত করিবে না। একটী নিমেষমাত্রও যেন অপব্যয়িত না হয়। হাসিয়া খেলিয়া বাচালতা করিয়া যাহারা কৃতিত্ব ফলাইতে চাহে, তাহারা কখনও আমার প্রিয় হয় না। উন্নত জীবনের মধ্যে বাচালতার কোনও সম্মানজনক স্থান নাই বা থাকা উচিত নহে।

ক—বোধ হয় তোমার ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া নিয়াছে, হয়ত তোমার সঙ্গে দেখা করিবার চেষ্টা করিবে। আমি কিন্তু চাহি না যে পুনরায় ইহার সহিত তোমার আলাপ হউক বা তদ্রূপ সুযোগ তুমি ইহাকে প্রদান কর। কারণ, তাহা নিষ্প্রয়োজনীয়। বহির্ম্মুখ জীবন লইয়া যাহারা দেশ দেখিতে বা হাওয়া বদলাইতে আশ্রমে আসিবে, উৎসবাদির সময়ে এরূপ অনেকেরই সহিত তোমার প্রতিবৎসর পরিচয় হইবে। সকল পরিচয়েরই জের রক্ষা করিয়া চলা সুবুদ্ধির পরিচায়ক নহে। যাহাদের জীবনের দায়িত্ব অধিক, তাহাদিগকে ক্ষুদ্র পরিচয়ের দাবী উপেক্ষা করিয়া চলিতে হয়। যে পরিচয় তরলতা বৃদ্ধি করে, তাহাকে মহৎ পরিচয় বলিয়া মনে করা আদৌ সঙ্গত নহে। পরিচয়ের সুযোগে যেখানে চিত্তের ধীরতা স্খলিত হয়, তাহা সর্ব্বনাশেরই নামান্তর। * * *

শুভাশীষ জানিও ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

চতুর্থ পত্র

জয় ব্রহ্মগুরু,

পুপুন্‌কী আশ্রম
২৪শে কার্ত্তিক, ১৩৪৪

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, তোমার একমাস আগে লিখিত পত্রখানা যথাকালে পাইয়াছিলাম। কিন্তু সময় পাই না মা। তুমি

কুমারীর পবিত্রতা

আমার ভালবাসার বস্তু,—সাধারণ ভালবাসার নয়; অপার্থিব ভালবাসার—যে ভালবাসা আকাশের মত উদার, সাগরের মত গভীর, গঙ্গা-জলের মত নিষ্কলুষ, দেবনির্ম্মাল্যের মত সুরভি,—কারণ তুমি পবিত্র। তোমার পবিত্রতাই তোমাকে আমার প্রাণের অপেক্ষা প্রিয়তর করিয়াছে। সুতরাং পত্রাদি লিখিতে শিথিলতা দেখিলেই অভিমান কেন করিবে মা?

পবিত্রা যে নারী, সেই জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুন্দর বস্তু এবং বিধাতার সৃষ্টিতে তার মহিমাই সকলের চেয়ে মহান্। মানবী বলিয়া তাকে আমি মনে করি না, মনে করি তাকে আমি দেববালা বলিয়া, জ্ঞান করি তাকে আমি কোটি-তীর্থের শ্রেষ্ঠ পীঠ-দেবতা, জ্ঞান করি তাকে আমি জগতের আশ্চর্য্যতম পূজাবিগ্রহ। ভগবান্ আর নারী আমার চক্ষে অভেদ বস্তু। ভগবান্ পবিত্রতার স্বরূপ, নারীও আমার চক্ষে পবিত্রতার গোমুখী। তুমি নিজেকে সেই দিব্যশোভাশালিনী নারীর সুষমায় মণ্ডিত করিতে অবিরাম প্রয়াস পাইতেছ, তাই তুমি আমার অত প্রিয়।

বাস্তবিক মা, আমার ইচ্ছা করে, বাংলা ও ভারতের সবগুলি কুমারী মেয়ে এমন পূজার জিনিস হউক। প্রত্যেক মেয়ে এমন হউক, যেন, তাহাদের যে-কাহারও সহিত ক্ষণিকের সংস্পর্শও পুরুষমাত্রকে উন্নত করে, মহান্ করে, পবিত্র করে, সবল করে।

তুমি কি তোমার হৃদয়ের পবিত্রতার উৎস হইতে দুই চারি বিন্দু উৎসাহের বারি তোমার সহপাঠিনীদের মধ্যে বিতরণ-বরিষণ কর ? তুমি কি তোমার আশা ও আদর্শকে তোমার সঙ্গিনীদের মধ্যে প্রসারিত করিয়া জগৎকে নির্ম্মলতর, পুণ্যতর, ধন্যতর করিতে চেষ্টা পাও ? যদি পাও, তবে তুমি আমার আরও প্রিয় হইবে। * * *

শুভাশীষ জানিও। ইতি— শুভচিন্তক

স্বরূপানন্দ

পঞ্চম পত্র

ওঁ ব্রহ্মগুরু

পুপুন্‌কী আশ্রম

২৪ কার্ত্তিক, ১৩৪৪

পরমকল্যাণভাজিনীষু :—

স্নেহের মা—, শুভাশীর্ব্বাদ জানিও। কয়েক দিন ধরিয়া তোমার কথা আমার বারংবার মনে পড়িতেছে। কে জানে তুমিও হয়ত আমার কথা ভাবিতেছিলে। তোমার দেহে, মনে, প্রাণে সর্ব্বত্র অখণ্ডপ্রেমবিগ্রহ শ্রীভগবান্ তাঁর অপূর্ব্বপ্রেম-সুষমায় মণ্ডিত হইয়া প্রতিষ্ঠিত হউন, ইহা আমি অনুক্ষণ কামনা করি। তাঁর মধুময় অখণ্ডনাম ধরিয়া অবিরাম তাঁহাকে স্মরণ করিতে থাক। তুমি হও তাঁর প্রাণের প্রাণ, তিনি হউন তোমার প্রাণের প্রাণ ; ইহাই হউক তোমাদের মধ্যে

চিরঅচ্ছেদ্য পরমমনোহর নিত্যসুন্দর সম্বন্ধ। ভক্তিব্যাকুলিত চিত্ত তীর্থযাত্রী তীর্থে তীর্থে যে মহাদেবতার অনুক্ষণ অনুসন্ধান করিয়া আকুল অন্তরে পর্য্যটন করিয়া বেড়ায়, সেই পরম দেবতা তোমার শরীরের প্রত্যেকটী অঙ্গপ্রত্যঙ্গে পরমপ্রেমাধিরাজরূপে অবস্থান করিয়া তোমার দেহকে সর্ব্বতীর্থের আকরস্বরূপ করিয়াছেন, এই প্রত্যয় প্রতিক্ষণ প্রাণে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রয়াসপরায়ণা হও মা। এই প্রত্যয় হইতেই তোমার জীবনের শুভ্রতা এবং পরিপূর্ণতা স্বাভাবিক ভাবে সহজ-সাধ্য হইয়া যাইবে। সাত্ত্বিকী আকাঙ্ক্ষা কখনও কাহারও ব্যর্থ হয় না, তোমারও হইবে না। কোটি কোটি নিম্নগামিনী চিত্তবৃত্তির তরঙ্গ-কল্লোলের উচ্ছৃঙ্খল আর্ত্তনাদের মধ্যেও ঐ একটী প্রত্যয়ই তোমাকে অভাবনীয় মহত্ত্বে এবং অতুলনীয় সামর্থ্যে বিমণ্ডিতা করিয়া রাখিবে। দুর্ব্বলতাবিবর্দ্ধিনী সহস্র চিত্তচপলতার ভিতরেও অসংখ্য মতিপ্রমত্ততা-সম্ভাবনার মধ্যখানে দাঁড়াইয়া তুমি অবিরাম নিজের প্রত্যেকটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং ইন্দ্রিয়কে অখণ্ডমহামন্ত্রের সহযোগে শ্রীভগবানের পবিত্র-পাদপদ্মে সমর্পণ করিতে থাক। তোমার এই দেহ যে তাঁরই আরাধনার পবিত্রযজ্ঞবেদী ব্যতীত আর কিছুই নহে, ইহাই হউক তোমার জীবন-সাধনার সিদ্ধিপথের প্রথম পদাঙ্ক।

শুভাশীষ জানিও। ইতি— আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

ষষ্ঠ পত্র

জয় পরমাত্মা

বেলেঘাটা
১৫ অগ্রহায়ণ, ১৩৪৪

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, মনের বৃত্তিকে অবিরাম ঊর্দ্ধদিকে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতে থাক। ক্ষণকালের জন্যও যাহাতে মন নীচগামী না হইতে পারে, তার জন্য প্রবল উদ্যম এবং তীব্র সঙ্কল্পকে পরিচালনা করিতে থাক। তোমার জীবনের ভিতর দিয়া দেবত্বের প্রকাশ হইবে এই বিশ্বাস দৃঢ়রূপে পোষণ কর এবং পশুত্বের সকল উদ্দাম কোলাহলকে সঙ্কল্পের বলে শাসন কর, স্তম্ভিত কর, ছত্রভঙ্গ কর। মানব হইয়া জন্মিয়াছ এবং ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহিতা হইয়া নিত্যভোগচর্চ্চার কদর্য্য দুর্য্যোগে বলপূর্ব্বক বিপন্না হইবার যে দুর্ভাগ্য, তাহা হইতে সৌভাগ্য-ক্রমেই রক্ষা পাইয়াছ,—এখন তুমি তোমার পবিত্রতার ঊর্দ্ধমুখী সঙ্কল্পের দ্বারা মানবী-জীবনকে দেবীত্বে মণ্ডিত কর, নিজ মহনীয় পবিত্রতার মহিমায় জগৎ-পূজ্যা হও। অস্ফুটিত কুসুমকোরক কাহারও দৃষ্টি আকৃষ্ট করে না, কিন্তু প্রস্ফুটিত হইলে তাহা দেবাদিদেবের অর্চ্চনায় লাগে। তোমার জীবন পবিত্রতার সুষমায় শোভাময় হইয়া দেবাদিদেবের পূজার জন্যই প্রস্ফুটিত হউক মা। যে দেবতার পূজা করিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ধন্য, যে দেবতার পূজা করিয়া ধ্রুব, প্রহ্লাদ, নারদাদি

কুমারীর পবিত্রতা

ধন্য, যে দেবতার পূজা করিয়া শুক, সনাতন, সনন্দন ধন্য, যে দেবতার পূজা করিয়া কপিল, কণাদ, গৌতম ধন্য, যে দেবতার পূজা করিয়া ব্যাস, বশিষ্ঠ, বাল্মীকি ধন্য, যে দেবতার পূজা করিয়া কৃষ্ণ, রাম, বুদ্ধ ধন্য, যে দেবতার পূজা করিয়া চৈতন্য, নানক ধন্য, সেই দেবতার পূজা করিবার উপযুক্ত পুষ্পরূপে তোমার জীবনের অপূর্ব্ব বিকাশ ঘটুক।

ভোগসুখলালসার ক্রীতদাসীত্ব করিতে তুমি জন্মগ্রহণ কর নাই। লালসার মুখে ছাই দিয়া পরিপূর্ণ পবিত্রতার মধুময় সুন্দর জীবনই মা তোমাকে যাপন করিতে হইবে। পদাঘাত কর প্রলোভনের মুখে, সিংহীর বিক্রমে অলঙ্ঘনীয় বাধাবিঘ্নচয় উল্লঙ্ঘন করিয়া দুর্ব্বল ও কাপুরুষদের দ্বারা অধ্যুষিত এই ধরণীতে তুমি বীর-বীর্য্যের প্রকাশ ঘটাও। মিথ্যা সেই মতবাদ, মানুষের ইন্দ্রিয়ের চপলতাকে অজেয় বলিয়া যাহা ঘোষণা করে। মিথ্যা সেই ধারণা, ইন্দ্রিয়সেবাকেই প্রাণবত্তার লক্ষণ বলিয়া যাহা স্বীকার করে। তোমার জীবন প্রমাণিত করুক, জগতে প্রকৃত সত্য কি।

শুভাশীষ জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

সপ্তম পত্র

জয় ব্রহ্মগুরু

পুপুনকী আশ্রম
২২শে পৌষ, ১৩৪৪

পরমকল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, তোমার ২৯শে নভেম্বরের পত্রখানা পাইয়া সুখী হইয়াছি। আমার বইগুলি তুমি পাইয়াছ এবং সেই পুস্তকগুলি তুমি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পাঠ করিতেছ শুনিয়া আরও সুখী হইয়াছি। আমি প্রার্থনা করি যে, পবিত্রতার দিব্য সৌরভে তোমার জীবনকুসুম দশদিক্ আমোদিত করুক। মেধা বা প্রতিভার অভাব নয়, পবিত্রতা এবং সত্যের প্রতি নিষ্ঠার অভাবই বর্ত্তমান বাঙ্গালী তথা ভারতীয় চরিত্রের সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় অভাব। তোমরা পবিত্র হও মা। চরিত্রের অপরিমেয় মাধুর্য্যে তোমরা সমগ্র জগতের আদরের পাত্রী হও মা, ইহাই অনুক্ষণ আমার প্রার্থনা। বাংলার মেয়ে তার পবিত্রতার প্রতিভায় সমগ্র জগতের নারীজাতির গৌরব এবং মর্য্যাদাকে বৰ্দ্ধিত করুক, ইহাই আমি প্রার্থনা করি।

নারীকে নরকের দ্বার বলিয়া অনেকেই কলকণ্ঠে বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার কারণ এই নহে যে, প্রকৃতই নারী নরকের দ্বার, অথবা সকল নারীই নরকের দ্বার। যে নারী আত্মমর্য্যাদা-বোধবর্জ্জিতা এবং পবিত্রতার প্রতি শ্রদ্ধাবিরহিতা, ক্ষণিক-ইন্দ্রিয়-সুখলালসায় পরিচালিতা, তাহারাই নরকের

দ্বাররূপে নিন্দিতা হইয়াছে। পরন্তু, পবিত্রতার সাধনা করিয়া যাঁহারা অন্তরে পরিপূর্ণ নির্ম্মলতার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাঁহারা নারীনিন্দাকারী রমণীজুগুপ্সু ব্যক্তিদের নিকটেই সাক্ষাৎ ভগবতী মূর্ত্তি বলিয়া মহাসমারোহে পূজিতা এবং গদ্‌গদভাবে ভক্তিবিগলিত কলকণ্ঠে পরিস্তুত হইয়াছেন। সুতরাং, নারীর শ্রেষ্ঠমর্য্যাদা তাঁর পবিত্রতায়।

আমি কখনও কখনও চট্টগ্রাম যাইয়া থাকি। তত্রস্থ পাথরঘাটা আশ্রমে অবস্থান করি। প্রাণে আবেগ অনুভব করিলে তোমার অভিভাবকদের লইয়া কখনও আমার সহিত দেখা করিও।

শুভাশীষ জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

অষ্টম পত্র

জয় ব্রহ্মগুরু

পুপুন্‌কী আশ্রম

১৫ ফাল্গুন, ১৩৪৪

পরমকল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, তোমার ২৬শে পৌষ তারিখের পত্রখানা আমি যথাকালেই পাইয়াছিলাম। কিন্তু যথাকালে উত্তর দেওয়া আমার কোষ্ঠীতে লিখিত নাই। কারণ, অসংখ্য পত্র আসিয়া জমিতে থাকে, আমি প্রাণপণ করিয়াও সে বোঝা

কমাইতে পারি না। যত কমে, সঙ্গে সঙ্গে তত বাড়ে। এই বিলম্বের জন্য কিছু মনে করিও না মা। আমার মায়েদের জন্য সব সময়েই আমার প্রাণ কাঁদে। তাদের সেবা, তাদের কল্যাণ, তাদের উন্নয়ন কি ভাবে করিতে আমি পারিব, এই চিন্তাই প্রায় অহর্নিশ করি। বাংলার বালক ও যুবকদের জন্য চিন্তা এবং চেষ্টা এতদিন আমি অনন্যমনা হইয়া করিয়া আসিয়াছি, মায়েদের চিন্তা কম করিতাম। কিন্তু এখন আমার সমগ্র মনটাকেই মায়েদের অভ্যুদয়ের চিন্তা আসিয়া অধিকার করিয়াছে। এজন্য অবশ্য আমি দায়ী নহি। নানা স্থানে আমার কুমারী, সধবা ও বিধবা যৌবন-প্রাপ্তা মায়েরা নানা প্রকার সমস্যায় পড়িয়া যে আর্ত্তনাদ করিয়াছে, আর নানাস্থানে আমার ঐরূপ অপরাপর মায়েরা জীবন-পরীক্ষায় বিজয়িনী হইয়া যে আত্মপ্রসাদ ও সৌন্দর্য্য অর্জ্জন করিয়াছে, এতদুভয়ের আকর্ষণই আমাকে মায়েদের একজন নগণ্য সেবকরূপে একটী কর্ম্মপ্রণালীকে ক্ষেত্রান্তরে প্রসারিত করিতে বাধ্য করিয়াছে। আমার পূজ্যপাদ আচার্য্যস্থানীয় অপরাপর বহু সন্ন্যাসীর ন্যায় আমিও প্রত্যক্ষ ভাবে শুধু পুরুষ-জাতির সেবা করিয়াই জীবনকে সার্থক মনে করিয়া যাইতে পারিতাম. কিন্তু তোমাদেরই শুভ এবং অশুভের আকর্ষণ আমাকে সমভাবে কুমার এবং কুমারীদের জন্য বাকিতাবশিষ্ট জীবনটুকুকে নিঃশেষিত করিবার সঙ্কল্পে সমাসীন করিয়াছে।

তুমি বি. এ পরীক্ষা দিতেছ জানিয়া সুখী হইলাম। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি কৃতকার্য্য হও। শুধু এই পরীক্ষায়ই নহে, জীবনের প্রত্যেক পরীক্ষাতেই যেন তুমি নিজের কৃতিত্বকে প্রমাণিত করিতে পার। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের বিপুল সঙ্কট যখন তোমাকে বিব্রত করিতে চাহিবে, তখন যেন তুমি কিঙ্কর্ত্তব্যবিমূঢ় না হও, এই আশীর্ব্বাদ আমি করি। দিকে দিকে পুঞ্জায়মান বাধাবিঘ্ন পর্ব্বতপ্রমাণ অনিষ্টাশঙ্কা সমক্ষে করিয়া যখন তোমার জীবনের মঙ্গল-সাধনার স্বচ্ছন্দ গতিকে রোধিতে চাহিবে, তখন তুমি যেন অঙ্গুলীহেলনে তাহাকে অপসারিত করিয়া তোমার দেবীত্বের মর্য্যাদা লইয়া অগ্রসর হইয়া যাইতে পার, এই আশীর্ব্বাদ আমি করি। মন যখন স্বার্থান্ধতায় প্রমত্ত হইয়া ক্ষুদ্রতার দৈন্যপঙ্কে নিমজ্জিত হইয়া থাকাকেই শ্রেয়ঃ বলিয়া জ্ঞান করিবে, বিচার-বিবেক-প্রভাবে শ্রেয়ঃকে বাছিয়া লইবার শক্তি এবং সাহস, অভিরুচি এবং অনুরাগ, ইচ্ছা এবং চেষ্টা যেন তখন তোমার হয় এবং পরিণামে তোমাকে সংগ্রাম-জয়ের গৌরবভাগিনী করে, এই আশীর্ব্বাদ আমি করি।

তোমার পত্রখানা পাঠ করিয়া আমি নিরতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। কারণ, তোমার পত্র একটা সুস্থ মনের পরিচয় বহন করিয়া আনিয়াছে। রুগ্ন মন লইয়া বিকৃত রুচির ভার বহিয়া যে সকল মেয়েরা জীবনকে একটা অস্বাভাবিক গতি ও লক্ষ্যে চালাইতেছে, তুমি যে মা তাহাদের মধ্যে অন্যতমা নহ, একথা

আমি অনুভব করিতেছি। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার সবল রুচি, সবল মন, সবল গতির প্রবর্ত্তক হউক এবং পূর্ণতাকেই লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করুক।

আধুনিক ভারত যাঁহারা গড়িতেছেন, ভবিষ্যৎ ভারতকে যাঁহারা কল্পনার নয়নে রাখিয়াছেন, তাঁহারা কে কি ভাবিয়া নিজ নিজ কর্ম্মপথ নির্দ্ধারণ করিতেছেন, তাহা সঠিক জানি বলিয়া মনে করিতে পারি না। কিন্তু আমি যে বলবীর্য্য মহিমশালী মহাভারতের কল্পনা করিতেছি, পবিত্রচরিতা, পবিত্রহৃদয়া, পবিত্র-প্রাণা কুমারীদের স্থান তাহাতে অতি ঊর্দ্ধে। একদিন ভারতবর্ষ কুমারীর পূজা করিত, জগন্মাতার প্রত্যক্ষ প্রতীকরূপে কুমারীর পায়ে অর্চ্চনার কুসুমাঞ্জলি ঢালিত, কুমারীকে জগতের সকল সৌন্দর্য্য, সকল মাধুর্য্য ও সকল নিষ্কলুষতার আধার বলিয়া জ্ঞান করিয়া ধ্যাননেত্রে তাহার জগদ্ধাত্রী-মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার পদতলে ধূলাবলুণ্ঠিত হইত। কিন্তু আজ রক্তমাংসের পূজা চলিতেছে, গাত্রচর্ম্মের পরিচর্য্যা হইতেছে। এই উভয় দৃশ্যের বাস্তব পার্থক্য আমার চক্ষে যেন শেল-যন্ত্রণার সৃষ্টি করিয়াছে।

জাগো মা ভারত-কুমারী, জাগো মা ভারত-লক্ষ্মী, তোমার পবিত্রতার পৌরুষে, নিষ্কামতার বীর্য্যে ধরার ক্ষণিক-সুখ-লোভাতুরতার প্রমোদ-পটল ধ্বংস করিয়া। * * * শুভাশীষ জানিও। ইতি—

শুভাশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

নবম পত্র

ওঁ

পুপুন্‌কী আশ্রম
১৫ ফাল্গুন, ১৩৪৪

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা --, * * * বিশ্বনাথের নিকট প্রার্থনা, তিনি তোমাকে তাঁহার সহিত অভেদ করিয়া লউন। তুমি আর তিনি এক, এই কথা নিশ্চিত জানিও। তাঁহাতে আর তোমাতে ভেদ নাই। তাঁকে অভেদরূপে আপনরূপে পাইতে হইলে পবিত্রতার সাধন করিতে হয়। পবিত্র অন্তরেই ব্রহ্মজ্ঞান জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করে। পবিত্র হও মা, সুন্দর হও। আমি পবিত্রতা ব্যতীত জগতে কোনও বস্তুই সুন্দর দেখি না। পবিত্রতাই নারীমূর্ত্তিকে দেব-মানবের পূজা-পাত্রী করিয়াছে, অপবিত্রতাই তাহাকে সকলের পক্ষেই নরকের দ্বারে পরিণত করিয়াছে। পবিত্রতার তপস্যা কর, পবিত্রতাকে জীবনের মধ্যে পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত কর।

* * * শুভাশীষ জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

দশম পত্র

(ইংরেজীতে লিখিত পত্রের বঙ্গানুবাদ)

ওঁ ব্রহ্মগুরু

স্নেহের—,

* * * পবিত্রতা দ্বারাই তুমি অধিকতর স্নেহশীলা এবং

স্নেহযোগ্যা হইবে। দেহ এবং মনের পবিত্রতাই তোমার হৃদয়ে প্রকৃত প্রেমের উৎপাদয়িত্রী হইবে এবং তোমার প্রতি বিশ্ব-জনের পবিত্রতম প্রীতিকে আকর্ষণ করিবে। দেহ ও মনের পঙ্কিলতার মধ্য দিয়া যে আকর্ষণের সৃষ্টি, তাহা প্রেম নহে, তাহা পূতিগন্ধময় অতি কদর্য্য নরক-নীরের প্রবাহ মাত্র। মহাবস্তু প্রেম পবিত্রতার নির্য্যাসস্বরূপ, কাম-কলুষের সহিত তাহার সম্বন্ধ নাই। যদি আমার সন্তানদের মধ্যে তুমি সর্ব্বাপেক্ষা গুণবতী ও অর্চ্চনীয়া হইতে চাহ, তবে তোমাকে সম্পূর্ণরূপে কামাতীত এবং ইন্দ্রিয়-সুখসম্বন্ধে সম্যগ্‌রূপে উদাসীন হইতে হইবে, অনাসক্তিকে জীবনের প্রধান ব্রতরূপে গ্রহণ করিতে হইবে, হৃদয়ের কলুষিত আবেগরাশিকে পদতলে চাপিয়া রাখিয়া পবিত্রতম চিন্তার অপূর্ব্বসুরভি কুসুমরাশিতে তোমার জীবন-দেবতার পূজা করিতে হইবে। তোমার জীবন-লক্ষ্যকে যত উচ্চে সম্ভব তুলিয়া ধর এবং কামাকাঙ্ক্ষার ক্রীতদাসীত্ব করিতে অস্বীকৃত হও। তুমি তোমার জীবন-প্রভুর সম্পত্তি, দেহে, মনে, প্রাণে অনুক্ষণ তুমি তাঁর, যাঁর কটাক্ষে কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে এবং প্রলয় ঘটিতেছে,—তুমি কখনও রক্তমাংসের দাসত্ব গ্রহণ করিতে পার না। তুমি তাঁর, যিনি পরমেশ্বর, তুমি দেহবুদ্ধির, দেহসুখের বা দেহলিপ্সার নিকটে নিজেকে বিকাইয়া দিতে পার না। কামকাতর কোটি কোটি নরনারীতে পূর্ণ এই রক্ত মাংসের বিকিকিনির

হাটের বিক্রেয় বস্তু অপর যেই হোক, তুমি নিশ্চিতই নহ।

* * * তোমাদের ছাত্রীনিবাসের মেয়েগুলি অধিকাংশেই যে সুযোগ পাইলেই রতি-বিষয়ক আলাপ আলোচনা করিতে ভালবাসিবে, ইহা কিছু বিচিত্র ব্যাপার নহে। এখানে আসিবার পূর্ব্বে ইহারা কেহ সংযমের শিক্ষা পাইয়াছিল কি? স্কুলে পড়িবার কালে ইহারা সমপাঠিনীদের জীবনে ত্যাগ ও বৈরাগ্য দর্শন করিতে পাইয়াছিল কি? গৃহে বাসকালে ইহারা নিজ নিজ পিতামাতা ও প্রতিবেশীদের জীবনে সংযম, ব্রহ্মচর্য্য ও আত্মদমনের কঠোরতা বা দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইয়াছিল কি? প্রায় জন্মাবধি অব্রহ্মচর্য্য-পূর্ণ আবহাওয়ায় লালিত, পালিত, শিক্ষিত, বর্দ্ধিত হইয়া ইহারা যৌবনের এই প্রবল জোয়ারের তোড়ের মুখে যে নিজেদিগকে শক্ত করিয়া একটা মহদাদর্শের সাথে সংলগ্ন করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিবে না, ইহা মোটেই কিছু আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার নহে। ইহারা যে সংযমশুদ্ধ পবিত্রতার দিব্যসুরভিপূর্ণ আদর্শের প্রতি উপেক্ষাশীল ও নিন্দাচটুল হইবে, ইহাও বিস্ময়ের নহে। কিন্তু তুমি ইহাদের অপভাষণে কাণ দিতে পার না। তুমি ইহাদের কদর্য্য রসালাপে যোগ দিয়া কর্ণ ও মনকে কলঙ্কিত করিতে পার না। ইহারা ইহাদের কোনও ব্যবহার বা আলোচনার দ্বারা তোমার মনে কোনও প্রকারের ইন্দ্রিয়-তাড়নার সৃষ্টি করুক, ইহা

তোমার পক্ষে কখনই বাঞ্ছনীয় নহে এবং এইরূপ তুমি কিছুতেই ঘটিতে দিতে পার না। কারণ, তোমার চরিত্রের পবিত্রতার দ্বারাই তোমাকে জগতে অনেক অঘটন ঘটাইয়া জগদ্বাসীর চিরকৃতজ্ঞতার পাত্রী হইতে হইবে। ভালবাসা আর জন্মশাসনের প্রণালী লইয়া যে সব কুমারীরা আলোচনা করিতে রুচি পায়, তাহাদিগকে তুমি ভালো মেয়ে বলিয়া ক্ষণিকের জন্যও মনে করিও না। মনে রাখিও, নারী হইয়া থাকিবে বলিয়াই তুমি মানবজন্ম পাও নাই, তোমাকে দেবীত্ব লাভ করিতে হইবে। নারী পুরুষদের ইন্দ্রিয়বৃত্তির উত্তেজনা, উন্মাদনা ও পরিতর্পণ-সাধনেরই লক্ষ্য, আর দেবী তাহাদের সকল নীচতা, কলুষ ও সমলতার ধ্বংস সাধন করিয়া তাহাদের ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ের অর্চনার বস্তু। আমি চাহি, তুমি দেবী হও। নারী হইয়া যাহারা পুরুষের ইন্দ্রিয়-ক্ষুধার উত্তেজনা-সাধন ও পরিতৃপ্তি-দানকে জীবনের পরম লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, তুমি তাহাদের সহিত নিজের সম্পূর্ণ-পার্থক্যকে অনুভব কর এবং স্বকীয় আচরণের দ্বারা সেই পার্থক্যকে সযত্নে রক্ষা কর। কথায়, ইঙ্গিতে, লেখায় বা চিত্রাদি-প্রদর্শনে কেহ আসিয়া তোমার মনে কোনও ইন্দ্রিয়-তাড়নার সৃষ্টি করিতে না পারে, সেই দিকে হও তুমি প্রখরদৃষ্টিশালিনী। আবার তোমাকে দেখিয়া, তোমার কথা শুনিয়া তোমার আচরণ লক্ষ্য করিয়া, তোমার কথা ভাবিয়া কাহারও মনে না

ইন্দ্রিয়-তাড়নার সৃষ্টি হয়, এমন হও তুমি মধুমতী, মধুচ্ছন্দা, মঙ্গলদায়িনী। নিমিষের জন্যও নিজেকে অপর শত শত সস্তা মেয়েদের মত ভাবিও না। তুমি সস্তা জিনিষ নও। বিশ্বাস কর, তোমার মত মেয়ে পথে ঘাটে পাওয়া যায় না, হাট-বাজারে মিলে না, সুতরাং সস্তায় পাওয়া মেয়েদের মত তোমার আচরণ হইতে পারে না। তোমার সত্যানুসরণ, তোমার নিষ্কলুষ কৌমার্য্য, তোমার সতীত্বগৌরববোধ, তোমার আদর্শ-নিষ্ঠা, তোমার আত্মোৎসর্গের আকাঙ্ক্ষা, তোমার আজন্ম ব্রহ্মচর্য্যের অপূর্ব্ব অনুরাগ তোমাকে আস্তাকুড়ের কলঙ্কিত মেয়েগুলি হইতে সহস্র প্রকারে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে। তোমার আত্মবিশ্বাস, তোমার ঈশ্বরানুরাগ, তোমার চরিত্রের দৃঢ়তা, তোমার আত্মসংযমের প্রশংসনীয় উদ্যম, তোমার ভবিষ্যতের পানে দৃষ্টি তোমাকে সেই সব মেয়েদের হইতে সম্পূর্ণ আলাদা করিয়া রাখিয়াছে, যাহারা কাপড়-চোপড় ধোপাবাড়ী হইতে পরিষ্কৃত হইয়া আসিলেও তাহা দ্বারা নিজের গৃহে সযত্নে-কলঙ্কিত দেহ এবং মনকেই লোকচক্ষুর নিকটে ঢাকিয়া রাখিবার চেষ্টা করে। বর্ত্তমান কলুষিত সমাজের ঘৃণাজনক পরিস্থিতির মধ্যে তুমি নিজের আত্মগৌরব-বোধ কখনও বিস্মৃত হইও না।

যাহাই যখন লিখি, পঞ্চাশাধিক বার পড়িবে, পড়িতে পড়িতে কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিবে। আমার প্রত্যেকটা কথাকে তোমার

অস্থি-মাংসমেদমজ্জার সহিত একীভূত করিয়া ফেল। অপূর্ব্ব-গৌরবময় অনুপম-সুন্দর শুভ্র জীবন যাপন করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছ তোমরা, এই ধারণাকে দেহে মনে প্রাণে বদ্ধমূল করিয়া লও।

শুভাশীর্ব্বাদ জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

একাদশ পত্র

(ইংরেজি পত্রের অনুবাদ)

স্নেহের মা,

তোমার লক্ষ্যকে রাখ স্থির এবং তোমার ব্রতকে রাখ অটুট। বাহিরের কোনও প্রভাবই যেন তোমার লক্ষ্যকে চ্যুত বা ব্রতনিষ্ঠাকে মলিন না করিতে পারে। সৎ, সাধু, নির্ম্মল-চরিত্র ও সুপবিত্র থাকিবার তোমার যে সুমহান্ সঙ্কল্প, তাহার উপরে ক্ষুদ্রতম নীচতাকেও জয়ী হইতে দিও না। তোমাকে পবিত্রতার (virtue) পথ হইতে অন্য দিকে টানিয়া লইবার জন্য কাহারও কণামাত্র চেষ্টাকেও সম্ভব বা সফল হইতে দিও না। পাপপঙ্কিল কোনও কিছুকেই সহ্য করিও না, অগৌরব-জনক কোনও কিছুরই সহিত আপোষ করিও না। কাল এমনই তমসাচ্ছন্ন যে, উপেক্ষিত সামান্য প্রশ্রয় জীবনের বৃহত্তম ভ্রান্তিতে পরিণত হইতে পারে। যাহা কিছু চক্‌চক্ করে, তাহাই যে স্বর্ণ নহে, এই বিষয়ে সকল সময়ে অবহিত থাকিও।

কুমারীর পবিত্রতা

এমন অসংখ্য মানুষ রহিয়াছে, যাহারা প্রকৃত প্রস্তাবে পশুমাত্র এবং প্রথম সুযোগে ঝম্প প্রদান করিয়া পতিত হইবার জন্য উদ্যত ও অপেক্ষমাণ। যেই মুহূর্ত্তে একটী পবিত্রচেতা (chaste) বালিকা উপযুক্ত রূপ অসতর্কা হইয়াছে, অমনি এই সকল পশু তাহাদের সুযোগের সদ্ব্যবহার করে। পুরাদস্তুর ভদ্রলোকের বেশে সজ্জিত এই সকল নরপশুর তাহাই হইতেছে বিরাট সুযোগ, যাহা হয়ত তোমার পক্ষে একটা সামান্য অনবধানতা। এই সকল পশুদিগকে বিশ্বাস করিও না পরন্তু তোমার সমগ্র বীরত্বকে যে-কোনও প্রকার আকস্মিক বিঘ্নের সহিত সংগ্রাম করিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত রাখ। ভয় করিও না, দুর্ব্বলতাকে নির্ব্বাসন দাও। তুমি যে সাহসী মেয়ে, তার পরিচয় প্রতি পদক্ষেপে প্রদান কর। যত পাপাত্মাই তোমাকে প্রলুব্ধ করিতে আসুক না কেন, তাহাকে পদতলে নিষ্পেষিত করিবার দৃঢ়সঙ্কল্প পোষণ কর। যতকাল তুমি যৌবনবিভামণ্ডিতা, ততকাল তোমার যে কোনও প্রশংসাকারীর পক্ষেও দেখিতে না দেখিতে তোমার পরমশত্রুতে পরিণত হইয়া যাওয়া আশ্চর্য্য ব্যাপার নহে। সর্ব্বদা সতর্ক থাক এবং এই বিষয়ে যাহার হাতে হাতে শিক্ষা পাওয়ার প্রয়োজন, প্রয়োজন পড়িলেই পাদুকা খুলিয়া তাহাকে নগদ দক্ষিণা দিয়া দিবার জন্য তৈরী হইয়া থাক। * * * আশিষ জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

দ্বাদশ পত্র

(ইংরেজী পত্রের অনুবাদ)

ওঁ

স্নেহের মা,

আমার মতে জগতে সে-ই সব চেয়ে সুন্দরী বালিকা, চরিত্রে যে পবিত্র, দেহে মনে বাক্যে যে অপাপবিদ্ধ। আমি তোমাকে তেমন দেখিতে চাহি। দেখিতে চাহি, পবিত্রতার তোমার তুলনা নাই এবং দেখিতে চাহি, জগৎ তোমাকে পূজা করিয়া পবিত্র হইতেছে।

তোমার প্রত্যেকটী চিন্তা ও বাক্যের দিকে তীব্র লক্ষ্য দাও, আর দেখ, সেগুলি জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শের অনুগত কিনা। পবিত্র চিন্তার যে সাধিকা, জগতে সে দেবী-স্বরূপিণী। অপবিত্রতার আকর-স্বরূপিণী যে নারী, তাহাকেই নরকের দ্বার বলিয়া বর্জ্জন করা হইয়াছে, পবিত্রতার প্রতিমূর্ত্তি দেবী-প্রতিমা পূজিতা হইয়াছেন। যে নারী নিজের স্বর্গীয় স্বভাবে বিশ্বাস করে এবং দিব্য প্রকৃতির ধ্যান করে, সে দেবত্ব প্রাপ্ত হয়। নিশ্চয় জানিও, দেবীত্বের বিকাশ-সাধনের জন্যই তুমি মানবীতনু ধারণ করিয়া আসিয়াছ, বিলাস-চপলতার ক্রীড়নক হইবার জন্য নয়। ভবিষ্যতের সমগ্র নারীজাতির অনুকরণীয় সুমহৎ আদর্শরূপে নিজের জীবনকে প্রস্ফুটিত করিয়া তুলিবার জন্য প্রস্তুত হও, কৃতনিশ্চয় হও। চরিত্রের দেবীত্বে জগতে

জাজ্জ্বল্যমানা হইয়া ভবিষ্যতের নারীদিগের যাঁহারা কর্ত্তব্যের দিগ্‌দর্শক হইবেন, তুমি তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা হও।

আমার চক্ষে তুমি দামী জিনিষ, কারণ, চতুর্দ্দিকে শত বিঘ্নের এবং বিরুদ্ধ পারিপার্শ্বিকের মধ্যেও তুমি তোমার মনের তেজস্বিতাকে অবাধে রক্ষা করিতে পার। জগতের চক্ষেও তুমি দামী জিনিষ, কারণ বর্ত্তমানের সংখ্যাতীত যে সকল বালিকারা আধুনিক নীতিহীনতার যুগে জীবন্ত দৃষ্টান্ত দর্শনের অভাবে যখন বিশ্বাস করিতে কুণ্ঠিত হইতেছে যে, চরিত্র, পবিত্রতা এবং সতীত্বের মহনীয় আদর্শের এই যুগেও কোনও সম্মানজনক আসন আছে, তখন তুমি তোমার দৃষ্টান্তের শক্তিতে দুই চারিটি হইলেও তরুণীর অন্তরে উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রেরণা সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইতেছ। তুমি আমার চক্ষে দামী, কারণ, তুমি আমার সৃষ্টির একটী গৌরব ; তুমি জগতের পক্ষে দামী কারণ, জগৎ তোমার অস্তিত্বের গৌরব করিবে।

তোমার দেবীত্বে তুমি আরও শ্রদ্ধা বর্দ্ধন কর এবং জগৎকে যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবা তুমি দিতে সমর্থ, তার জন্য অধিকতর প্রস্তুত হও। অর্থাৎ ভোগবর্জ্জিত কঠোর জীবনের পরমলোভনীয় মধুরতার অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত জগৎকে প্রদর্শন কর। জননী হও আমার, জননী হও সমগ্র জগতের। মহদাদর্শের স্তন্যরস-

বিতরণ করিয়া জগতের সকল পুত্রকন্যাগণকে সঞ্জীবিত কর, পুষ্ট কর। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

ত্রয়োদশ পত্র

পুপুন্‌কী আশ্রম

২৭শে চৈত্র, ১৩৪৪

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, ★ ★ ★ সুদূর এবং অদূর উভয়বিধ ভবিষ্যতের কথা নিরন্তর স্মরণে রাখিবে। তোমার জীবনের লক্ষ্য কি এবং সেই লক্ষ্য-লাভের পন্থা হইতে সরিয়া পড়িতেছ কি না, নিরন্তর সেই হিসাব রাখিবে। আত্মপরীক্ষাহীন জীবন খুব অল্পস্থলেই উচ্চতম মহিমাকে আয়ত্ত করিয়া থাকে। নিজেকে যদি কখনও ভোগলুব্ধতার দ্বারা আকৃষ্ট বলিয়া অনুভব করিয়া থাক, গভীরতর আত্মবিশ্লেষণের দ্বারা নিরূপণ করিয়া লও যে, এই লুব্ধতার তীব্রতা কতখানি এবং তাহার নিকটে কতখানি পরাজিত তুমি হইয়াছ। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিজের অন্তরের প্রকৃত অবস্থাটা দেখিয়া লও এবং ত্বরিত তাহার প্রতীকারে যত্নশীলা হও। কামনার সহিত সংগ্রামে তোমার দৃঢ়তা কতখানি হওয়া উচিত, তাহা তুমি উত্তমরূপে অনুধাবন কর এবং যতখানি দৃঢ় ও সচেতন হওয়া উচিত বলিয়া তুমি

অনুমান কর, তাহার দ্বিগুণ দৃঢ়তা ও সচেতনতার অনুশীলন কর। জীবন-সংগ্রামে যে মর্য্যাদাপূর্ণ স্থান ও অধিকার তোমার রক্ষা করা উচিত, তাহার দ্বিগুণ অধিকার বজায় রাখিবার মত অধ্যবসায় ও সংসাহসকে নিয়োজিত কর। যুদ্ধক্ষেত্রে সতর্কতার অভাবের চাইতে বড় ত্রুটী আর কিছু নাই। সকল দিক্ দিয়া তুমি সতর্ক হও এবং প্রলোভনকে জয় করিতে যতটুকু শক্তির আবশ্যকতা, তার চেয়ে বহুগুণ শক্তি সঞ্চয় করিয়া রাখ। সঙ্কল্প কর কখনও নিজেকে পরাজিত হইতে দিবে না। হতাশা এবং আত্ম-অবিশ্বাসই পরাজয়ের অগ্রদূত,—সুতরাং সর্ব্বপ্রযত্নে ইহাদিগকে বিতাড়িত কর এবং তোমার পবিত্রতার ব্রত, সতীত্বের আদর্শ, শুভ্রতার তপস্যাই যে পূর্ণ জয়ী হইবে, এই বিশ্বাসকে ধ্যানের শক্তিতে অবিরাম সঞ্জীবিত কর। তোমার প্রত্যেক কার্য্য পবিত্রতার আদর্শ হইতে অনুপ্রেরিত হউক, তোমার প্রত্যেকটী কার্য্যে চতুর্দ্দিকে পবিত্রতার দিব্য সৌরভ সমীরিত হউক। দেহে পবিত্র, মনে পবিত্র, বাক্যে, কার্য্যে, চিন্তায় পবিত্র,—এই হউক তোমার রূপ ও গুণের যথার্থ বর্ণনা।

শুভাশীষ জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

চতুর্দ্দশ পত্র

জয় ব্রহ্মগুরু

পুপুন্‌কী আশ্রম
২০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৫

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, একটী অভিশপ্ত-জীবন-যাপনকারী হতভাগ্য যুবকের লিখিত বেদনামথিত-হৃদয়ের কাতর-ক্রন্দন-মুখরিত একখানা পত্র এই সঙ্গে পাঠাইলাম। পত্রখানা এতই নোংরা যে, তোমাকে পাঠাইবার আমার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু ইহা পাঠে তুমি নারী-চরিত্রের আর একটা দিক্ স্পষ্ট দেখিতে পাইবে মনে করিয়া তোমার দেখিবার জন্য পাঠাইলাম। পত্রখানা পড়িয়াই ছিঁড়িয়া ফেলিও, কারণ, এইরূপ জিনিষ রাখিবার যোগ্য নহে।

আমি ত' আবাল্য নারীকে দেবীজ্ঞানে অর্চ্চনা করিয়াই আসিয়াছি। যার সহিত যখন আমার পরিচয় ঘটিয়াছে, তাহাকেই তখন জননীর সম্মান দিয়াছি, তাহার বয়স, বিদ্যা, রূপ, গুণ, জাতি বা কুলের বিচার আমার মাতৃবুদ্ধিকে কখনও চপল বা মলিন করিতে পারে নাই। এই কারণেই, শাস্ত্রকারের যে উপদেশ রহিয়াছে, "নারীই নরকের দ্বার", সেই উপদেশের প্রতি প্রবল সমর্থন অনুভব করি নাই। যদিও একটা সময়ে আমি নারী-মুখদর্শনে বিরত থাকিয়া এক-প্রকারের কৃচ্ছ্রই সাধন করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার মূল উৎস

নারীর প্রতি বিদ্বেষ, অশ্রদ্ধা বা ঘৃণা নহে। নিজের জমা-খরচের খাতার হিসাব মিলাইয়া লওয়া ছাড়া উহার আর কোনও উদ্দেশ্যই ছিল না। বাজারে বসিয়া জীবনের হিসাব-নিকাশ করা চলে না, তার জন্য জন-সংসর্গে অরতি এবং নির্জ্জনতার প্রয়োজন হয়। আমার জীবনের সেই নারী-বর্জ্জন-পর্ব্বেও আমি প্রতিমুহূর্ত্তে নারীমাত্রকেই জগন্মাতার সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি ব্যতীত অপর কিছু বলিয়া মনে করি নাই। কিন্তু মা, সকল নারীই দেবী নহে, সকল নারীই জননীর ন্যায় হিতকারিণী নহে, কেহ কেহ সর্ব্বনাশিনী রাক্ষসীও বটে। প্রেরিত পত্রখানাতে তাহার অকাট্য প্রমাণ পাইবে।

কি করিয়া সমবয়স্ক বা বয়োধিক পুরুষেরা কচি বয়সের মেয়েদের সর্ব্বনাশ সাধন করে, সেই বিষয়ে আমি বহুবার বহুপ্রকারে তোমাদিগকে উপদেশ দিয়াছি ও সতর্কতার বাণী শুনাইয়াছি। কিন্তু কি করিয়া বয়োধিকা রমণীরা যুবকদের সর্ব্বনাশ সাধন করে, তদ্বিষয়ে কোনও কথা কখনও বলি নাই। আমার প্রেরিত সঙ্গীয় এই পত্রখানা পাঠে তুমি তাহার আভাস পাইয়া নিশ্চই বিস্ময়ান্বিত, ভয়বিমূঢ় ও ঘৃণা-কণ্টকিত হইবে। অনেক মেয়েরা এইভাবে বালক ও যুবকদের কাঁচা মাংস চিবাইয়া খাইতেছে! সমাজ তাহা জানিয়াও জানে না, পিতামাতা তাহা বুঝিয়াও বুঝে না। কিন্তু তোমাদিগকে ইহা জানিতেও হইবে, বুঝিতেও হইবে, প্রতিকারও করিতে হইবে।

নারীর সতীত্বকে লইয়া বিদ্রূপ করিয়া ভূরি ভূরি সাহিত্য রচিত হইতেছে। রমণীর চরিত্রের সৌন্দর্য্য অপেক্ষা বিবসনা সুন্দরীর নগ্ন গাত্র অধিকতর সুন্দর জিনিষ বলিয়া প্রচারিত হইতেছে। যে সকল সামাজিক অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া সতীত্বের প্রতি মেয়েদের লুপ্তাবশিষ্ট শ্রদ্ধাবোধটুকু ক্ষয় পাইতে বাধ্য, সেই সকল অনুষ্ঠানকে সভ্যতার, কৃষ্টির ও পূর্ণতার অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করা হইতেছে। ইহার ফলে কচি মেয়েরা বয়স্ক পুরুষদের, আর কচি ছেলেরা বয়স্কা মেয়েদের ইতরতার অনলে যে ইন্ধন যোগাইতে বাধ্য হইবেই। ইহা নিবারণ করিবে কে? আজ যে ইহার প্রতিবাদ তোমাদের কণ্ঠেই উচ্চারিত হওয়া আবশ্যক। পুরুষেরা নারীর সতীত্বের মহিমা-কীর্ত্তন করিলে তাহার ব্যাখ্যা হইবে এই যে, পুরুষগুলি মেয়েদিগকে চির-কালের জন্য খাঁচায় পুরিয়া রাখিতে চাহে। তোমরা ছাগ-ছাগী নহ, তোমরা মানুষ; পশুপক্ষীর সতীত্বজ্ঞানের প্রয়োজন হয় না, শূকর-কুকুরের চরিত্র-সাধনার আবশ্যকতা নাই; মানুষের আছে।—এই বোধ মেয়েদের ভিতর মেয়েদিগকেই জাগাইয়া তুলিতে হইবে। বর্ত্তমান সমাজ যদি ব্যাবিলোন আর রোমের মত অসংযমের বিষে ধ্বংসও হইয়া যায়, তবু ভীত না হইয়া শক্তিশালী বীর্য্যশালী পৃথক্ সমাজ, মানে মানুষের সমাজ,—কুক্কুর-কুক্কুরীর হিতাহিত-বোধ-বর্জ্জিত বেপরোয়া সমাজ নহে,—তোমাদিগকেই গড়িবার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে।

*　　　　　*　　　　　*

ইহা হইতে তোমাকে একটী মূল্যবান্ শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। তাহা এই যে, নিজেকে পবিত্র রাখাই কুমারীর একমাত্র ধর্ম্ম নহে, নিজের দ্বারা অপর কেহ বিন্দুমাত্র স্খলিত-বুদ্ধি না হইতে পারে, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখাও কুমারী-মাত্রেরই একটা সুমহৎ ব্রত। যে সকল রমণী স্বেচ্ছায় এবং নানা কৌশল সহকারে পুরুষদিগকে বিপথগামী করিবার চেষ্টা করে, শুধু তাহাদের দল হইতে নিজেকে পৃথক্ করিয়া রাখিলেই যথেষ্ট হইবে না। পরন্তু নিজের অনিচ্ছাকৃত আচরণগুলিও যেন এমন হয় যে, কোনও পুরুষ তোমার প্রতি প্রলুব্ধ না হয় বা তোমাকে অবলম্বন করিয়া কদর্য্য চিন্তা শুরু করিতে না পারে। অনেক ভালো মেয়েরও যে অনিচ্ছাকৃত আচরণ বা সামান্য অসতর্কতা বহু যুবককে উন্মাদিত করিয়াছে, জগতে তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

এই পত্র পাইয়া মা বিরক্ত হইও না। তোমাদের নিষ্কলঙ্ক নিষ্কলুষ নিষ্পাপ চরিত্রে আমি বিশ্বাস করি। বিশ্বাস করি বলিয়াই তোমাদের প্রতি আমার স্নেহ অকৃত্রিম ও অপার্থিব। কিন্তু তোমরা নিতান্ত কচি, সংসারের কুটিলতায় অনভিজ্ঞা এবং একান্তই সরল-স্বভাবা। তাই, তোমাদের কাছে সাবধান-বাণী বারংবার উচ্চারণ করিতে হয়। হিতকথা শুনিলে ভালো মেয়েরা চটে না।

আশা করি তোমার পড়া ভাল চলিয়াছে। পড়াশুনা করিতে শিক্ষকের সহিত একই তক্তপোষে বসিও না। এইটী আমার বিশেষ উপদেশ। সেই শিক্ষক যিনিই হউন না কেন। শিক্ষকের সহিত শরীরের ছোঁয়াছুয়ি বর্জ্জন করিবে। কুমারী মেয়েরা পুরুষদিগকে পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিবে, ইহাও যেন আমার অসহ্য বোধ হয়। খোলা চক্ষে চতুর্দ্দিক দেখিও। মেয়েদের কখনও অন্ধের মত চলিলে চলিবে না। সতর্কতা দোষেরও নহে, অপরাধেরও নহে। তবে, তুমি যে সতর্ক, একথা নিষ্প্রয়োজনে প্রতিবেশীদিগকে জানিতে দেওয়া ঠিক নহে। * * * শুভাশীষ জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

পঞ্চদশ পত্র

ওঁ ব্রহ্মগুরু

পুরুলিয়া

৫ই আষাঢ় ১৩৪৫

(ইংরেজী পত্রের বঙ্গানুবাদ)

স্নেহের মা—,আশ্রমে ফিরিয়াই তোমাকে পত্র দিবার কথা ছিল। কিন্তু কলিকাতা হইতে ফিরিয়াই আমাকে এক জরুরী কাজে পুরুলিয়া আসিতে হইয়াছে। লোকের ভিড়ে আমি কতকগুলি প্রয়োজনীয় কথা তোমাকে বলিতে পারি নাই। এই পত্রে তাহা লিখিব।

কুমারীর পবিত্রতা

কুমারী মেয়েদের জীবন সম্বন্ধে আমি যতটা চিন্তা করিয়াছি, তাহাতে আমার মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল হইয়াছে যে, কুমারী-মেয়েদিগকে সম্পূর্ণরূপে নিজ বুদ্ধি-বিবেচনার উপরে বেপরোয়া ভাবে ছাড়িয়া দেওয়ার মত মূর্খতা অভিভাবক বা পিতামাতার পক্ষে আর কিছু হইতে পারে না। সধবা-মেয়ের দাম্পত্য আকর্ষণ আছে, বিধবা মেয়ের অনেক ক্ষেত্রে স্বর্গীয় স্বামী বা তাহার সংসারের প্রতি একটা কর্ত্তব্য-বোধ আছে, কিন্তু কুমারী মেয়ের মন একেবারে চিহ্নহীন শাদা কাগজের মত। তাই, সময়-বিশেষে তাহার মনের উদ্দামতা অত্যন্ত প্রবল হইয়া তাহার হিতাহিত-বিবেচনার শক্তিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবার সম্ভাবনা বেশী।

এই জন্য সংসর্গ-নির্ণয়, বাসস্থান-নির্ব্বাচন এবং শয়ন-গৃহ নিরূপণ সম্পর্কে তোমাদের পক্ষে সতর্কতার প্রয়োজন অধিকতর। কথাটি আমি একটি বাক্যের মধ্যে নিবদ্ধ করিলাম সত্য, কিন্তু এই ছোট্ট কথাটিকে সাধারণ ভাবে গ্রহণ করিলে চলিবে না। ইহার প্রত্যেকটী শব্দ একটু গভীরভাবে ভাবিয়া দেখিতে হইবে। তুমি যেখানে থাকিয়া পড়াশুনা করিবে মনে করিয়াছ, সেই স্থানে তোমাকে থাকিতে দিতে আমার প্রধান অমতের কারণ এই যে, শয়নের ব্যবস্থাটা সেখানে নিতান্ত গ্রাম্য ধরণের এবং দূরদর্শিতা-বর্জ্জিত। এমন স্থানে কোনও দামী মেয়েকে রাখা চলিতে পারে না।

পল্লীগ্রামে স্থানের অভাবে যুবক ছেলেরা ও যুবতী মেয়েরা একই ঘরে বা একই মেঝেতে শয়ন করিয়া থাকে। একটা মশারির পর্দ্দার ব্যবধানকেই তাহারা স্থানাভাববশতঃ যথেষ্ট ব্যবধান বলিয়া গণ্য করিতে বাধ্য হয়। যেখানে কোনও সদ্বিবেচিকা গৃহিণী থাকেন, সেখানে যুবকদের আর যুবতীদের ঘুমাইবার মধ্যবর্তী স্থানে একজন বৃদ্ধ পুরুষ বা গৃহিণী স্বয়ং নিজের শয়নের ব্যবস্থা করিয়া আরও একটু ব্যবধান রচনা করিয়া থাকেন। অত্যন্ত সতর্ক-প্রকৃতির গৃহিণীরা ইহার অতিরিক্ত আরও দুইটী ব্যবস্থা করেন। যথা, (১) রাত্রে ঘরে একটা বাতি সর্ব্বদা জ্বালিয়া রাখা, কারণ জগতের অধিকাংশ পাপই অন্ধকারে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। (২) স্বয়ং গৃহদ্বারে শয়ন করা, যেন কেহ রাত্রে দুয়ার খুলিয়া বাহিরে চলিয়া গেলে তিনি নিশ্চিতই টের পান, কারণ, যেস্থলে গৃহমধ্যে পাপানুষ্ঠান অসুবিধাজনক, সেই স্থলে গৃহের বাহিরে চলিয়া যাইয়া যথেচ্ছ উচ্ছৃঙ্খলতার অনুশীলন করিতে কামোত্তেজিত ব্যক্তিদিগকে অহরহ দেখা গিয়া থাকে। কিন্তু এই সতর্কতা অবলম্বন করিবার পরেও শত শত স্থলে ইহা ব্যর্থ হইতে দেখা গিয়াছে। এই কারণেই পল্লীগ্রামে চিরকালই বাল্য-বিবাহের এত সমর্থন ছিল, প্রয়োজনও ছিল।

রাত্রিতে তুমি নিদ্রায় থাকিবে আচ্ছন্ন। তোমার হিসাব করিবার ক্ষমতা থাকিবে না যে, তোমার শরীরের বস্ত্রাদি কোন্

স্থানে সুবিন্যস্ত আছে, কোন্ স্থানে অবিন্যস্ত রহিয়াছে। রাত্রি-কালে মানুষের কোনও কাজ-কর্ম্ম থাকে না বলিয়া, এই সময়ে যাহারা জাগিয়া থাকে, সাধক ব্যক্তি না হইলে তাহাদের মনে পাপ-চিন্তাই প্রবল হয়। মনের অনেক গুপ্ত কামনা তখন জাগিয়া ওঠে। সেই সময়ে যদি কোনও গৃহবাসী যুবকের মন ঠিক্ এই নিদারুণ অবস্থাটায় পতিত হয়, তাহা হইলে সে কি নিদ্রিতা তোমার গায়ে হঠাৎ হাত দিয়া ফেলিতে পারে না? একটা মশারির ব্যবধান প্রকৃত-প্রস্তাবে কোনও ব্যবধানই নয়। তখন তুমি কি করিবে? চীৎকার দিয়া উঠিয়া বাধা দিবে, না, চুপ মারিয়া পড়িয়া থাকিবে?

এই সব স্থলে লোকলজ্জার হাত এড়াইবার জন্য চুপ্ করিয়া অনেক মেয়ে থাকে। তার ফল হয় সর্ব্বনাশ। কিন্তু পরগৃহবাসিনী মেয়ে যদি চীৎকার করিয়া উঠিয়া অপর সকলকে জাগাইয়া দেয়, তাহা হইলে উহাও তাহার পক্ষে কম লাঞ্ছনার ব্যাপার হয় না, যদিও উহা সতীত্ব-নাশের চেয়ে অনেক অধিক বাঞ্ছনীয়। যে গৃহের ছেলেটীর আচরণের প্রতিবাদে তুমি চীৎকার করিয়া উঠিলে, সেই গৃহের কর্ত্তা ও কর্ত্রীরা যদি ব্যাখ্যা করিয়া বসেন যে, তাঁদের ছেলে কখনো খারাপ হইতে পারে না, তুমিই খারাপ মেয়ে, এতদিন ভালোর অভিনয় করিয়া সকলের মন ভুলাইয়াছ এবং তলে তলে নানা প্ররোচনা দিয়া নিষ্পাপ নিষ্কলুষ নিষ্কলঙ্ক-চরিত্র ছেলেটীকে পাপ-পথে

প্রলোভিত করিয়াছ, পরন্তু ঘরের অন্য লোক জাগিয়া থাকিয়া তোমার চতুরালী ধরিয়া ফেলিয়াছে টের পাইয়া হঠাৎ এক চীৎকার দিয়া সতীপনা ফলাইতে চেষ্টা পাইয়াছ,—তখন কি করিবে ? এইরূপ সব অবস্থা অনেক মেয়ের জীবনে আসে। কথাগুলি আমার কল্পিত নয়। এইরূপ ঘটনা নানাস্থানে ঘটিয়াছে এবং ঘটিতেছে। দুষ্ট ছেলের বাপ-মাও নিজের ছেলেকে দুষ্ট বলিয়া স্বীকার করিতে রাজি নয়। পরের মেয়ের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া যদি নিজের ছেলেটী ভাল বলিয়া প্রমাণ বা প্রচার করিবার পথ কিছু থাকে, তবে তাহার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিতে অনেকেই কুণ্ঠিত নহে।

গৃহের যুবকেরা প্রায় সকলেই বিবাহিত, ইহাও তোমার ওখানে থাকার পক্ষে সদ্‌যুক্তি হইতে পারে না। বিবাহিত হইলেই যে মানুষ নিজ পত্নীর প্রতি বিশ্বাস সকল সময়ে রক্ষা করিবেই, তার স্থিরতা কি ? বিবাহিত হইয়াও অনেক পুরুষ উন্মার্গগামী হইতেছে। যার স্বভাব ভাল, তেমন ব্যক্তিও সুযোগের অধীনে অনেক কুকাজ করিয়া ফেলে! যে কাজ করিবার তার ইচ্ছা নাই বা অভ্যাস নাই, প্রবল সুযোগ হাতের কাছে পাইয়া, সেইরূপ কাজও জগতে অনেককে করিতে দেখা গিয়াছে। আমি জানি ইহারা সকলেই সচ্চরিত্র ছেলে। কিন্তু একটা লজ্জাজনক কাজ করিয়া ফেলিবার সুযোগ যতক্ষণ খোলা থাকিবে, ততক্ষণ চরিত্রবান্ ছেলের

সম্বন্ধেও একেবারে নির্ভরশীল বা নিশ্চিন্ত হওয়া তোমার পক্ষে মূর্খতা।

কত রূপ ধরিয়া যে ছেলেদের মনে মেয়েদের সম্পর্কে অভদ্র আচরণের প্ররোচনা জাগে, তাহা তুমি জান না। কাহারও বোধহয় তাহা জানিবার উপায় নাই। কোনও নির্দ্দিষ্ট একটি মেয়ে প্রকৃতই সতী কিনা, তাহা পরীক্ষার জন্য সচ্চরিত্র নাম-ধারী একটী যুবককে তাহার দ্বিগুণ বয়োধিকা মাতৃসমা রমণীর শয্যায় অগ্রসর হইতে ধ—নামক স্থানে একটী আশ্রমে বিগত ১৩৩৯ সালে দেখা গিয়াছিল। যদিও সেই আশ্রমের সহিত আমার কোনও সম্পর্ক নাই, তথাপি এই বিষয়ের বিচারের আংশিক ভার আমার উপরেও পড়িয়াছিল। ১৩৪৪ সালে ঐ স্থানেই আর একটি সচ্চরিত্র নাম-ধারী যুবক মাতার চেয়ে অধিক বয়স্কা বর্ষীয়সী রমণীর শয্যাপার্শ্বে অত্যন্ত আপত্তিজনক ভাবে ধরা পড়িয়াছিল এবং সে বলিয়াছিল যে, মাতৃসমা নারীর সতীত্ব আছে কিনা, তাহা পরীক্ষার জন্যই সে এই দুষ্কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছিল। যথাকালে এই দুইটী ঘটনা আমার নিকট তুমি শ্রবণ করিয়াছিলে। এই ঘটনাদ্বয়ের পূর্ব্বে এই যুবক দুইটীর বিরুদ্ধে বোধ হয় জগতে একজন লোকও চরিত্রবিষয়ে কোনও অভিযোগ উত্থাপিত করিতে পারে নাই। তবু অবস্থার স্রোতে নীয়মান হইয়া তাহারা অপ্রত্যাশিত

অকাণ্ডে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। ইহা হইতেও তোমার কিছু শিক্ষা সংগ্রহ করা দরকার।

যুবকদিগকে অবিশ্বাস করিতে আমি বলি না। সন্দিগ্ধ-চরিত্রতা একটা মস্ত বড় দোষ। সকলকেই তুমি সচ্চরিত্র বলিয়া জ্ঞান করিও। জগতের সকলকে সচ্চরিত্র বলিয়া জ্ঞান করিতে অভ্যাস করিলে তোমার নিজের চরিত্রোন্নতির আশাতীত সহায়তা তাহাতে হইবে। কিন্তু তোমার কোনও অসতর্কতা দ্বারা কাহারও সমক্ষে ভুলভ্রান্তি করিবার সুযোগের দুয়ার তুমি খুলিয়া দিতে পার না। আমি নিম্নে কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। চিন্তা করিয়া দেখিও।

যাহারা স্বামি-স্ত্রী নহে, এমন দুইটী যুবক-যুবতী ষ্টীমারে দীর্ঘপথ পর্য্যটন করিতেছে। শীত ঋতু, রাত্রিকাল। দুই জনে একই সতরঞ্চির উপরে কম্বল মুড়ি দিয়া নিদ্রিত রহিয়াছে। ষ্টীমারে লোকের ভিড়ের দরুণ অত্যন্ত গাঁজাগাজি। ফলে ছেলেটীর আর মেয়েটীর শরীরে অনেকবার ছোঁয়াছুঁয়ি ঘটিতেছে। ছেলেটী সচ্চরিত্র। মেয়েটী নিষ্পাপ। কিন্তু এই ছোঁয়াছুয়ির দরুণ আস্তে আস্তে ছেলেটীর রিপু উত্তেজিত হইল। মেয়েদের চেয়ে ছেলেরা উত্তেজনার ধাক্কা কম সামলাইতে পারে। ফলে ইহাকে উপলক্ষ্য করিয়া দিনের পর দিন ছেলেটী আকাশে জাল রচনা সুরু করিল এবং পরবর্ত্তী কোনও সময়ে নির্জ্জন অবসরে মেয়েটীর মর্য্যাদায় আঘাত

করিতে উদ্যত হইল।—বল, এস্থলে ছেলেটীর দোষ কি, মেয়েটীরই বা দোষ কি? না, দোষ সুযোগের?

একটী যুবতী মেয়ে স্নানঘরে প্রবেশ করিয়া স্নান করিতেছে। সর্ব্বাঙ্গে সাবান মাখিবার জন্য কাপড়-চোপড় আবশ্যক মত শরীর হইতে সে খুলিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু ভুলে স্নানের ঘরের দুয়ারে সে খিল মারে নাই। একটী যুবক না জানিয়া হঠাৎ স্নানঘরে ঢুকিতে যাইয়া আপাদমস্তক—নগ্না যুবতীকে দেখিয়াই লজ্জিত হইয়া সরিয়া গেল। কিন্তু এই দৃশ্য তার মনের উপরে একটা স্থায়ী দাগ কাটিল। এই সূত্র ধরিয়া আস্তে আস্তে—"সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ"-চিন্তা করিতে করিতে কামের উদ্ভব হইল। পরিণামে একদিন সে নিজেকে সামলাইতে না পারিয়া উপযুক্ত অবসরে একটা অভদ্র চেষ্টা করিয়া বসিল। বল এস্থলে দোষ কার? ছেলেটীর না মেয়েটীর, না সুযোগের?

একটী যুবক গৃহ-শিক্ষক যে ঘরে বাড়ির ছোট ছেলেমেয়ে-দের বসিয়া পড়ান, গৃহের একটী যুবতী মেয়ে সেই ঘরেই শয়ন করে। ঘুমের ঘোরে মেয়েটীর হাত-পা কাপড়-চোপড় নানা সময়ে নানা রকম হয়। যুবকটীর চখে তা প্রায়ই পড়ে, কিন্তু সে চরিত্রবান্ ছেলে বলিয়া নিজের চখকে সাম্‌লাইয়া লয়। কিন্তু চক্ষু সাম্‌লাইলে কি হইবে? মনকে সামলান বড় কঠিন। ধীরে ধীরে মনের ভিতরে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইতে লাগিল এবং

শিকারী কুকুরের মত সে শুধু পথের ঘ্রাণ খুঁজিতে লাগিল। একদিন হঠাৎ সে এমন কাজ করিয়া ফেলিল, যাহার জন্য ছেলেটী, মেয়েটী আর মেয়েটীর আত্মীয়-স্বজন সকলকেই জীবন ব্যাপিয়া অনুতাপ করিতে হইল। বল,—এক্ষেত্রে দোষ কার? ছেলেটীর, না মেয়েটির, না সুযোগের?

তোমার প্রতিবেশীরা যতই ভাল লোক হউন, মন্দ লোকের জন্য যে সব সুযোগের দুয়ার তুমি খোলা রাখিতে পার না, ভাল লোকের জন্যও সেই সব সুযোগের দুয়ার খোলা রাখা চলিবে না। একটা মাত্র মশারীর ব্যবধানকে যদি মন্দলোকের বেলায় তুমি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ কর, তবে ভাল লোকের বেলায়ও এই ব্যবধানেই তোমার সন্তুষ্ট থাকা উচিত নহে। কুমারীর (অথবা শুধু কুমারী কেন, স্ত্রীলোক মাত্রেরই) শয়নস্থান হওয়া উচিত এমন, যেখানে তাহাকে না জানাইয়া, তাহার অনুমতি না লইয়া কেহ তাহার কেশাগ্রও স্পর্শ করিবার কোনও সুযোগ না পায়।

এত যত্ন, আদর, ভালবাসা ও সুবিধার স্থানটীকে আমি শুধু শয়ন-ব্যবস্থার অসম্পূর্ণতার জন্য ত্যাগ করিতে তোমাকে উপদেশ দিতেছি বলিয়া তুমি দুঃখিতা হইও না। আমার যুক্তিগুলি বিবেচনা করিও। * * *

শুভাশীষ জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

ষোড়শ পত্র

জয় ব্রহ্মগুরু

পুপুন্‌কী আশ্রম
১৮ই আষাঢ়, ১৩৪৫

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—অবসরের, অভাবে তোমার তিনমাস পূর্ব্বের লিখিত পত্রের জবাব দেওয়া হয় নাই। এজন্য ব্যথিত হইও না মা। আমি জানি, আমার মায়েদের আব্‌দার বেশী, কিন্তু তাঁরা কেউ অবিবেচিকা নন। তবে হাঁ, এই অনুযোগ আমি করিতে পারি যে, আমি বরং পত্রের উত্তর দেই নাই, কিন্তু মা হইয়াও তুমি কেন আর একখানা পত্র লিখিলে না? কথায়ই ত' বলে,—"কুপুত্র যদ্যপি হয়, কুমাতা কখনো নয়!"

অবশ্য আমি তোমাদের নিকটে সত্যি সত্যি যাহা চাহি, তাহা কতকগুলি পত্রই নহে। পত্রের ভিতর দিয়া যাহারা উচ্চচিন্তার অনুশীলন করে, প্রাণের শ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষাগুলিকে প্রিয়জনের নিকট প্রকাশ করিয়া নিজেদের ও প্রিয়জনদের হিতসাধন করে, তাহাদের আমি খুব ভালবাসি। কিন্তু আরো ভালবাসি তাহাদিগকে, যাহারা নিজ নিজ জীবনের প্রত্যেকটি আচরণের মধ্যে উচ্চচিন্তাকে রূপ দেয়, পবিত্রতাকে ফুটাইয়া তোলে। গোলাপ ফুল যদি গান গাহিতে জানিত, তবে তাহা প্রীতিকর হইত, কিন্তু গান গাহিতে জানে না বলিয়াও মানুষের বড় আদরে বঞ্চিত হইবার অধিকার তার লুপ্ত হয় নাই।

আমি চাহি যে, তোমরা তোমাদের চরিত্রের মধ্যে পবিত্রতার সৌরভ, মহিমার মধু, শুভ্রতার নিষ্কলঙ্ক রূপ ফুটাইয়া তোল। শুধু নিজের জীবনেই ফুটাইয়া তুলিবে, তাহা নহে। তোমাদের সংস্পর্শে যে সকল মেয়ে আসিবে, তাহাদের প্রত্যেকের মধ্যেও ইহার অনুকূল উপাদান সৃষ্টির, পুষ্টির ও সঞ্চয়ের চেষ্টা কর, নিজেরা পবিত্র হও, জগৎকে পবিত্র হইতে সাহায্য কর। নিজেরা মহিমান্বিতা হও, জগতের সকল মেয়েকে মহিমান্বিতা হইবার পথে প্রচণ্ড প্রেরণা প্রদান করিতে থাক।

শুভাশীষ জানিও। * * * ইতি— আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

সপ্তদশ পত্র

ওঁ

পুপুন্‌কী আশ্রম

১৮ই আষাঢ় ১৩৪৫

পরমকল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—,জীবনের লক্ষ্য যে তোমার উচ্চে, ভোগ-বিলাসিতার ঊর্দ্ধে যে তোমার স্থিতি, সর্ব্বজীবের কল্যাণার্থেই যে তোমার দেহধারণ, সর্ব্বজীবের কল্যাণকর্ম্মে সম্পূর্ণরূপে আত্মাহুতি-দানই যে তোমার চরমচরিতার্থতা, সুপবিত্র মাতৃস্নেহে বিশ্বজগতের প্রত্যেক স্নেহাতুর-চিত্তকে অভিষিক্ত করিয়া পবিত্রতার পথে অগ্রসর করিয়া দিবার জন্যই যে তুমি নারী-দেহ ধারণ করিয়াছ, তোমার নারী-জন্ম যে ইতর-সুখের

কলুষ-পল্বলে আত্মহারা হইবার জন্য নয়, এই কথা সর্ব্বদা স্মরণে রাখিও। ভুলিও না তুমি কে, ভুলিও না তুমি কাহার। নিত্য, শুদ্ধ, মঙ্গলময় পরমেশ্বরেরই তুমি একটী বিকাশ-বিগ্রহ। তোমাতে অপবিত্রতা, অনাচার ও পঙ্কিলতা সাজে না।

জীবন-গঠনের এই অপূর্ব্ব সময়ে ক্ষণমাত্র কালকেও বৃথা চিন্তায়, বৃথা বাক্যে বা বৃথা কর্ম্মে অপব্যয়িত করিও না। প্রত্যেকটী নিমেষের পূর্ণ সদ্ব্যবহার কর। দিব্য ধনে ধনী হও। দিব্য প্রেমে প্রেমী হও। দিব্য রসের আস্বাদন করিয়া অমর হও। দিব্য অমৃত পান করিয়া জরা-মৃত্যুর অতীত হও। পূর্ণ হও, পুণ্য হও, সুন্দর হও, শোভন হও, ধন্য হও, কৃতকৃতার্থ হও।

শুভাশীষ জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

অষ্টাদশ পত্র

জয় ব্রহ্মগুরু

পুপুন্‌কী আশ্রম
১৯শে আষাঢ়, ১৩৪৫

পরমকল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, ভগবানই প্রকৃত প্রেমের খনি। দেহ মন প্রাণ দিয়া তাঁহাকেই ভালবাসিও। সর্ব্বতোভাবে একান্ত রূপে তাঁহারই হইয়া যাইও। তিনি তোমার, তুমি তাঁর, এই ভাব অনুক্ষণ অন্তরে রাখিও। তিনি পবিত্রতা-স্বরূপ। তাঁকে ধ্যান করিতে করিতে তুমিও পবিত্রতা-স্বরূপিণী হইবে।

শুভাশীষ জানিও। ইতি—

শুভাশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

ঊনবিংশ পত্র

জয় ব্রহ্মগুরু

পুপুন্‌কী আশ্রম
১৯শে আষাঢ়, ১৩৪৫

পরমকল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ পবিত্রতা, শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য পবিত্রতা, শ্রেষ্ঠ সার্থকতা পবিত্রতা। তোমাদের মত মেয়েদের অনুক্ষণ এই কথা স্মরণে রাখার দাবী আমি করিব। কারণ, তোমাদের জীবন যখন পূর্ণ শোভায় ফুটিবে, তখন জীব ও জগৎ তাহা দর্শনে মুগ্ধ হইবে, প্রেরণা পাইবে, পাপমুক্ত হইবে। যে পূর্ণতা মানবজীবনের একমাত্র কাম্য, তাহা তোমাদের লাভ হউক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

বিংশ পত্র

বর্দ্ধমান
৫ই শ্রাবণ, ১৩৪৫

পরমকল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, ★ ★ ★ বলিতে কি মা, তোমাদের মত চিত্তবৃত্তি যাহাদের ঊর্দ্ধগতিতে চলিয়াছে, তাহাদের পত্র পাইতে আমি এত আনন্দ অনুভব করি যে, বলিবার নহে। কবে যে দেখিব ভারতের প্রত্যেকটি কন্যা চিত্তের গতিকে প্রাণপণ বলে ঊর্দ্ধমুখী করিয়া রাখিয়াছে। অনুক্ষণ আমি সেই স্বপ্ন দেখি। চতুর্দ্দিকের বিলাস-চপল প্রেতনাটোর মাঝখানে দুই চারিটী

সুদুর্লভা কন্যাই আমার এই স্বপ্ন-পথের আশা-পাথেয় সঞ্চারণা করিতেছে। কবে দেখিব, ভারতের কন্যা নিজেকে নিজের জন্যও নহে, পশুবৃত্তির জন্যও নহে, মাত্র জগদ্ধিতায় গঠন করিতেছে, জগদ্ধিতকে লক্ষ্য রাখিয়া নিজেদের প্রত্যেকটী আচরণকে, প্রত্যেকটী চিন্তা-চেষ্টাকে, প্রত্যেকটী আশা-আকাঙ্ক্ষাকে, প্রত্যেকটী চিত্ত-গতিকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। যেদিন তাহা দেখিব, সেদিন আমার মানব-দেহ-ধারণ সার্থক হইবে। * * *

শুভাশীর্ব্বাদ জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

একবিংশ পত্র

(ইংরাজি পত্রের অনুবাদ)

স্থান ও তারিখ নাই

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, * * * বিগত কয়েকটা বৎসর ধরিয়া বাংলা তথা ভারতের কন্যাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে গভীর ভাবে চিন্তা করিতেছি। নানা প্রকারের আগন্তুক সামাজিক সমস্যা যে ভাবে কাজ করিয়া যাইতেছে, তাহাতে সর্ব্বত্রই নিত্য নূতন অবস্থার সৃষ্টি ঘটিতেছে। ইহাই আমাকে খুব বেশী করিয়া ভাবিতে বাধ্য করিয়াছে যে, ভারতীয় মেয়েদের ভবিষ্যৎ কি হইবে? তাহারা কি নিজেদিগকে যৌবনের উন্মত্ত তাড়নায় পরিচালিতা হইতে দিবে? তাহারা কি নিজেদিগকে রক্ত-

মাংসের সুখ ও দৈহিক ক্ষণস্থায়ী তৃপ্তির কাছে বিকাইয়া দিবে? তাহারা কি এত নীচে নামিবে যে, চরিত্র, সতীত্ব, পবিত্রতা ও সংযমের বিনিময়ে পঙ্কিল পয়ঃপ্রণালী হইতে ক্ষুদ্র সুখকে কুড়াইয়া লইতে লজ্জা বোধ করিবে না? তাহারা কি নিজেদের দেহটাকে একটা আমোদ-প্রমোদের যন্ত্ররূপে ব্যবহার করিতেই অবিরাম প্ররোচনা স্বীকার করিবে? না, ইহা অপেক্ষা অধিকতর মঙ্গলজনক এবং উন্নততর কোনও আদর্শকে বাছিয়া লইবে?—এই চিন্তাগুলিই আমাকে কয়েকটা বৎসর ধরিয়া অত্যন্ত অধিক পরিমাণে ব্যস্ত রাখিয়াছে।

বর্ত্তমান কালের তরুণীদের প্রকৃতি কি ও প্রবণতা কোন্ দিকে, তাহা ত' তুমি জান। তাহাদের কল্পনাকে জাগরিত, প্রবর্দ্ধিত ও আকর্ষিত করে সবচেয়ে বেশী কোন্ কোন বস্তুতে, তাহাও তুমি ভাল করিয়াই অবগত আছ। তরুণদের সঙ্গলাভ করা, তাহাদের সহিত কথা বলা, তাহাদের বিষয় চিন্তা করা, ইহাই সম্ভবত তাহাদের সবচেয়ে প্রীতিজনক কামনার বস্তু। তাহারা তরুণদের স্নেহ, ভালবাসা, আদর ও প্রীতি পাইতে চাহে, এবং এই চাওয়ার আকুলতাই বোধ হয় তাহাদের চরিত্রের দুর্ব্বলতার সবচেয়ে বড় উৎস।

নৈতিক এবং ধার্ম্মিক শিক্ষা যখন অনাদৃত ও অবহেলিত, তখন ইহা মোটেই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে, বিশ বা বাইশ বৎসর বয়সের কোনও কোনও বালিকা বিপজ্জনক ভ্রমে পতিত

হইবে এবং বিপথে পাদচারণা করিবে। কিন্তু চতুর্দ্দশ-বর্ষ বয়স্কা বালিকারা বালকদিগকে ভালবাসিবে, চুম্বন করিবে এবং এমনকি কুলত্যাগিনী হইয়া তাহারা যুবক-প্রণয়ী সহ পলায়ন করিবে, এইরূপ দৃশ্য বাস্তবিকই অত্যন্ত আতঙ্কজনক। এই জাতীয় অপকার্য্য করিবার পক্ষে চৌদ্দ বৎসর বয়স অত্যন্তই কচি বয়স এবং ইহার কাছাকাছি বয়সের বালিকাদের জীবন এমনই হওয়া উচিত, যেন তাহাদের পিতামাতারা তাহাদিগকে সকল প্রকার গোপন-প্রণয়ের কবল হইতে মুক্ত, শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ বলিয়া নিরাপদেই মনে করিতে পারেন। কিন্তু যৌনতত্ত্বের আলোচনাপূর্ণ প্রণয়-রসোচ্ছ্বসিত আধুনিক উপন্যাস-সমূহের প্রভাব এই সব কচি বয়সের বালিকাদেরও বুদ্ধি-বিচার-শক্তিকে নিতান্তই কলুষিত, পঙ্কিল, বিপর্য্যস্ত ও অস্বাভাবিক করিয়া দিয়াছে। নিশ্চই ইহা অতি কুলক্ষণ। উপন্যাস, চলচ্চিত্র, সতীত্বের আদর্শের বিরুদ্ধে প্রচারিত দায়িত্ব-জ্ঞান-বর্জ্জিত প্রবন্ধাবলি এবং ফলাফলের প্রতি দৃক্‌পাতহীন পবিত্রজীবনের বিরুদ্ধে প্রদত্ত বেপরোয়া বক্তৃতাসমূহ, ---এই সকলে মিলিয়া এই অবস্থাটী সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু তাহাই সব নহে। পিতামাতা এবং শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীরাও এই অবস্থার জন্য প্রায় সমভাবে দায়ী।

যৌবন হইতেছে বিকাশের কাল এবং এই কালে ইহাই স্বাভাবিক যে বালিকারা নিজেদের অন্তরে প্রণয়ের দাবী

অনুভব করিবে। ভালবাসিবার এবং ভালবাসা পাইবার এই যে স্বাভাবিক প্রেরণা, তাহাকে ছিদ্রহীন সংশিক্ষার দ্বারা ঊর্দ্ধমুখ করিবার ব্যবস্থা করা দরকার। পাশ্চাত্য সভ্যতাকে ভয় পাইবার প্রয়োজন নাই। ভয় পাইও না এবং প্রাচ্যের নিজস্ব প্রতিভায় বিশ্বাস হারাইও না। ভারতীয় ঋষির ত্যাগ ও তপস্যার মহিমা সপ্তসিন্ধুর প্রচণ্ড তরঙ্গ-তাড়নেও ধ্বংস হইবে না বা হইবার নহে। পাশ্চাত্যের বিলাসিতা ক্ষণিকের জন্য ভারতের উপকূল-সমূহ আচ্ছন্ন করিয়া ভারতকে সম্পূর্ণ গ্রাস করিবার জন্য উদ্যত হইলেও ভারতের মৃত্তিকা ও ভারতের ভাস্কর নিশ্চিতই সমগ্র ইংলিশ-প্রণালীর জলকে শোষণ করিয়া ও বাষ্পে পরিণত করিয়া দিতে সমর্থ হইবে। পাশ্চাত্য সভ্যতার দানবীয় ভোগবাদের করাল মুখব্যাদানের সমক্ষে দাঁড়াইয়াই তোমাদিগকে কাজ করিয়া যাইতে হইবে। অসংখ্য বিঘ্নের মধ্যেও তোমাদিগকে ধীর-পাদ-বিক্ষেপে তোমাদের আদর্শের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। যদি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডও ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হয়, তথাপি তোমাকে সতীত্ব ও পবিত্রতার সুদৃঢ় শৈল-শিখরে দৃঢ়পদে দণ্ডায়মানা হইতে হইবে। যখন আমি আশা করিতেছি যে, আমার বীরবিক্রান্ত পুত্রগণ বালক ও যুবকদের ভিতরে সিংহ-সাহসে পবিত্রতার বাণী বহন করিয়া বেড়াইবে, তখন আমি ইহাই আশা করিতেছি যে, ততোধিক বীরহৃদয়া আমার কন্যাগণ অধিকতর

উৎসাহ, অধিকতর নিষ্ঠা, অধিকতর বিশ্বাস, অধিকতর উদ্যম ও অধিকতর সাহস-সহকারে ভারতের কল্যাণের ভিতরে পবিত্রতার আদর্শ ও পবিত্র জীবনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে প্রাণপাত করিবে।

ইহা প্রকৃতই সত্য যে, বয়োধিক বালকেরাই সাধারণতঃ বয়ঃকনিষ্ঠা বালিকাদিগকে বিপথে পরিচালিত করে। বালকেরাই সাধারণতঃ প্রথম চুম্বন করে এবং মুগ্ধা বালিকারা তাহার প্রতিদান দেয়। বালকেরাই সুকৌশলে ও আস্তে আস্তে বালিকাদের সহিত ঘনিষ্ঠতার মাত্রা বাড়াইয়া চলে এবং একটু একটু করিয়া ক্রমশঃ বালিকাদের লজ্জাশীলতা, শালীনতা ও সতীত্ববোধের আবরণ সরাইয়া দেয়। যাহা কুমারী-বালিকার পক্ষে অত্যন্ত অশোভন, এমন আচরণের প্রতি বালিকাদিগকে লোলুপা ও অভ্যস্তা করে সাধারণতঃ বালকেরাই। অধিকাংশ স্থলে এই সকল লজ্জাজনক ব্যবহারের শিক্ষাগুরু বালকেরাই হইয়া থাকে। আর সব-কিছুর প্রথম সূচনা হইয়া থাকে মাত্র একটী চুম্বন হইতে। একটী চুম্বনকে আশ্রয় করিয়াই নির্লজ্জতা তাহার জাল বুনিতে আরম্ভ করে। একটী চুম্বনকে উপলক্ষ্য করিয়াই নীতিজ্ঞান শিথিল হইতে সুরু করে। একটী চুম্বনকে লইয়াই দেহ ও মনের নানা বিশৃঙ্খল অবস্থার ও ঘটনার সূত্রপাত হয়। প্রথম চুম্বনটী যদি বাধা পাইত, প্রথম চুম্বনটী যদি অসম্ভব হইত, তাহা হইলে পরবর্তী অনেক অনুচি

অপ্রত্যাশিত ব্যবহারই কখনও ঘটিতে পারিত না। প্রথম চুম্বনটির সমক্ষে দুর্ব্বলা হইয়াই বালিকারা পরবর্ত্তী প্রত্যেকটী অসঙ্গত ব্যবহার সম্পর্কে দুর্ব্বলা হইয়া পড়ে। প্রথম চুম্বনটীকে প্রশ্রয় দিয়াই পরবর্ত্তী অসংখ্য অশোভন আচরণকে স্বেচ্ছায় বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রশ্রয় দিতে প্ররোচিত ও বাধ্য হয়। সুতরাং বাস্তব দিক্ দেখিতে হইলে, যে শিক্ষা আজ তোমাদের পক্ষে বালিকাদিগকে দেওয়া একান্ত প্রয়োজন তাহা হইতেছে, চুম্বনকার্য্যের বিরুদ্ধে তাহাদের অভ্যাস ও মনোবৃত্তিকে সম্যক্ সজাগ করিয়া দেওয়া। সে যেন কাহাকেও চুমা খাইতে বা কাহারও চুমা পাইতে সমভাবে অসম্মত থাকে। বিবাহের পরে তাহার স্বামীই তাহাকে চুম্বন করিতে বা তাহার চুম্বন পাইতে একমাত্র অধিকারী থাকিবে,—ইহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহার পবিত্র ওষ্ঠ কাহারও গণ্ড স্পর্শ করিবে না, তাহার পবিত্র গণ্ডে কাহারও ওষ্ঠ স্পর্শাধিকার পাইবে না। যেখান হইতেই আসুক, সকলের সকল চুম্বন-চেষ্টাকেই সে সুতীব্র প্রতিবাদে দূরে রাখিয়া চলিবে,—এমন ধারা শক্ত মনোবৃত্তি তার ভিতরে বিকশিত ও পরিপুষ্ট করিয়া তুলিতে হইবে। চুম্বন-বিলাসী জাতি দুর্ব্বলই হইবে। প্রত্যেক বালিকাকে শিক্ষা দিতে হইবে যেন, কাহারও দ্বারা চুম্বিতা হইবার সম্ভাবনা মাত্রকেই সে বর্জ্জন করিয়া চলিতে সমর্থা হয়। চুম্বন হইতেছে প্রণয়ের একটী চিহ্ন,—এবং যৎকিঞ্চিৎ যৌন-অনুভূতি

বর্জ্জিত চুম্বন হইতে পারে কিনা, সংশয়-স্থল। এই জন্যই বিবাহ হইবার আগ পর্য্যন্ত কোনও বালিকার নিকটে চুম্বন আসা উচিত নহে এবং স্বামী ব্যতীত অন্য কোনও চুম্বয়িতা বা চুম্বনপাত্র থাকা উচিত নহে। চুম্বনের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া থাকার মানেই হইতেছে সকল নৈতিক অবনতির মূলোচ্ছেদের জন্য সশস্ত্র হওয়া।

যদি একটা যুগের মেয়েরা নিজেদের সর্ব্বনাশই সাধন করিয়া থাকে, কেন তোমরা পরবর্ত্তী যুগের মেয়েদের জন্য প্রয়াসশীলা হইবে না? যদি বয়স্কা মেয়েদের একটা অংশের ভিতরে সতীত্বের শুভ-সংস্কার মরিয়াই গিয়া থাকে, কেন তোমরা ছোটদের ভিতরে অবিলম্বেই কার্য্যারম্ভ করিবে না? ছোটদের ভিতরে করিলে ত' এখনও অনেক কাজ করা যায়! যদি জন্মশাসন-সম্পর্কিত পুস্তকাবলি ও বক্তৃতা-নিচয় এক শ্রেণীর শিক্ষিতা মেয়েদের ভিতর নৈতিক সৌন্দর্য্যের অনুরাগকে বিনষ্ট করিয়াই থাকে, কেন তোমরা তথাকথিত অশিক্ষিতা মেয়েদের ভিতরে কাজ আরম্ভ কর না?. বয়স্কা নির্ব্বোধ মেয়েগুলিকে তাহাদের ভয়াবহ পরিণামে পৌঁছিতে দাও, তাহাদের সমগ্র নৈতিক জীবনের সম্পূর্ণ ধ্বংসকে নিরুদ্বেগে বসিয়া দর্শন কর, কিন্তু যাহাদিগকে সহজেই সতীত্ব ও পবিত্রতার আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ করা সম্ভব, তাহাদের জন্য কাজ আরম্ভ কর। যেমন একটী স্বর্ণ মুদ্রা শত শত

তাম্রমুদ্রার অভাব অনায়াসে পূরণ করিয়া দেয়, তেমনি একটী দুইটী যথার্থ পবিত্র-চরিত্রা বালিকা শত শত কলুষিত-চরিত্রা বালিকার শোচনীয় অবনতির ক্ষতিপূরণ করিয়া দিতে পারিবে। যদি অধিক সম্ভব নাও হয়, তাহা হইলেও তোমাদের সমগ্র জীবনের উৎসর্গ দ্বারা দুইটী বা পাঁচটী মাত্র বালিকা গড়িয়া যাও, যাহারা তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের তীরে নাবিক মাত্রেরই পক্ষে আলোকস্তম্ভের কার্য্য করিবে।

সন্ন্যাস সকলের জন্য নহে। কিন্তু প্রত্যেক বালিকার চখের সামনে সন্ন্যাসের আদর্শকে জীবনের চূড়ান্ত কর্ম্ম-তালিকারূপে ধরিয়া রাখিতে হইবে। সন্ন্যাসের আদর্শকে যদি জীবন-মন্দিরের উচ্চতম চূড়া রূপে দেখিবার অভ্যাস হয়, তবে ইহা কুমারী-জীবন বা সধবা-জীবন উভয়-জীবনেরই পক্ষে পবিত্রতা বর্দ্ধনে সহায়তা করিবে। সন্ন্যাসকে সম্মান করিতে শিখিয়া কুমারী কন্যা পবিত্রতার প্রতি অধিকতর আকৃষ্টা হইবে। সধবা রমণী এই জীবনটীর প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে শিখিয়া পবিত্রতার ব্রত পালনে অধিকতর আগ্রহবতী হইবে। সন্ন্যাস-জীবনকে পূর্ব্ববর্ত্তী সমগ্র জীবনের পরিপক্ক পরিণতি বলিয়া ভাবিতে শিখিয়া তাহারা সর্ব্বপ্রকার যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা হইতে নিজেদিগকে মুক্ত করিবার রুচি, বুদ্ধি ও শক্তি লাভ করিবে। প্রত্যেক মেয়ে একেবারে

অক্ষতচরিত্র কুমারী-জীবন যাপন করুক, প্রত্যেক মেয়ে বিবাহের পরে নিষ্কলুষ সতীর জীবন যাপন করুক, প্রত্যেক মেয়ে মৃত্যুকালে সন্ন্যাসিনীর নিষ্কলঙ্ক শুভ্র দেহ ধূলার ধরণীতে ফেলিয়া রাখিয়া পরমানন্দে দিব্যধামে গমন করুক। এইরূপ জীবনতালিকা প্রত্যেক মেয়ের হাতে তুলিয়া ধরিবার পবিত্র অধিকার তোমরা অর্জ্জন কর।

তোমাদের তথাকথিত সুশিক্ষিতা, তথাকথিত জ্ঞানোজ্জ্বলা, তথাকথিত সুসভ্যা পাশ্চাত্য বিলাসিতার মদিরা-পায়িনী শিথিলচরণা ভগিনীদের কলকণ্ঠের সমালোচনায় কর্ণপাতও করিও না। তোমরা জন্মিয়াছ এক মহাজাতির পূর্ব্বগৌরবের পুনরুদ্ধার সাধনের জন্য, নীরব উৎসর্গ-যজ্ঞে আত্মদান করিবার জন্য। যখন অপর মেয়েরা তাহাদের ইন্দ্রিয়-বৃত্তির চরিতার্থতার ফিকির খুঁজিতে ব্যস্ত, তোমরা তখন ত্যাগ ও সেবার বেদীমূলে আত্মনিবেদিতা হইয়াছ। পরিগৃহীত ব্রতের মহত্ত্বে বিশ্বাস কর এবং প্রবল বিক্রমে কাজ করিয়া যাও।

এখন হয়ত একাকী কাজ করিতে হইতেছে। কিন্তু ভারতে এক নব-নারীত্ব সৃষ্টির কাজে তোমাকে সহায়তা করিবার জন্য দলে দলে কন্যারা আমার আসিবে। “নব-নারীত্ব” বলিতে আমি বুঝি “দেবীত্ব”। নিখিল ভারতে দেবীত্বের প্রসার-সাধনে যাহারা প্রাণ দিবে, আমার সেই বিশাল কন্যা-বাহিনীর সৈনিকাগণ কেহ বয়স ও বিদ্যা লাভ করিয়াও মাত্র অনুকূল

সুযোগের প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে। কেহ মাত্র মাতৃ-ক্রোড়ে আসিয়াছে। কেহ মাতৃজঠরে প্রবেশের উদ্যোগ করিতেছে। কেহ মাতা-পিতার গর্ভে ও ঔরসে উপযুক্ত পবিত্রতার সঞ্চারণার অপেক্ষায় অতীন্দ্রিয় জগতে কালক্ষেপণ করিতেছে। ব্রহ্ম হইতে, সিন্ধু হইতে, আসাম হইতে, গুর্জ্জর, নেপাল হইতে, সিংহল হইতে, ভারতের ভিতরে ও ভারতের বাহিরে সকল স্থান হইতে তাহারা আসিবে। তাহারা মাত্র সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছে। নিজের উপরে বিশ্বাস রাখ। আমার বাণীতে বিশ্বাস রাখ, যে মহাব্রত সাধনের জন্য জীবন-ধারণ করিতেছ, তাহাতে বিশ্বাস রাখ, ভারতের সুমহৎ ভবিষ্যতে বিশ্বাস কর। একদল গুপ্তপ্রণয়ীর জাতি নিশ্চিতই ভারতের ভবিষ্যৎ নহে। চুম্বন ও আলিঙ্গনের জন্য উন্মত্ত একটা জাতি নিশ্চিতই ভারতের ভবিষ্যৎ নহে। রক্ত এবং মাংসের আস্বাদন ছাড়া আর কোনও শ্লাঘ্যতর বস্তুর আস্বাদন যাহারা জানিবে না, এমন একটা জাতি নিশ্চিতই ভারতের ভবিষ্যৎ নহে। পৌরুষ-বর্জ্জিত একটা কাপুরুষ জাতি নিশ্চিতই ভারতের ভবিষ্যৎ নহে।

শুভাশীষ জানিও। তোমার সাথে সাথে, যেখানে আমার যে কন্যা আছে, তাহাদের প্রত্যেককে আমি এই আশীর্ব্বাদ করি, ভারত ব্যাপিয়া যে নব-নারীত্ব অর্থাৎ দেবীত্ব বিকশিত হইতে আমি দেখিতে চাহি, আমার সেই স্বপ্নের সফলতা

সম্পাদনের যেন তোমরা প্রতিজনে কায়-মনোবাক্যে প্রয়াসিনী হইতে পার। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

দ্বাবিংশ পত্র

ওঁ ব্রহ্মগুরু

বর্দ্ধমান
৬ই শ্রাবণ, ১৩৪৫

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, তোমার পত্র পড়িয়া চিন্তিত হইলাম। কুমারী মেয়ের চরিত্র-সম্বন্ধে অপবাদ রটনা অত্যন্ত দুঃখজনক এবং দোষাবহ। দোষাবহ এইজন্য যে, অপবাদ একবার রটিয়া গেলে শুভ্রচরিত্রা কুমারী মেয়েরও অনেক সময়ে দুঃসাহস অত্যন্ত বাড়িয়া যায় এবং দুঃসাহস বাড়িয়া গেলে সে সমাজের মঙ্গলজনক শাসনকে অগ্রাহ্য করিতে বারংবার প্রলুব্ধা হয়। এই কারণেই কুমারী-চরিত্রের বিরুদ্ধে কোনও অপবাদ রটনা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। প্রত্যেক কুমারীরই চরিত্র-বিষয়ে সকল অপবাদ বর্জ্জন করিয়া চলিতে শিক্ষা করা উচিত। যত বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্যেই পড়িতে হউক না কেন, প্রত্যেক কুমারীরই নিজ সুনাম রক্ষা করিয়া চলিতে পারা উচিত। তুমি তাহা পার নাই দেখিয়া আমি অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছি। এমন ভাবে তোমাদের চলা উচিত ছিল, যাহাতে অতি হীনচরিত্র লোকও তোমাদের বিরুদ্ধে কোনও কুকথা উচ্চারণ করিতে না পারে।

দৃঢ়তা ও তেজস্বিতার অভাবই হয়ত তোমাকে এই এক মিথ্যা গ্লানি উপহার দিল। যদি তাহাই হইয়া থাকে, তবে আজ হইতে দৃঢ় হও, তেজস্বিনী হও। লক্ষ্মীমূর্ত্তির অপেক্ষা রণচণ্ডিকার মূর্ত্তি অসুরদলনে অধিকতর উপযোগিনী।

এই ব্যাপার হইতে তোমাদের একটা শিক্ষা গ্রহণ করাও উচিত। তাহা এই যে, উদ্ভিন্নযৌবনা বালিকাদের পক্ষে হাসি-ঠাট্টা বা পুরুষদের সহিত মেলামেশা সম্বন্ধে যথেষ্ট সতর্কতার আবশ্যকতা আছে। শুধু ভিতরে পবিত্র থাকিলেই চলিবে না, বাহিরেও পবিত্রতার অনুকূল অবস্থা অটুট ভাবে বজায় রাখিতে হইবে। হাসি-ঠাট্টা ও ইয়ারকি যেখানে দুরন্ত প্রশ্রয়, গলাগলি ঢলাঢলি যেখানে অবারিত স্রোতে প্রবহমান, সেখানে জোর করিয়া মনকে পবিত্র রাখিতে পারিলেও বাহিরটা আপনি পঙ্কিল হইয়া আসিতে থাকে। অনেক মেয়েকে বলিতে শুনা যায়,---"ভিতরে যদি আমি পবিত্র থাকি, তবে বাহিরে একটু ঠাট্টা-তামাসায় কি আর ক্ষতি হইবে?" কিন্তু সে পথ তোমাদের অবলম্বনীয় হইতে পারে না। বাহিরে তরলতার প্রদর্শনী খুলিয়া রাখিয়া ভিতরে যে মনের পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখা যাইবেই, এমন সর্ত্ত কে দিতে পারে? বাহিরে চপলতার হাট বসাইয়া ভিতরে তপোবনের স্নিগ্ধ শান্তি রক্ষা করিবার সামর্থ্য জগতে কয় জনের থাকে? আর, যদি

তাহা সম্ভবও হইয়া থাকে, দৃষ্টান্তের হিসাবে ইহা অপর শত শত বালিকার পক্ষে বিপজ্জনক। সুতরাং এই পন্থা তোমাদের জন্য নহে। বাহিরের ঠাট্টা-তামাসা বর্জ্জন করিয়া চলিবার মত গাম্ভীর্য্য তোমাদের চরিত্রে থাকা আবশ্যক।

দুশ্চরিত্র পুরুষগুলি সর্ব্বদা কোমল-স্বভাবা মেয়েদের দুর্ব্বলতার সুযোগ খুঁজিয়া থাকে এবং উপযুক্ত সুযোগ পাইলে তৎক্ষণাৎ তাহার পূর্ণ সদ্ব্যবহার (অর্থাৎ অপব্যবহার) করে। সাধারণতঃ এইরূপ ক্ষেত্রেই নিরপরাধা মেয়েদের বিরুদ্ধেও কুৎসিত এবং ভয়ঙ্কর অপবাদ রটে। তোমাদের ওখানেও ঘটনাগুলি কি ঘটিয়াছিল, তাহা আমি জানি না। কিন্তু ঘটনা যাহাই ঘটুক, পবিত্র জীবনের প্রতি যখন তোমার শ্রদ্ধা ও লিপ্সা আছে, তখন অতীত ঘটনার সকল স্মৃতি মন হইতে মুছিয়া ফেলিয়া বজ্রের মত দৃঢ় ও অনমনীয় হইয়া এমন ভাবে চলিতে আরম্ভ কর, যেন ইহজীবনে আর কেহ কখনও তোমার বিরুদ্ধে কোনও আকথা উচ্চারণে সুযোগ না পায়। * * *

শুভাশীষ জানিও। ইতি— আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

ত্রয়োবিংশ পত্র

ওঁ ব্রহ্মগুরু

মণ্ডাহাট, ২৪ পরগণা

৬ই ভাদ্র ১৩৪৫

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, নিশ্চয়ই আমার পূর্ব্বলিখিত পত্র যথাকালে

পাইয়াছ। দেহমনের পূর্ণ পবিত্রতা বজায় রাখিবার জন্যই তোমার প্রয়োজন সম্পূর্ণ-রূপে সকল অপবিত্র অপবাদের অতীত হইয়া জীবন-যাপন করা। গৃহাগত যুবক-অতিথি বা আত্মীয়কে তুমি সর্ব্বপ্রকারে যত্ন করিবে, কিন্তু পবিত্র ভাবেও যদি অবস্থান করিতে সমর্থা হও, তবু তুমি তাহার সহিত একাকিনী বা নিভৃতে অবস্থান করিয়া কাহারও মুখ হইতে অপবাদ বাহির হইবার সুযোগ দিতে পার না। শুধু যুবকদের সম্পর্কেই এই কথা প্রযোজ্য, তাহা নহে। পুরুষমাত্রেরই সহিত তোমার ব্যবহার এমন হওয়া উচিত, যেন তার জন্য তোমার নিজের মনেও কোনও উদ্বেগ সৃষ্ট না হইতে পারে, অথবা অপরের চখেও তাহা দৃষ্টিকটু বলিয়া না ঠেকে। তোমার নিজের বন্ধুই হউক আর তোমার দাদার বন্ধুই হউক, অথবা তোমার পিতার বন্ধুই হউক, সমবয়সীই হউক আর পিতৃবয়সীই হউক, কোনও পুরুষ সম্পর্কেও তুমি তোমার আচার-ব্যবহারে বেপরোয়া বা যথেচ্ছাচারিণী হইতে পার না। ভালমন্দ সকল অবস্থার মধ্যে নিজ পবিত্রতাকে সম্পূর্ণরূপে অক্ষুণ্ণ রাখিবার শক্তিও যদি তোমার থাকে, তবু তুমি বেপরোয়া হইতে পার না। ইহাই ভারতীয় জীবনের সজ্জন-সম্মত সদাচার।

এই সদাচারকে অত্যাচার বলিয়া মনে করা মূর্খতা। আজকালকার চিন্তাধারা এই সদাচারকে অত্যাচার বলিয়া বর্ণনা করিতে ক্রমশঃ অভ্যস্ত হইয়া পড়িতেছে। তথাপি

বলিব, ইহাকে অত্যাচার বলিয়া মনে করা মূর্খতা। একটী পুরুষের সামনে দাঁড়াইয়া কাপড়-জামা বদলাইবার রুচি তোমার পক্ষে সুন্দর হইবে না। একটী পুরুষের সহিত একাকিনী বেড়াইতে যাওয়া বা নিভৃতে অবস্থান করা তোমার পক্ষে শোভন হইবে না। একটী পুরুষের সঙ্গে একটা অন্ধকার ঘরে বা অন্ধকার বারান্দায় বসিয়া গল্প করা তোমার পক্ষে সঙ্গত হইবে না। একটী পুরুষের সঙ্গে এক ঘরে শয়ন করা তোমার পক্ষে হিতকর হইবে না। একটী পুরুষের সঙ্গে এক থালায় বসিয়া খাওয়া বা এক বিছানায় গড়াগড়ি দেওয়া তোমার পক্ষে কল্যাণবহ হইবে না। এখন, সেই পুরুষটী যেই হউক না কেন। সে একজন দেশবিখ্যাত সাধুমহাত্মা বা স্বদেশ-হিতৈষী হইতে পারে, সে তোমার গৃহশিক্ষক বা সমপাঠী হইতে পারে, সে তোমার বাড়ীর চাকর বা পাচক কিম্বা তোমার বাবার মটরের ড্রাইভার হইতে পারে। সে যেই হউক না কেন, বয়স তাহার যাহাই হউক না কেন, নিজেকে অপবিত্র অবস্থা হইতে এবং অপবিত্রতার অপবাদ হইতে রক্ষা করিতে যার ইচ্ছা, তাহাকে এই কথাগুলি মানিতেই হইবে।

অপবাদ হইতে নিজেকে রক্ষা করিয়া চলিবার প্রবৃত্তি অনেক স্থলে আত্মোন্নতির সাহায্য করে। তোমাকে সকলে পবিত্রস্বভাবা বলিয়া জানুক, এই আকাঙ্ক্ষা তোমার থাকা উচিত। এই আকাঙ্ক্ষার দ্বারা পরিচালিত হইয়া জীবন-

গঠনে চেষ্টা করিতে থাকিলে দেখিবে, অনেক নিষ্প্রয়োজনীয় হুজুগ তোমার জীবন হইতে আপনি ছুটিয়া পলাইবে। পুরুষদের সহিত বনভোজনে যাওয়া আর বনপর্ব্বতাদি-ভ্রমণে বহির্গত হওয়া যে অনেক কুমারীর আনন্দোচ্ছ্বাসকে অসম্ভব স্ফীত করে এবং সেই সকল অতর্কিত মুহূর্ত্তই যে অনেক বালিকার ভবিষ্যৎ দুঃখের বীজকে প্রথম বপন করে, একথা মিথ্যা নহে। সকলের কাছে যাহাকে অনাঘ্রাত পুষ্পের মত অপূর্ব্ব জীবন যাপনের গৌরব পাইতে হইবে, তাহার পক্ষে নিরর্থক উচ্ছ্বাসের ভিতরে জোর করিয়া নিজেকে নিয়া ঠেলিয়া ফেলাও খুব সহজ নহে। তাই বলি, জগতের সকলের যে তুমি পূজার যোগ্য হইতে চাহ, এই ভাবটীকে অন্তরের মাঝে দিনের পর দিন অবিরাম প্রবর্দ্ধিত করিয়া যাইতে থাক। ভাবের সমৃদ্ধি তোমাকে চরিত্রের সমৃদ্ধি প্রদান করিবে।

নূতন যুগে নূতন নারীজাতি আবির্ভূত হইতেছে। ইহারা পুরুষের ঘাড়ের বোঝা হইবে না, আবার ইহারা পুরুষের অন্তরের সুপ্ত কুপ্রবৃত্তির ইন্ধনও হইতে পারে না। দেবীত্ব হইবে ইহাদের স্বরূপ, কামনাশন হইবে ইহাদের সংস্পর্শ, পবিত্রতা-প্রদায়ক হইবে ইহাদের দৃষ্টান্ত, দুর্ম্মতিবিধ্বংসী হইবে ইহাদের আচরণ। নবযুগের সেই মহিমান্বিতা নারীজাতির যে তোমরা প্রতিনিধি বা অগ্রদূত, এই কথা স্মরণে জাগাইয়া রাখ। দেখিও এই একটী স্মৃতি কত নিষ্প্রয়োজনীয় চপল-

তাকে বিস্মৃতির গর্ভে ডুবাইয়া দিয়া তোমার জন্য নূতন ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলিবে। * * * শুভাশীষ জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

চতুর্ব্বিংশ পত্র

জয় ব্রহ্মগুরু

পুপুন্‌কী আশ্রম
২২শে আশ্বিন, ১৩৪৫

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—.* * * সঙ্গীত শিখাইবার উপলক্ষ্য করিয়া ছেলেটী এই মেয়েটীর সর্ব্বনাশ করিতেছে। এই ব্যাপার শুনিয়া আমি একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছি। মেয়েটীও নিজেই প্রলোভনের জাল ফেলিয়া সঙ্গীত-শিক্ষকের মনকে অবিরাম টানিয়াছে। বর্ত্তমান কালের বয়স্কা কুমারীদের কাণ্ড দেখিয়া অবাক্ লাগে। হৃদয়-দান যেন একটা খেলার খেলা। ভালবাসা যেন একটা কথার কথা! এই সব দেখিয়া আমার বারংবারই মনে হইতেছে যে, তোমার মহিলাশ্রম যখন হইয়া উঠিবে, তখন প্রাপ্ত-বয়স্কা মেয়েদের মধ্য হইতে দুর্নীতি-বিদূরণের কি উপায় করিবে? কোথাও চতুর ছেলেরা, কোথাও চতুরা মেয়েরা প্রলোভন-জাল বিস্তার করিয়া নিরীহ অপর ব্যক্তিটীর ঘাড় ভাঙ্গিয়া রক্ত চুষিবে এবং পাপকার্য্যানুষ্ঠানের পাশবিক উল্লাসে গোপন-নৃত্য করিতে থাকিবে। তাহা

প্রতিরোধের উপায় কি, এখনই তোমাকে ভাবিয়া রাখিতে হইবে। যে পাপপথে যাইতে চাহে, তাহার গতি কে রুধিতে পারিবে? যে অবৈধ ইন্দ্রিয়সেবা করিবেই, সকলের চখে ধুলা দেওয়া তার পক্ষে কিছুই কঠিন নহে। বয়স হইলে নারীর ভিতর পুরুষ-লিপ্সা জাগিবেই। পুরুষেরাও অনেকে ফাঁক পাইলে নারীর মনের দুর্ব্বলতার পূর্ণ সুযোগ অবৈধভাবে গ্রহণ করিবেই। ফলে যুবকদের লইয়া কুমারীদের জীবনে নানা লুকোচুরির খেলা আরম্ভ হইবে। অপরের অলক্ষিতে এক ভয়াবহ নাট্যের প্রচ্ছদপট অবিরাম পরিবর্ত্তিত হইতে থাকিবে। ইহার পরিণাম, সর্ব্বনাশ। ইহার পরিণাম, জাতীয় ধ্বংস। অসবর্ণ বিবাহ বা বিধবা-বিবাহ জাতি-ধ্বংস করে না, কিন্তু অবিবাহিতা কুমারীর ব্যভিচার তাহা করে। ইহা জানিয়া যে কোনও প্রকারেই হউক, জাতি-রক্ষা করিতেই হইবে। এই বিষয়ে উদাসীন হইলে চলিবে না। এই বিষয়ে তোমাকে গভীর চিন্তা দিতে হইবে। বাল্য হইতেই সংযমের আদর্শে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করিলেও যৌবনের বিকার সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না। অথচ স্ত্রী-স্বাধীনতা, নারীপ্রগতি প্রভৃতির বাহু ক্রমশ বিস্তারিত হইতেছে এবং হইবেই। অপিচ, তাহা বাঞ্ছনীয়ও বটে। কিন্তু কোন্ ধারায় বাঞ্ছনীয়, জাতির মনীষীরা এখনও তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারেন নাই। এই বিষয়ে তাঁহারা অনেকটা আলেয়ামুগ্ধ অথবা পাশ্চাত্য চাকচিক্যে

তাঁদের নয়নে ধাঁধাঁ লাগিয়াছে। চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের এই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়তার নিদারুণ সময়ে তোমাকে তাঁহাদের মতামতের পানে না তাকাইয়া কার্য্যকর কর্ম্মপন্থা অবলম্বন করিতে হইবে। কারণ, কুমারীদের পবিত্রতাকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার যে প্রয়োজন, তাহা শুধু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিটীরই প্রয়োজন নহে, তাহা সমগ্র জাতিরই প্রয়োজন। জাতির মঙ্গলের জন্যই এই বিষয়ে তোমার অবহিত হইতে হইবে।

যে জাতির কুমারীরা দেহে-মনে পবিত্র, উচ্চাদর্শনিষ্ঠ, সেই জাতির সধবা ও বিধবার জীবন সমাজ-সংহতিতে আত্মনাশকর সমস্যাসমূহের উৎপত্তি ঘটায় না। ইহা নীতিবাগীশের কথা নহে, সমাজ-বিজ্ঞান এই কথা একদিন স্বীকার করিতে বাধ্য হইবে।

কুমারী-জীবনে জটিলতা বৃদ্ধির মত বিপজ্জনক ব্যাপার আর কিছু নাই। কুমারীর জীবনকে সরলতা ও অকুটিল সাধারণত্বের মধ্য দিয়া বিকশিত করিয়া তুলিবার জন্য কোন্ পন্থা অবলম্বনীয় হইতে পারে, তুমি সেই সকল বিষয় গভীর ভাবে চিন্তা করিও। পাশ্চাত্যের বিলাসিতা প্রাচ্যের সতীত্ব-মহিমাকে গ্রাস করিবার আয়োজন করিয়াছে। ছিন্নমস্তার ন্যায় আত্মরুধিরপায়িনী পাশ্চাত্য সভ্যতা ভারতীয় সদাচারের মূল উৎখাত করিয়া দিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছে। এই সময়ে তোমাকে এবং তোমার ন্যায় সমাজ-কর্ম্মিণী প্রত্যেক মহিলাকে

সুগভীর ধ্যান-প্রভাবেই প্রকৃত পন্থার নির্ণয় করিতে হইবে। * * * শুভাশীষ জানিও। ইতি— আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

পঞ্চবিংশ পত্র

হরি ওঁ

পুপুন্‌কী আশ্রম

২৪শে আশ্বিন, ১৩৪৫

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, আশা করি, আমার সবগুলি পত্রই তুমি ইতিমধ্যে পাইয়াছ। * * * প্রত্যহ আত্মপরীক্ষা করিবে। দেহ বা মন বিপথে যাইতে চাহিতেছে কি না, তাহার দৈনিক হিসাব-নিকাশ লইও এবং প্রাণপণ যত্নে নিজের সকল দুর্ব্বলতা বিদূরিত করিতে চেষ্টা করিও। কোনও অবৈধ আচরণে তুমি অগ্রসর হইতেছ কি না, তাহা বিচার করিও এবং নিজেকে সংযমে ও সম্ভ্রমে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে প্রাণান্ত যত্ন পাইও। মনকে দুর্ব্বল হইতে দিও না। চিত্তকে বিষাদগ্রস্ত করিও না। অতীতে ভুল করিয়া থাকিলে তাহার জন্য হতাশ হইও না। নূতন উদ্যমে চরিত্র-গঠন আরম্ভ কর। নবীন আশায় বুক বাঁধ। হৃদয়ের সকল আবিল আকুলতা নির্ম্মমভাবে নিষ্ঠুর ভাবে নির্ম্মূল করিয়া উপাড়িয়া ফেল। * * * তোমার জীবন তুমি পবিত্র করিবে, নির্ম্মল করিবে, এই পণ কর। কোনও প্রলোভন বা কোনও আকর্ষণের কাছেই নিজেকে নমিতা

করিয়া দিবে না, এই প্রতিজ্ঞা কর। তোমার মন-প্রাণ অসত্য হইতে, অন্যায় হইতে, অধর্ম্ম হইতে, গোপনতা হইতে টানিয়া আনিয়া পবিত্রতার সরলতাপূর্ণ আদর্শের পায়ে সমর্পণ কর। কুমারী মেয়েরা বড়ই বিশ্বাস-প্রবণা। তাহারা যাকে তাকে বিশ্বাস করিয়া বিপন্না হয়। তাহারা বিশ্বাসের অযোগ্য ব্যক্তিকেও বিশ্বাস করিতে কুণ্ঠিতা হয় না। তাহারা পরম-শত্রুকেও বন্ধু বলিয়া আদর করে এবং এই মূর্খতার জন্য পরিণামে হাহাকার করে। সংসারের বহু জটিল ব্যাপারেই তাহাদের অভিজ্ঞতা নাই বলিয়া বড় সহজে দুষ্ট ও চতুর লোকেরও ফাঁদে পা ফেলে। তাই তোমাকে আমার স্মরণ করাইয়া দেওয়া দরকার যে, পবিত্রতার আদর্শের প্রতি কতখানি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ তোমার থাকা আবশ্যক। জীবনকে পাপ-পঙ্কের ঊর্দ্ধে রাখিবে, এই সঙ্কল্প কর। সৎ যাহার সঙ্কল্প, ভগবান্ তাহার সহায় হইবেন। নিজেকে দুর্ব্বলা বলিয়া মনে করিও না। এতকাল ভ্রমবশে নিজেকে দুর্ব্বলা বলিয়া মনে করিয়াছ। প্রচণ্ড বলে মনের সকল চঞ্চলতা পরিহার কর। অসামান্য উদ্যমে চিত্তের চপলতাকে নির্ব্বাসন দাও। চেষ্টা কর, নিশ্চয় সফল হইবে। সফলতা তোমার প্রাপ্য জানিও। শুধু উদ্যমপরায়ণা হও।

শুভাশীষ জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

ষড়্‌বিংশ পত্র

হরিওঁ

পুপুন্‌কী আশ্রম
৬ই কার্ত্তিক, ১৩৪৫

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, আমি দিনের পর দিন তোমাকে কেবলই পত্র লিখিয়া যাইতেছি বলিয়া কি তুমি বিরক্ত হইয়াছ? আমার পত্র পাইয়া তোমার মনে কি কি ভাব উদিত হইতেছে, বিরক্তি, না কৃতজ্ঞতা অনুভব করিতেছ, কথাগুলি বিষের মত লাগিতেছে, না উপকারী ও উপাদেয় বলিয়া বোধ হইতেছে, তাহা কি মা আমাকে জানাইবে? জানিলে আমি বড়ই সুখী হইব। আমি কি চাহি জানো? আমি চাহি যে, তোমরা এমন হও, যেন কেহই কখনও কোনও কুমন্ত্রণা দিয়াই তোমাদের সর্ব্বনাশসাধন না করিতে পারে। তোমাদের দয়া আকর্ষণের ফন্দী করিয়া কৃত্রিম উপায়ে তোমাদের অন্তরে সহানুভূতির উদ্রেক করিয়া তোমাদিগকে তোমাদের অজ্ঞাতসারে লজ্জাজনক, পাপজনক, নিন্দাজনক ও আত্মগ্লানিজনক অবস্থায় নিয়া যেন কেহ ফেলিতে না পারে। তোমাদের স্বভাব-কোমলতার সুযোগ নিয়া কেহ যেন নিজ প্রেমার্দ্র চিত্তের ব্যথার কাঁদুনি কাঁদিয়া তোমাদের পাপে-অনিচ্ছুক চিত্তকে করুণার রন্ধ্রপথে বিপথে পরিচালিত করিতে না পারে। এই মনোবল, এই তপস্যা, এই কৃতিত্ব আমি তোমাদের মধ্যে

প্রত্যাশা করি। তোমরা যেন বুঝিতে শিখ, কোথায় দৃঢ় হইতে হইবে, কিরূপে দৃঢ়তা বজায় রাখিতে হইবে, কিরূপে নিজের চরিত্রবলের অনমনীয় সবলতা রক্ষা করিতে হইবে, কিরূপ ভাবে চলা উচিত, বলা উচিত, ভাবা উচিত,—ইহা আমি চাহি। ইহা কি আশা করা অন্যায় হইবে যে, তোমার মত একটী বিকাশোন্মুখিনী বালিকা প্রত্যেকটী বাক্যে ও চিন্তায়, কর্ম্মে ও রুচিতে, নিজের পবিত্রতার বৈশিষ্ট্য-রক্ষার জন্য যত্নবতী হইবেই হইবে ?

প্রলোভন ত আসিবেই। চতুর্দ্দিকেই প্রলোভনের জাল ছড়ান রহিয়াছে। সংসার-দণ্ডকারণ্যে কবন্ধ ও রাক্ষসের অভাব নাই। কিন্তু তোমার ভয় পাইলেও চলিবে না, হাল ছাড়িলেও চলিবে না।

শুভাশীর্ব্বাদ জানিও। ইতি— আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

সপ্তবিংশ পত্র

হরিওঁ

পুপুন্‌কী আশ্রম

৮ই কার্ত্তিক, ১৩৪৫

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, জগতে সেই রমণীই সকলের পূজ্য এবং বংশের অলঙ্কার, যাহার প্রকাশ্য ও গুপ্ত কোনও আচরণেই অপরাধের কালিমা নাই। সে-ই বিশ্ববন্দিত, যার মন

ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ, দেহ সংযমব্রতশীল এবং চেষ্টা পবিত্র। গোপন-প্রয়াসে সে নিজের নিকৃষ্টবৃত্তির চরিতার্থতার চেষ্টা করে না, সে-ই আদর্শ রমণী। আমি চাহি, তুমি এইরূপ আদর্শ রমণী হও। আমি চাহি সকল অন্যায় ও অপরাধ হইতে মুক্ত হইয়া তুমি দেবী ভগবতীর জীবন্ত প্রতিমার ন্যায় সুন্দর হও। আমি চাহি, তুমি তোমার পবিত্র আচরণ ও পবিত্র রুচির দ্বারা অপরকেও পবিত্রতার প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন ও রুচিসম্পন্ন কর। আমি চাহি, তোমার সংসর্গ লম্পটেরও লাম্পট্যবিনাশে সমর্থ হউক। সকল পুরুষদের পক্ষে হও সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রীরূপিণী জননী। তোমার চেষ্টা ও চরিত্রে যেন কোনও পাপের ছাপ না পড়ে। শুভাশীষ জানিও। ইতি— আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

অষ্টাবিংশ পত্র

হরিওঁ

পুপুন্কী আশ্রম
৯ই কার্ত্তিক, ১৩৪৫

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, মোচাগড়াতে তুমি আমাকে প্রাণ খুলিয়া তোমার অন্তরের একটা সমস্যার কথা বলিয়াছিলে। আমি তখন ভীড়ের মধ্যে তোমার কথার জবাব দিতে পারি নাই। তুমি যে বিষয় আমার নিকট বিবৃত করিয়াছ, তাহা এক প্রকারের প্রচ্ছন্ন কাম। ইহার ভিতরে অতি সঙ্গোপনে শতকরা দশভাগ কাম মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। একজন

মানুষকে আর একজনের যে ভাললাগা, ইহা খুব অস্বাভাবিক ও অসাধারণ ব্যাপার কিছু নয়। অপরাধজনকও নয়। কিন্তু এই ভাললাগাটার ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত মাদকতা আসিয়া পড়িলে ইহা আর খুব ভাল জিনিষ থাকে না। পবিত্রতার স্বভাব অচঞ্চলতা। কাহারও সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কিছুদিন মিশিলে কোনও গুরুতর অসন্তোষ-জনক ব্যাপার না ঘটিলে তাহার প্রতি প্রাণের টান হওয়াই স্বাভাবিক। সেবাশুশ্রূষা করিতে যাইয়া, ধর্ম্মকথা শুনিতে যাইয়া, বিদ্যার্জ্জন করিতে যাইয়া বা নৃত্যগীতাদি শিক্ষা করিতে যাইয়া এইরূপ প্রাণের টান সহজে আসে। কোথাও আসে সহানুভুতিমূলে, কোথাও শ্রদ্ধামূলে, কোথাও আত্মোন্নতিলিপ্সামূলে, কোথাও সখ্যতা-মূলে। এই প্রাণের টান খুব একটা দোষের বস্তু নহে। কারণ, ভালবাসাই মানুষের যথার্থ প্রকৃতি। ভাল-না-বাসাই তাহার চরিত্রের বিকৃতি। কিন্তু ঘনিষ্ঠতাজনিত প্রাণের টান যখন উন্মাদনা সৃষ্টি করে, তখন ইহার সম্পর্কে সাবধান হইবার প্রয়োজন হয়, কারণ, তখন ইহা সর্ব্বনাশকর ও কল্যাণ-বিঘাতক হয়। মানুষ মানুষকে ভালবাসিবার জন্যই জন্মিয়াছে, কিন্তু মনপ্রাণদেহ চিত্ত-আত্মা-হৃদি সব কিছু বিসর্জ্জন দিয়া ভালবাসা শুধু একজনকেই চলিতে পারে,—তিনি হইতেছেন শ্রীভগবান্, পরমপ্রেমরসশেখর মঙ্গলময় শ্রীভগবান্। এই ভালবাসার তুমি অধিকারিণী হও এবং জগতের তুচ্ছ ক্ষুদ্র

সীমাবদ্ধ ভালবাসার নিকটে আত্মবিক্রয় করিতে বিরক্ত হও।

শুভাশীষ জানিও। ইতি— আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

ঊনত্রিংশ পত্র

ওঁ

পুপুন্‌কী আশ্রম

১৬ই কার্ত্তিক, ১৩৫৫

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের —, * * * সেই কুমারীর জীবন না থাকা ভাল, যে তাহার চরিত্রের পবিত্রতার মূল্য বোঝে না। কুমারী অবস্থাতেই যাহাকে সতীত্বে জলাঞ্জলি দিতে হইবে, তেমন মেয়ে মরিয়া গেলে দেশের কোনও ক্ষতি হয় না। আমার এই কথাটাকে তুমি বিশ্বাস কর? যদি বিশ্বাস করিতে পার, তাহা হইলে আজ হইতে দৃঢ়সঙ্কল্পারূঢ়া হও যে, কোনও অবস্থাতেই নিজেকে কাহারও নিকট সস্তা করিয়া দিবে না। মেয়েরা পুরুষদের নীচ প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সম্পাদনের জন্যই জন্মিয়াছে এইরূপ ঘৃণ্য ধারণাকে মনের কোণেও আসিতে দিও না।

বিবাহিতই হউক আর অবিবাহিতই হউক, একপত্নীকই হউক বা বহুপত্নীকই হউক, লম্পট-প্রকৃতির পুরুষেরা নিজেদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের প্রতি দৃষ্টিহীন হইয়া অন্ধের মত অবলা সরলা মেয়েগুলিকে জালে বদ্ধ করিবার জন্য মায়াকান্না ও মিথ্যা

প্রেমের অভিনয় করিয়া বেড়াইতেছে। এই কথার ভিতরে এক কণাও কল্পনা নাই, ইহার ষোল আনাই সত্য। কিন্তু নিশ্চয়ই তুমি এত নির্লজ্জা হও নাই যে, এই কথাটা বুঝিয়াও স্বীকার করিবে না। জানিও, তোমারও সাবধানতার প্রয়োজন আছে।

অনেক বেপরোয়া মেয়ে নিজেদিগকে অত্যন্ত বুদ্ধিমতী বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকে এবং বুদ্ধির বড়াই বশতঃ নির্ভয়ে অপরের চক্ষে ধূলি-নিক্ষেপ করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু তাহারা জানে না যে, ইহার মধ্যেই তাহাদের কত বড় নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় প্রকট হইয়া যাইতেছে। অপরের চক্ষে ধুলা দিতে গেলে নিজের চক্ষুই ধুলিময় হয়। নিশ্চয়ই ইহা তুমি বোঝ। এতটুকু বোধশক্তি তোমার কাছে আশা করা যাইতে পারে। সুতরাং কেন তুমি নিজেকে আত্মপ্রতারণারূপ নির্ব্বুদ্ধিতা হইতে রক্ষা করিবে না?

অনেক মেয়ে আছে, যাহারা ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় পুরুষের অধীন হয়। আবার অনেক মেয়ে আছে. যাহারা মায়াবী পুরুষের চখের জল, দীর্ঘশ্বাস আর ছলনা দেখিয়া ভুলিয়া যায় এবং পরদুঃখকাতর হইয়া পাপের প্রশ্রয় দেয়। ইহারা জানে না যে, যে ব্যক্তি রমণীর প্রেমে নিজেকে অনশন-ব্রতী বলিয়া বর্ণন করিতেছে, সেই ব্যক্তি উদর পূরণ করিয়াই খাইয়া আসিয়াছে কিন্তু স্নানকালে তৈল ব্যবহার বর্জ্জন করিয়া

চেহারার মধ্যে একটা কৃত্রিম রুক্ষতা সৃষ্টি করিয়াছে মাত্র, অবোধা রমণীটীর সহানুভূতিশীল মনকে মিথ্যা দিয়া গলাইবার জন্য। কিন্তু যে কারণেই হউক, যে কুমারী বিবাহের পূর্ব্বে কোনও পুরুষের অধীনতা স্বীকার করিবে, সে রমণীকুলের কলঙ্ক। আমি চাহি, তোমরা প্রত্যেকে রমণীকুলের গৌরব হও। শুভাশীষ জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

ত্রিংশ পত্র

হরি ওঁ

কটক
২৭ কার্ত্তিক, ১৩৪৫

পরমকল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, * * * উপরে আমি যে ঘটনা বিবৃত করিলাম, তাহা হইতেই তুমি বুঝিতে পারিবে যে, নিঃসম্পর্কিতা স্ত্রীলোকেরা যখন মা, মাসী, মামী, পিসী, খুড়ী, জেঠী প্রভৃতি নকল সম্পর্ক পাতাইয়া কুমারী মেয়েদের সহিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করে, তখন তাহারা এই নির্ব্বোধ ও অসতর্ক মেয়েদের অজ্ঞাত-সারে তাহাদিগকে কিরূপ ভয়ঙ্কর বিপদে ফেলিতে পারে! পুরুষেরাই শুধু কুমারী মেয়েদের সরলতার সুযোগ নিয়া তাহাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া থাকে, আর মেয়েরা তদ্রূপ ব্যাপারে দুশ্চরিত্র পুরুষদিগকে প্রত্যক্ষে পরোক্ষে নানা দিক্

দিয়া সাহায্য করে না, এইরূপ ভ্রান্ত বিশ্বাস যে কিরূপ বিপজ্জনক, তাহা এই ঘটনা হইতে বুঝিতে পারিবে। যতকাল লম্পট পুরুষেরাই শুধু কোমল-চরিতা কুমারীদিগকে বিপথে টানিবার চেষ্টা করিত, ততকাল পর্য্যন্ত তবু কুমারীদের আত্মরক্ষা করিবার কতকগুলি সোজা পথ খোলা ছিল। কিন্তু যখন হইতে গুপ্তচরিতা নীচবুদ্ধি স্ত্রীলোকেরা লম্পট পুরুষ-দিগকে সুকুমারমতি মেয়েদের সম্পর্কে তাহাদের কদর্য্য অভিলাষ-পূরণে সাহায্য করিতে আরম্ভ করিয়াছে, সেই দিন হইতে কুমারী ও বিধবা-জীবনের শুভ্রতা রক্ষা করা এক অতি সমস্যা-সঙ্কুল ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এমন কি একথা বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না যে, অনেক ক্ষেত্রে সধবাদের পক্ষেও এইসব কদর্য্যবুদ্ধি-রমণীদের দ্বারা সুকৌশলে প্রসারিত প্রলোভন-জাল ছিন্ন করা কঠিন হইতেছে। বর্ত্তমান কালে অনুষ্ঠিত শত শত মর্ম্মন্তুদ ঘটনার আলোকে এই কথাই আজ আমাদের চক্ষের সমক্ষে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে যে, নারীর কাছেও কোমলা কুমারী, অনাঘ্রাত-পুষ্পসমা সুচরিতা কুমারী, সংসারের কুটিলতায় অনভিজ্ঞা ও অনভ্যস্তা সরলা কুমারী বিন্দুমাত্র নিরাপদ নহে। যে যুগে সতীত্ব-জ্ঞানের প্রয়োজনকে মধ্যযুগীয় কুসংস্কার বলিয়া প্রকাশ্যে উপহাস করা একটা কৃতিত্বের বিষয় হইয়াছে, সেই যুগে যদি নারীরাই কোমল-স্বভাবা কুমারী তথা বালবিধবাদের জীবনকে ধর্ম্ম ও সদাচার

হইতে বিভ্রষ্ট করিবার ষড়যন্ত্রে যোগদান করে, তবে এই দেশের আর উদ্ধার কোথায় ?

বলা বাহুল্য, যে সব রমণীরা এই ভাবে উদ্ভিন্ন-যৌবনা কিশোরীদিগকে রক্তমাংস-লোলুপ গৃধ্র শকুনকুলের ওষ্ঠপুটের সমক্ষে নিয়া ফেলিয়া দিয়া এই আশাতেই দিন গুনিতে থাকে যে, অবিলম্বে তরুণীর যৌবন-সুঠাম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে গুপ্তপাপের বীজাণুসমূহ প্রবেশ করিয়া তার আপাদমস্তক সমাংস নাড়িভুঁড়ি পচাইতে আরম্ভ করিবে এবং গৃধ্র শকুনকুল রসনা-সুখোল্লাসে শ্মশান-তাণ্ডবে তাহা লইয়া ছিঁড়াছিঁড়ি সুরু করিয়া দিবে, তাহাদিগকে দমন করা কোনও একজন ব্যক্তি বা কোনও একটা প্রতিষ্ঠানের আয়ত্তে নহে। পরন্তু তজ্জন্য সমগ্র-দেশব্যাপী এবং সমাজের প্রত্যেক স্তর-বিস্তারী বিপুল বহির্ম্মুখ আন্দোলন এবং গভীর অন্তর্ম্মুখ প্রয়াসের আবশ্যকতা রহিয়াছে। কিন্তু যেখানে একটা মাত্র পরিবার বা একটা মাত্র প্রতিষ্ঠানের পবিত্রতা-রক্ষার সমস্যাই বিশেষ ভাবে আশু চিন্তনীয়, সেইখানে অবলম্বনীয় কতকগুলি কার্য্যকরী উপায় রহিয়াছে। তাহা বিস্মৃত হইবার প্রয়োজন নাই।

দুষ্ট পুরুষ যেখানে মনে করে যে, নিজে অগ্রসর হইয়া কোনও কিশোরীর সহিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপনের চেষ্টা করিলে হয় তাহার ফল বিপরীত হইবে অথবা অপরের সতর্ক চক্ষু এই অপচেষ্টা ও তাহার প্রকৃত অভিপ্রায়কে ধরিয়া ফেলিবে,

তখনই তাহারা পুরুষের মধ্যবর্ত্তিতায় কাজ করিবার বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া সমজাতীয়া ব্যক্তিকে অর্থাৎ কোনও স্ত্রীলোককে হাত করিয়া তাহাকে এই সকলের দৌত্যকার্য্যে নিয়োজিত করে। এই সকল দূতী যখন ঝি-চাকরাণী প্রভৃতি শ্রেণীর মধ্য হইতে নির্ব্বাচিতা হয়, তখন অনেক ক্ষেত্রে অতি সহজেই চেষ্টাটি ধরা পড়িয়া যায় এবং প্রলোভিতা মেয়েটী যদি বুদ্ধিমতী হইয়া থাকে, তবে অনায়াসেই সে নিজেকে বাঁচাইয়া চলিতে পারে। কিন্তু যখন দুর্ব্বৃত্ত পুরুষ সামাজিকতার দিক্ দিয়া সমপদস্থা কোনও সমবয়স্কা বান্ধবীর বা সহপাঠিনীর দ্বারা প্রলোভিতা করিয়া কুমারীটীর উপরে চেষ্টাটী চালাইতে থাকে, তখন বুদ্ধিমতী মেয়েরাও ইহার পশ্চাদ্বর্ত্তী চাতুর্য্য ধরিয়া উঠিতে পারে না। বান্ধবীর গৃহে গমন, বান্ধবীর সহিত ভোজন, বান্ধবীর সহিত শয়ন প্রভৃতি ব্যপদেশে বান্ধবীর পরিচিত পুরুষ বন্ধুমণ্ডলীও যেন অতি অল্প সময় মধ্যে নিজের একান্ত পরিচিত বন্ধু-মণ্ডলীর মত হইয়া পড়ে। বান্ধবীর সহিত সাক্ষাৎকার-প্রসঙ্গে যেন দৈবাৎই উক্ত বান্ধবীর কোনও যুবক বন্ধুর সহিত পরিচয় স্থাপন প্রভৃতি পূর্ব্বকল্পিত অনুষ্ঠানগুলিতে নিতান্তই হঠাদ্-ঘটিত বলিয়া মনে করিয়া ক্রমশঃ মেয়েরা চতুর্দ্দিকে বিস্তারিত সযত্ন-রচিত লালসার জালের মধ্যে গিয়া পড়িতে থাকে। সময় সময় ইহা হইতেও পরিত্রাণের পথ খুঁজিয়া বাহির করা অসম্ভব হয় না। কিন্তু কোনও বয়স্কা

নারী যখন মাতৃস্থানে নিজেকে অভিষিক্তা করিয়া অসতর্কা বালিকার সকল সতর্কতা-বুদ্ধিকে স্বকীয় কপট-স্নেহের পক্ষ-পুটে চাপিয়া রাখিয়া ধীরে ধীরে সুকৌশলে তাহার স্বভাব-দত্ত সরমের সুমঙ্গল সংস্কার ঘুচাইতে থাকে, তখন সে বালিকা নিজে, বা বাহিরের কেহ, অণুমাত্রও বুঝিতে পারে না যে, কটিতটের চেলাঞ্চল কোন্ মহারাক্ষসীর সর্ব্বনাশকর উষ্ণ নিঃশ্বাসে আস্তে আস্তে উড়িতেছে আর খসিতেছে। এইরূপ স্থলে সতর্ক হইয়াও অনেক ক্ষেত্রে আত্মরক্ষা সুকঠিন, কারণ, সতর্কতা-বুদ্ধির যখন উন্মেষ আরম্ভ হয়, হয়ত তাহার পূর্ব্বেই সরলা কুমারী পতনের সুপিচ্ছিল পথে অনেক দূরে অগ্রসর হইয়া গিয়াছে।

এই জন্যই আমার মত এই যে, অনূঢ়া বালিকার প্রতি কোনও রমণীকে অতিরিক্ত স্নেহ, আদর, ভালবাসা দেখাইতে অধিকার দেওয়া সঙ্গত নহে। ইহাতে অনেক ভাব-প্রবণা মাতৃস্নেহোদ্বেল-হৃদয়া নিরপরাধা প্রৌঢ়া রমণীর মনে হয়ত কিঞ্চিৎ আঘাত দেওয়া হইতে পারে, কিন্তু সেই দিকে তাকাইলে চলিবে না। এই বিষয়ে কঠোর হইতে হইবে। তোমার ঘরের বা তোমার প্রতিষ্ঠানের একটী মেয়ের জন্য কোনও ভদ্রমহিলা যদি এমনই অধীরা হইয়া পড়িয়া থাকেন যে, সঙ্গতিবোধের অঙ্কুশ-তাড়নায় তিনি তাঁহার ভাবাবেগ প্রশমিত করিয়া রাখিতে পারিতেছেন না, তাহা হইলে তোমার

এবং তোমার কন্যার সসম্ভ্রম দৃঢ় ব্যবহার তাঁহার ভিতরে সংযম-প্রতিষ্ঠার সাহায্য করিতে যেন সমর্থ হয়, তদ্রূপ হইও। চক্ষুলজ্জা বা সঙ্কোচের অধীন হইয়া নিজের প্রাণ-পুত্তলী কন্যাকে অপর একজনের (হউক না সে রমণী) ভাবোচ্ছ্বাসের ক্রীড়নক হইতে দেওয়া আত্মহত্যা-তুল্য বা সন্তানহত্যাতুল্য অপরাধ হইবে বলিয়া মনে করিও।

আরও একটী কথা ভাবিবার আছে। কুমারীর হৃদয়ে সুগভীর ভালবাসা এবং ভালবাসিবার সুপ্রচুর শক্তি লুকাইয়া রহিয়াছে। উত্তেজক কারণগুলিকে আশ্রয় করিয়া ক্রমশঃ তাহা প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে এবং কুমারীর ভালবাসাকে একবার খোঁচাইয়া খোঁচাইয়া উত্তেজিত করিয়া তুলিতে পারিলে তাহা জগতের সকল বাধা-বিপত্তি-নিন্দা-অপবাদকে পদতলে চাপিয়া রাখিয়া বৈধ বা অবৈধ যে-কোনও পথে উদ্দাম গতিতে ছুটিয়া চলে। অবলা সরলা অবোধা কুমারীর ভালবাসিবার সংগুপ্ত শক্তিকে একবার উত্তেজিত করিয়া তুলিবার পরে তারই মাথায় এত সব বিস্ময়কর কুবুদ্ধির বিকাশ ঘটিতে থাকে, যাহা হয়ত উত্তেজনা-প্রদানকারী দুরভিসন্ধি পুরুষ-প্রবরও কল্পনা করিতে পারে নাই। সুতরাং বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যাহাতে তাহার অন্তরের প্রসুপ্ত ভালবাসার শক্তি অপাত্র-সংসর্গে (সে এখন স্ত্রীলোকই হউক, আর পুরুষই হউক) উত্তেজিত হইবার অবকাশ না পায়, কুমারীর নিজের কল্যাণের জন্যই তাহা করা

আবশ্যক। কারণ, যে ভালবাসাকে আজ কুমারী কন্যাটি যথাতথা অর্পণ করিয়া অপব্যয়িত করিতেছে, সেই ভালবাসা-টুকু সে তার প্রকৃত ভালবাসার পাত্রকে দিতে ভবিষ্যতে সে অক্ষমা হইয়া থাকিবে। ভালবাসা ইক্ষুরসের মত। একটী পাত্রে জ্বাল দিয়া গুড়ে পরিণত হইলে যেমন সেই ইক্ষুরস আর নূতন কোনও পাত্রে জ্বাল দেওয়া যায় না, দিলে নিতান্তই একটা বল-প্রয়োগ হয় মাত্র, কুমারীর ভালবাসাও তদ্রূপ। সুতরাং সুপাত্র-সংগৃহীতা হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কুমারীর তনুমন-রূপ ইক্ষুখণ্ডকে কোনও অবস্থাতেই নিষ্পেষিত হইতে দেওয়া সঙ্গত নহে। না পুরুষের বাহু, না রমণীর বাহু, কাহারও বাহুই যেন তাহাকে বক্ষে নিপীড়ন করিতে না পারে। এমন হউক তাহার বিশুদ্ধ মন, যেন তাহা কোনও সহচরীর বা মাতৃত্বের ভূমিকাগ্রাহিণীর আদরে টলিয়া তাহার বক্ষে নিজের বক্ষ না মিলায়! সে যে বিধাতার কত বড় একটা অদ্ভুত সৃষ্টি, তার ভালবাসার একাকীত্ব তার নিজের মহিমা-সংরক্ষণের যে কত বড় এক সহায়, তার কৌমার্য্য যে তাহাকে সন্ন্যাসের জগৎপূজ্য কৌলীন্য প্রদান করিতেছে, এই কথা তারও ভুলিলে চলিবে না, তার অভিভাবকেরও ভুলিলে চলিবে না। * * * বুঝিয়া দেখ, সমাজ কোন্ স্থানে গিয়া পৌছিয়াছে। ইহা বুঝিয়া সাবধান হও। এমনও যদি হয় যে, সমগ্র ভারত অসতীত্বকেই আদর্শ ও সভ্যতা বলিয়া গ্রহণ করিল, তখনও

জানিও, জগতে দুই একটী রমণীর মধ্যে সতীত্বের আদর্শকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্যই তোমাকে প্রাণপাত করিতে হইবে।

শুভাশীষ জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

একত্রিংশ পত্র

ওঁ

বেলেঘাটা, কলিকাতা
১০ অগ্রহায়ণ, ১৩৪৫

পরমকল্যাণীয়াসু:—

স্নেহের মা—, *** আমার পূর্ব্বলিখিত পত্রগুলির তুমি একখানাও পাও নাই শুনিয়া আমি বিস্ময়ান্বিত হইলাম। বর্ত্তমান অবস্থায় এই পত্রগুলি না পাওয়াও তোমার পক্ষে একটা দোষ বলিয়া মনে করিও। পত্রগুলি তুমি খুঁজিয়া বাহির কর এবং প্রত্যেকটার মর্ম্ম অনুধাবন করিতে চেষ্টা কর। ঠিক্ এই মুহূর্ত্তেই এই পত্রগুলি তোমার কাছে পৌঁছা প্রয়োজন। তুমি তোমার নিজের অন্তরের অবস্থা এখন উপলব্ধি করিতে অপারগ। তুমি জান না, কোন্ ভাবস্রোত তোমাকে কোথায় টানিয়া নিয়াছে। আমি তাহা জানি। কে তোমাকে বিপন্ন করিতে গিয়াছিল, আমি তাহা জানি। কে তাহার কৃতকর্ম্মের নিন্দার্হতা ঢাকিবার জন্য আমার কাছে কপট অনুশোচনা প্রকাশ করিয়া গিয়াছে, আমি তাহা জানি। অথচ তুমি তাহা কল্পনাও করিতে পার নাই। আজ আমি

তোমাকে বড় মর্ম্মঘাতী সত্য জানাইতেছি যে, আমার পূর্ব্ব-লিখিত পত্রগুলির প্রত্যেকটী অক্ষর তোমার খোলা চখে পাঠ করা প্রয়োজন। পত্রগুলি পাও নাই বলিয়া আমাকে ফাঁকী দিও না মা। পত্রগুলি তুমি পাইয়াছ, কারণ, ঐগুলি তোমার পাওয়া প্রয়োজন। তোমার পিতামাতা প্রয়োজন জানিয়াও যে-কথা তোমাকে বলিতে চাহেন নাই, আমি তাহাই তোমাকে বলিয়াছি। তোমার উপর হইতে ইন্দ্রজাল অপসারিত হউক, চতুরের যাদুমন্ত্র দূর হউক,—ইহা আমি চাহি। চাহি বলিয়াই জোর করিয়া, জিদ করিয়া, দুঃসাহস করিয়া তোমাকে ঐ পত্রগুলি লিখিয়াছি। পত্রের প্রাপ্তিসংবাদ তুমি অস্বীকার করিও না। তাহা পাইয়াছ এবং অনুতাপের অশ্রুধারায় বুক ভাসাইয়া পত্রগুলি পাঠ করিয়াছ, আর পাঠান্তে পবিত্রতায় দেদীপ্যমান দিব্যসুন্দর শান্তিময় স্নিগ্ধ জীবন-যাপন আরম্ভ করিয়াছ, আমি তোমার নিকটে এই সংবাদই শুনিতে চাহি। সেই সংবাদ আমাকে শ্রবণ করাও মা, শ্রবণ করাও। * * * দেহ এবং মনকে নিম্নগামী করার জন্য যে কি প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, তাহা যদি তোমাদের বয়সের বালিকারা প্রত্যেকে বুঝিত, তাহা হইলে বোধ হয় পৃথিবীর বারো আনা দুঃখ, অথবা বারো আনা বলি কেন, সম্ভবতঃ পনের আনা দুঃখের অস্তিত্বই থাকিত না। নিজেদিগকে সস্তা করিয়া দিয়া তোমরা যে কত বেশী মূল্য দিতে বাধ্য হইতেছ, তাহা যদি তোমরা

বুঝিতে! মনকে অনুচিত আসক্তি হইতে বাঁচাইয়া রাখিবার প্রয়োজন যে কত গভীর, তোমাদের মত বয়সের বালিকারা যদি তদ্বিষয়ে সজাগ থাকিত, তাহা হইলে জগতের দিকে দিকে মুখে মুখে চখে চখে শুধু হাসির দীপ্তি, সুখের খেলা দেখিতে পাইতাম। তাহা হইলে জগতের শত শত অনুতাপ পরিতাপ কখনও আকাশ ও বাতাসকে তপ্ত করিতে পারিত না। তাই না আমি তোমাদের কাহাকেও কণামাত্র সহায়তা করিবার সুযোগ পাইলে অত আবেগভরে অত আকুলতা-সহকারে তাহার সদ্ব্যবহার করি। আমাকে ভুল বুঝিও না মা। বড় হইলে একদিন জীবনের অতীত-পানে তাকাইতে তাকাইতে নিশ্চিতই অনুভব করিতে পারিবে যে, আমি অমৃত-ভাণ্ড হস্তে লইয়াই তোমার সমক্ষে আসিয়াছিলাম। দেখিতে পাইবে, আমি হলাহলে আসক্তি পরিহার করিতেই বলিতে আসিয়াছিলাম। দেখিতে পাইবে, আমি পিতার মত কর্ত্তব্যজ্ঞান লইয়া, মাতার মত অনুপম স্নেহ লইয়া, ভ্রাতার মত অনুকুল মনোবৃত্তি লইয়া, তোমার ঠিক্ প্রয়োজনের মুহূর্ত্তে হিতকথা কহিতে আসিয়াছিলাম,—"মোহজাল ছিন্ন করিয়া, বিভ্রম-বিলাস চূর্ণ করিয়া কুমারীর সতীত্ব-মর্য্যাদা-বোধকে সহায় করিয়া সিংহবাহিনীর ন্যায় দৃঢ় মেরুদণ্ডে সোজা হইয়া দাঁড়াও, কামজাল-বিস্তারকারী দুর্ব্বৃত্তের ছলনা-ভুজঙ্গিনীর ধ্বংস সাধন কর।" ভাল লাগুক আর নাই লাগুক, আমি তোমাকে

ইহাই বলিতে চাহি। শুভাশীষ জানিও। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

দ্বাত্রিংশ পত্র

ওঁ

পুপুন্‌কী আশ্রম
১২ অগ্রহায়ণ, ১৩৪৫

পরমকল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, তুমি প্রত্যহই প্রত্যাশা করিও যে, আমি তোমাকে পত্র লিখিবই। কারণ, তোমাকে পত্রলেখা আমি একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞান করিতেছি। তোমার প্রাণে আত্ম-সংযমের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করা আমি প্রয়োজন বলিয়া অনুভব করিতেছি। আমার দ্বারা তোমার অন্ততঃ আংশিক মাত্রও উপকার হউক, ইহা আমি কামনা করিতেছি। আত্মসংযমের শক্তিতে বঞ্চিতা রমণী আর স্রোতের তৃণ একই কথা। উভয়েরই গতি যে কোথায়, তাহা কেহ বলিতে পারে না। যৌবনের স্বভাবে মনের ভিতরে কত পাপ, কত লালসা, কত দুরাকাঙ্ক্ষার দুর্দ্দমনীয় তাড়না আপনিই জাগে। সেই সময়ে নিজের চপলতাকে চাপিয়া রাখিয়া চিত্তবৃত্তিগুলিকে স্থির ও শান্ত করিতে যে না পারে, দুঃখ আর অনুতাপ, দুর্দ্দশা আর অন্তর্দ্দাহ তাহার নিত্যসাথী হয়। তাই, আমি তোমাকে আত্ম-সংযমের একান্ত আবশ্যকতার বিষয়ে সজাগ করিতে চাহি। তাই, আমি আমার অবিরাম কর্ম্মব্যস্ততার মধ্যেও জোর করিয়া

অবসর খুঁজিয়া এত ঘন ঘন পত্র লিখিয়া যাইতেছি। ঘষিতে ঘষিতে প্রস্তর ক্ষয় পায়, ইহা আমি জানি। লিখিতে লিখিতে আমি তোমার অন্তরে পবিত্রতার সুগভীর সংস্কার নিশ্চিতই কাটিতে পারিব। জানিও, তোমাকে আমি বাঘের মতই ধরিয়াছি। তোমার মনোগতির আমূল পরিবর্ত্তন সাধন না করিয়া আমি তোমাকে ছাড়িব না। তোমার সম্পর্কে আমি নিদারুণ পণ করিয়াছি জানিও। আমার ইচ্ছা জীবনে কখনও ব্যর্থ হয় নাই,- তোমার সম্পর্কেও ব্যর্থ হইবে না। তোমার মনোগতির আমি পরিবর্ত্তন চাই। তোমার বিভ্রান্ত চিত্তের পাপ-বিলাস-প্রবণতা আমি দূরীভূত করিতে চাই। ★ ★ ★

শুভাশীষ জানিও। ইতি— আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

ত্রয়স্ত্রিংশ পত্র

ওঁ

কলিকাতা

১৫ অগ্রহায়ণ, ১৩৪৫

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা —, ✻ ✻ ✻ তোমাদের মত সুন্দর মেয়েগুলির ভিতরে কল্যাণ-কামনা ও আত্মোন্নতির আগ্রহ দর্শন করিলে আমি বড়ই প্রীত হই। মোহ প্রলোভন তোমাকে টানিতে চাহে দেখিয়াও যদি তুমি অবিচল থাক, তখনই আমার হৃদয় নাচিতে থাকে। এক একটা প্রলোভনকে দমন করিতেছ আর

এক একটা করিয়া নূতন শক্তি অর্জ্জন করিতেছ, বিশ্বাস রাখিও। ক্ষুদ্র একটা যুদ্ধে যে বিজয়ী হইয়াছ, এই বৃহত্তর জয়লাভের সম্ভাবনা তার বর্দ্ধিত হয়। হারিতে হারিতে ভগবানের কৃপায় একটা যুদ্ধে মরিতে গিয়াও মরিতে পার নাই। চক্রধারীর চক্রে প্রলোভন আপনি পলাইয়া গিয়া বন্ধন-দশা হইতে নিজেকে বাঁচাইয়াছে। এইরূপ ক্ষেত্রে যে তোমার আত্মরক্ষা, তাহার মধ্যে তোমার নিজের কোনও কৃতিত্ব নাই। কারণ, আত্মরক্ষার তোমার কোনও অভিপ্রায় ছিল না, সতীত্ব বাঁচাইবার তোমার কোনও চেষ্টা ছিল না। নিজেকে তুমি গোড়া হইতেই বড় সুলভা, বড় সহজপ্রাপ্যা, বড় কম দামী করিয়া রাখিয়াছিলে। তুমি বাঁচিতে চাহ নাই। তবু ভগবান্ তোমাকে বাঁচাইয়াছেন। কেন বাঁচাইয়াছেন জানো? তোমার চরিত্রের মহিমা অক্ষুণ্ণ থাকা জগতের মঙ্গলের জন্যই প্রয়োজন। তাই, তুমি নিজের সর্ব্বনাশ করিতে চাহিয়াও করিতে পার নাই। ভগবান্ তোমাকে রক্ষা করিয়াছেন,—আজ তাঁর চরণে কৃতজ্ঞ হও। তাঁর পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া প্রতিজ্ঞা কর, অতীতের ভুল আর করিবে না। প্রতিজ্ঞা কর, প্রলোভন ক্ষুদ্র হউক আর বৃহৎ হউক, প্রশ্রয় দিবে না কাহাকেও,—তাহাকে পদতলে নিষ্পেষিত করিয়া মারিতে হইবে। অতীতের শব লইয়া আর কাঁদিবারও প্রয়োজন নাই, দীর্ঘশ্বাসও ফেলিও না। অতীতকে ভুলিয়া

যাও। বর্ত্তমানকে লইয়া সজাগ হও। ভবিষ্যতের জন্য কঠোর হও। শুভাশীষ জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

চতুস্ত্রিংশ পত্র

নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা
২০ অগ্রহায়ণ, ১৩৪৫

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—,তুমি আমার পত্রগুলি সবই পাইয়াছ শুনিয়া সুখী হইলাম। আমার পত্রগুলি পাঠ করিয়া নিজেকে উপকৃত জ্ঞান করিতেছ জানিয়া সমধিক সুখী হইয়াছি। সদুপদেশ পালন করা খুবই কঠিন কিন্তু সদুপদেশ শ্রবণ করিয়া তাহার মূল্য উপলব্ধি করাও অল্প কঠিন নহে। এই কার্য্যটী তুমি করিতে পারিয়াছ। ইহাই আমার আনন্দের কারণ। তুমি আমার রুক্ষ উপদেশে দুঃখ নেও নাই। উহার সূক্ষ্ম উদ্দেশ্য অনুধাবনের চেষ্টা করিয়াছ। অপর মেয়েরা এইরূপ ক্ষেত্রে ক্রুদ্ধা হইত, ভুজঙ্গীর মতন দংশন করিতে চেষ্টা করিত। তুমি তাহা কর নাই। আমার কঠোর উপদেশ কোমল হৃদয়ে গ্রহণ করিয়াছ। মিথ্যা-ভাষণে তোমার জিহ্বাকে কলঙ্কিত কর নাই,—নম্র চিত্তে আমার হিতবাণী গ্রহণ করিয়াছ। আমি স্পষ্ট বুঝিতেছি, এই সুমধুর নম্রতাই তোমার চরিত্র-সাধনার মূলভিত্তি হইবে। এতদিন আমি তোমার প্রতি গভীর অনুকম্পা অনুভব করিতাম, আজ হইতে স্নেহের স্ফুরণ হইল। সরল হও,

পবিত্র হও, কপটতার গরল হইতে আমৃত্যু মুক্ত থাক,—এই আমার আশীর্ব্বাদ। ইতি—

শুভাশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

পঞ্চত্রিংশ পত্র

ওঁ ব্রহ্মগুরু

তাতকুরা, ময়মনসিংহ

২৩ অগ্রহায়ণ, ১৩৪৫

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, আমি বিশ্বাস করিতেছি যে, প্রতিদিন তোমার মনের গতি ফিরিতেছে ; যে দিকে সে ছুটিয়াছিল, সেই দিকের প্রতি সে আস্থাহীন হইতেছে ; যাহাকে সে সুখের পথ বলিয়া মনে করিতেছিল, তাহার মধ্যে লজ্জার কারণ, শঙ্কার কারণ ও ধ্বংসের কারণকে সে প্রত্যক্ষ করিতেছে ; যাহাকে সে ভাল মনে করিয়াছিল, তাহাতে যে কি ভীষণ অশুভ লুকায়িত রহিয়াছিল, তাহা সে অনুধাবন করিতেছে। কেমন মা, তাহা পারিতেছে কি ?

এখন ভাবিয়া দেখ, জীবনে ধৈর্য্য, বিবেচনা ও সহিষ্ণুতার কত প্রয়োজন। হঠাৎ অধীর হওয়া, হঠাৎ ব্যাকুল হইয়া, হঠাৎ একটা পথে পাদ-চারণা করিতে চঞ্চল হওয়া কত বিপজ্জনক। চতুর্দ্দিকে চাহিয়াই মা পথ চলিতে হয়। নিজের মঙ্গল, নিজ পরিবারের মঙ্গল, সমাজের মঙ্গল, দেশের মঙ্গল,—সব মঙ্গলের বিষয় ভাবিতে হয়। নিজেকে লইয়া নিজ-সুখ-

প্রমোদে হিতাহিত ভুলিয়া ডুবিয়া যাইবার অধিকার তোমার নাই। অথচ, যৌবনের তাড়না কি বিষম তাড়না। মহাবল-বিক্রান্ত মাতঙ্গও এই প্রবল তাড়নার মুখে পড়িয়া নিজেকে অসম-প্রতিযোগী বলিয়া অনুভব করে।

কিন্তু পশুর সহিত তোমাদের প্রভেদ আছে, সেই প্রভেদ শুধু আকৃতিতেই নহে, মনের গঠনে, শক্তিতে এবং জ্ঞানে। জ্ঞানের বলে উদ্দাম মনকে তুমি আয়ত্ত করিতে পার, সঙ্কল্পের শক্তিতে বিরুদ্ধ অবস্থাকে তুমি অনুকূল করিতে পার, চরিত্র-সাধনার চেষ্টার মধ্য দিয়া তুমি তোমার অতীতের ত্রুটী-বিচ্যুতি-প্রমাদকে সংশোধন করিয়া লইতে পার। মানুষের ঘরে জন্মিয়াছ বলিয়াই ইহা তোমার সাধ্য,—পশু-পক্ষীর ঘরে জন্মিলে অসাধ্য হইত, এমনকি অকল্পনীয় হইত।

তোমার অধঃপাতে জাতির অধঃপাত। তোমার অভ্যুদয়ে জাতির অভ্যুদয়। এই কথা আমি দেশবাসীকে শত সহস্রবার বলিয়াছি। দুরন্ত কর্ম্ম-কলরোলের মাঝখানে বসিয়া এই পত্র লিখিতে লিখিতে তোমাকে সেই কথাই আমি পুনরায় বলিতেছি। এই দুইটী বাক্য হৃদয়ের পরতে গাঁথিয়া লও। দেশোন্নতির দায়িত্ব-বোধ লালসার চটুল গতি স্তম্ভিত করে। জন-মঙ্গলের প্রেরণা-দীপ্তি বাসনার আঁখি ধাঁধিয়া দেয়। জীবকল্যাণে চিত্ত-নিয়োগ ইন্দ্রিয়-চপলতার কুটিল শৃঙ্খল ঢিলা করিয়া দেয়। তাই, শুধু নিজের সুখ, ক্ষণিক সুখ, দেহের

সুখ ভুলিয়া গিয়া, সমগ্র দেশের সুখ এবং অভ্যুদয়ের সহিত নিজের চিন্তধারা যুক্ত কর। বারংবার আমি তোমাকে স্মরণ করাইতে চাহি যে, তোমার মত কুমারীদের কাছে ভবিষ্যৎ ভারতের পুত্র-কন্যাগণ সতীত্ব-মর্য্যাদার কোন্ দৃষ্টান্ত প্রত্যাশা করে, তাহা ভাবিতে ভুলিয়া যাইও না।

শুভাশীষ জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

ষট্‌ত্রিংশ পত্র

ওঁ ব্রহ্মগুরু

মাঝিয়ারা, ত্রিপুরা
২৭ অগ্রহায়ণ, ১৩৪৫

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, তোমার মনের গতি বাস্তবিকই ফিরিতেছে কিনা, তাহা সত্য সত্য তোমার নিজের পরীক্ষা করিয়া দেখাও কিন্তু প্রয়োজন। বাহিরের সমাজ হইতে লোকাচারের বাধা পাইয়া অথবা শ্রাবণ-ধারার মত অবিশ্রাম আমার পত্র-বর্ষণের ফলে তোমার মনে এইরূপ একটা ধারণা জন্মিতে পারে যে, তোমার মনের গতি ফিরিতেছে। এইরূপ ধারণা থাকা দোষের নয়। কিন্তু এই ধারণা কতটুকু সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত, আর কতটুকু কল্পনার উপরে ভিত্তিমান্, তাহার বিচার মাঝে মাঝে আবশ্যক। কারণ, ভ্রান্ত ধারণা তোমার উদ্যমের দৃঢ়তা ও আগ্রহের একাগ্রতা কখনও ক্ষুণ্ণ করিয়া বসিতে পারে এবং তাহাতে তোমার ক্ষতি ছাড়া লভ্য নাই।

কুমারীর পবিত্রতা

তোমার মন কোন্ দিকে চলিয়াছে, তাহা পরীক্ষা করিবার কয়েকটি সুন্দর উপায় আছে। যখন তুমি নিরালা ও নিশ্চিন্ত থাক, যখন তোমার আচরণ লক্ষ্য করিবার জন্য কাহারও শ্যেন দৃষ্টি জাগ্রত থাকে না, তখন তুমি কোন্ কোন্ কথা ভাব, তাহা একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিও। ঘুমাইবার জন্য যখন বিছানায় শোও, তখন, নিদ্রাগত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কোন্ কোন্ চিন্তা তোমার চিত্তকে অধিকার করিয়া রাখে, কোন্ কোন্ চিন্তাই বা বারংবার তোমার মনের কোণে উঁকি ঝুকি মারিয়া যায়, তাহা তুমি সজাগ চক্ষে দেখিও। তাহা হইলেও তোমার মনের গতি-পরিচয় অতি সহজে এবং নির্ভুল ভাবে পাইবে।

মনোগতির পরিচয় যদি এই ভাবে অহরহ পাইতে চেষ্টা কর, তাহা হইলে কিছুকাল পরে দেখিবে যে, মনের গতিকে পরিবর্ত্তিত করিবারও শক্তি তোমার ভিতরে বিনা চেষ্টায়, বিনা আয়াসে আপনা আপনি জাগ্রত হইতে আরম্ভ করিয়াছে।

তোমার ভিতরে মা অনেক শক্তি আছে। এত শক্তি আছে, যাহার তুমি কল্পনাও করিতে পার না। সেই শক্তিকে জাগাইবার প্রথম আয়োজন হিসাবেই তোমাকে অনুদিন আত্ম-পরীক্ষণ ও আত্ম-বিশ্লেষণের দিকে মনোযোগিনী হইতে বলিতেছি।

শুভাশীষ জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

সপ্তত্রিংশ পত্র

ওঁ ব্রহ্মগুরু

কৃষ্ণনগর, ত্রিপুরা

২৮ অগ্রহায়ণ, ১৩৪৫

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, কাল তোমাকে একখানা পত্র দিয়াছি। পুনরায় আজও একখানা লিখিতেছি। এত ঘন ঘন পত্র পাইতে নিশ্চয়ই তুমি বিরক্ত হও না। বিরক্ত হইলেই বা ছাড়িবে কে? আমি যে নাছোড়বান্দা। আমি তোমাকে শক্ত হাতে ধরিয়াছি। দৈব ও অপ্রত্যাশিত ঘটনার মধ্য দিয়া ভগবান্ আমাকে তোমার সম্পর্কে এই কার্য্যে ব্রতী করিয়াছেন। সুতরাং আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত আমি তোমাকে পত্রের পর পত্র দিয়া বিব্রত করিব। অবশ্য, তুমি ভাল মেয়ে। তাই আমি বারংবার বিশ্বাস করি যে, আমার পত্রে বিরক্ত না হইয়া তুমি সুখীই হইবে।

* * * একটি কুমারী মেয়েকে একটি যুবক গান শিখাইতে আসিয়া যদি ক্রমে ক্রমে নিজের দিকে অনুচিত ভাবে আকৃষ্ট করিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে এই কুমারী মেয়েটীর কর্ত্তব্য হইবে কি, জানো? কর্ত্তব্য হইবে এই ধৃষ্ট শিক্ষকের সংশ্রব ত্যাগ করা এবং সংশ্রব বর্জ্জনের চেষ্টার পথে কোনও বিঘ্ন উৎপাদন করিলে পদাঘাতের দ্বারা এই স্পর্দ্ধার সমুচিত প্রত্যুত্তর দেওয়া। * * * মেয়েদের উপরে

কুমারীর পবিত্রতা

পুরুষদের লুব্ধ দৃষ্টি শুধু আজিকার নহে। ইহা অনাদি কাল হইতেই রহিয়াছে। এই জন্যই নিজ সতীত্ব রক্ষার জন্য সতর্ক প্রহরা মেয়েদের নিজেদেরই দেওয়া প্রয়োজন। তোমার পিতা আর মাতা, পিতামহ আর পিতামহী, ইহারা আর তোমাকে কতটা রক্ষা করিবেন, যদি তুমি নিজে না নিজেকে রক্ষা করিতে চাহ? তুমি ত' জান, চরিত্রের কত দাম, সতীত্বের কত মর্য্যাদা, সংযমের কি মহিমা। তুমি ত' জান, দুশ্চরিত্রতা কিরূপ ঘৃণ্য, অসতীত্ব কিরূপ পাপ, অসংযম কিরূপ ধ্বংসকর। তথাপি সংসর্গের ফলে মন নরম হইয়া যায় এবং আজ যাহা পাপ, কাল তাহা ধর্ম্ম বলিয়া মনে হয়।

এই জন্যই আমি সেই মেয়েকে ভাল মেয়ে বলিয়া মনে করি না, যে মেয়ে গোপন-আসক্তি বর্দ্ধনকারী পুরুষের সংশ্রবকে রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করে না। সেই মেয়েকে আমি ভাল মেয়ে বলিয়া মনে করি না, গুপ্ত ভাবে চিঠি-পত্র আদান-প্রদানকারী পুরুষকে যে ঘৃণা-ভরে দূরে সরাইয়া দেয় না। হয়ত বুদ্ধিহীনতাবশতঃ মেয়েটী বুঝিতে পারে না যে, ইহার পরিণাম কি। কিন্তু ভাল মেয়ের পক্ষে নির্ব্বোধ থাকাও বাঞ্ছনীয় নহে। সকল বিষয়ে তুমি নির্ব্বোধ হও, ক্ষতি নাই, কিন্তু নিজ চরিত্র, নিজ সতীত্ব, নিজ সুনাম, নিজ সন্নীতি সম্পর্কে যে নির্ব্বুদ্ধিতা, তাহা ত' মা কোনও কাজের কথাই নহে! * * * শুভাশীষ জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

অষ্টাত্রিংশ পত্র

ওঁ ব্রহ্মগুরু

রাজাপুর, ত্রিপুরা
১লা পৌষ, ১৩৪৫

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—,প্রত্যহ পরীক্ষা কর নিজেকে, আর, বিচার কর, তুমি উপরে উঠিতেছ, না, নীচে নামিতেছ। অতীতের দুশ্চিন্তা ছাড়িয়া দিয়া শুধু বর্তমানকে লইয়া তোমার গবেষণা চালাও। যদি মন নিম্নগামী হইয়া থাকে, তবে প্রাণপণ যত্নে তাকে উর্দ্ধগামী কর। হতাশ হইও না। নিজের ভবিষ্যৎকে অবিশ্বাস করিও না। যতখানি প্রবলতা লইয়া অতীতে তোমার মন পাপচিন্তা করিয়াছে, ততখানি প্রবলতা লইয়াই মন পুণ্য-চিন্তা সুরু করুক। ★ ★ ★

শুভাশীষ জানিও ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

ঊনচত্বারিংশ পত্র

ওঁ

বরকামতা, ত্রিপুরা
৪ঠা পৌষ, ১৩৪৫

পরমকল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, না মা, হতাশ হইও না। অন্তরে আর কোনও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব রাখিও না। ভদ্রবেশে যে শঠ ব্যক্তি

তোমার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া সুকৌশলে তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ পবিত্রতাকে অপহরণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তাহার সম্পর্কে হৃদয়ে আর এক তিল কোমলতাও রাখিও না। তাহার প্রতি চিত্তের এক কণা ভালবাসাও ধাবিত হইতে দিও না। শক্ত হও, দৃঢ় হও, নির্ম্মম হও, অনমনীয় হও। তোমার প্রখর মর্য্যাদাজ্ঞান তোমার চরিত্র-দীপ্তিকে বর্দ্ধিত করুক। দুর্ব্বলতা পরিহার কর।

শুভাশীষ জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

চত্বারিংশ পত্র

ওঁ

ইলিয়টগঞ্জ, কুমিল্লা

৬ই পৌষ, ১৩৪৫

পরমকল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, পুণ্যচরিতা কুমারীদের পানে চাহি, আর ভাবি তারা কত সুন্দর! স্খলিত-চরিত্রা কুমারীদের পানে চাহি, আর ভাবি, তারা কত কুৎসিত। অথচ ইহারা প্রত্যেকেই আমার মা।

ইহারা প্রত্যেকে আমার মা বলিয়াই ত' আমি ইহাদিগকে বিপথে ধাবিত হইতে দিতে পারি না। ইহারা আমার মা বলিয়াই ত' আমি ইহাদের প্রাণে তপোবহ্নি অবিরাম জ্বালাইয়া রাখিতে চাহি।

স্নেহের মা আমার! আমি তোমাকে পুণ্যবতী মহিলারূপে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে দেখিতে চাই। এই কথা কখনও ভুলিও না মা আমার, আমি তোমাকে রূপসী বলিয়া দেখিতে চাহি। কোন্ রূপে রূপসী জান? চর্ম্মের রূপে নয়, চরিত্রের রূপে। পদ্মিনীর যে রূপ দেখিয়া আলাউদ্দীন খিলজী পাগল হইয়াছিল, সেই রূপ নয়, জহরব্রত পালনকালে অগ্নি-কুণ্ডের সমক্ষে তাঁহার যেই রূপ প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই রূপ। ভুলিও না মা, ভুলিও না।

শুভাশীষ জানিও। ইতি—

শুভাশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

একচত্বারিংশ পত্র

ওঁ

সলিয়া, নোয়াখালি

১৯শে পৌষ, ১৩৩৫

পরমকল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, ধর্ম্মশাস্ত্র, জনমত এবং হিতাকাঙ্ক্ষী পরিজন বারংবার সতর্কতার বাণী ঘোষণা করিয়াছেন যে, কুমারী মেয়েরা যেন তাহাদের কৌমার্য্যের মহিমাকে স্মরণ রাখে, যেন

তাহারা চতুর হস্তের ক্রীড়নক হইয়া আত্ম-সম্মানে জলাঞ্জলি না দেয়।

এই হিতবাণী কোনও কুমারীর ভাল লাগিয়াছে, কাহারও বা ভাল লাগে নাই। এই হিতকথা কেহ সন্তোষ সহকারে শ্রবণ করিয়াছে, কেহ বা ইহাতে রুষ্ট হইয়াছে। কিন্তু মা, এই হিতকথা শত শত কণ্ঠে গৃহে গৃহে প্রত্যেক কুমারীর কাণে কাণে শত বার উচ্চারিত হওয়া প্রয়োজন।

পুরুষেরা যায় পরের বোনের কাছে, নিজের বোনের কথাটি ভুলিয়া গিয়া। নিজের ভগিনী, নিজের মাতা তাদের স্মরণ-পথের অতীতে রহিয়া যায়। যুবকগুলির জীবনের মাঝে এই দুর্দ্দৈব আসিয়াছে বলিয়াই না আজ তাহারা পরের মেয়ের নিকটে আসিয়া এমন প্রলোভন-জাল ছড়ায়, যাহাতে একবার আটক পড়িলে মেয়েটীর আর উদ্ধার নাই। এভাবে তাহারা অনুদিন শুধু একটীর পর একটী করিয়া কিশোরী-তরুণীর জীবন-পথে পিচ্ছিলতার সঞ্চার করিতেছে, অনেককে চিরতরে নরকের কুপে ডুবাইতেছে। কতজনের ধর্ম্মবুদ্ধি তাহারা হরণ করিতেছে, কতজনের লজ্জা-সরম তাহারা কাড়িয়া নিতেছে, কত জনকে সর্ব্বনাশের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করিতেছে।

এই সময়ে তোমাদের প্রয়োজন এমন ভাবেতে চলা, যেন তোমাদের গায়ের বাতাস লাগিবা মাত্র ইহারা তাদের মা ও বোনকে স্মরণ করিতে শিখে। তোমাদের চলা ও বলা, হাসা ও

কথা, উচ্ছ্বাস ও ব্যথা অনেক সময়ে ইহাদের মন হইতে মাতৃ-চিন্তা সুদূরে ঠেলিয়া দেয়। তার জন্যই না অনেক সময় ইহারা তোমাদের রক্ত-মাংস খাবলিয়া নিতে চায়। তারই জন্য না অনেক সময় দেবতাও পশু হয়!

যুবকদের দল, প্রৌঢ়ের দল, বিবাহিত-অবিবাহিত নির্ব্বিশেষে পুরুষের দল কুমারী কন্যার অকল্যাণ করে, ইহা দুঃখের কথা। কিন্তু কুমারী মেয়েরা নিজেদের চপলতা দিয়া তাহাদিগকে যদি প্রলুব্ধ করে, তবে তাহাও কি দুঃখের নয়?— তোমাদের আচরণ এমন হওয়া উচিত নয়, যাহাতে কোনও যুবকের চিত্তে কণামাত্র পশুভাব উত্তেজিত বা লোলুপ হইয়া উঠিবার সুযোগ পায়। * * * শুভাশীষ জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

দ্বাচত্বারিংশ পত্র

ওঁ ব্রহ্মগুরু

মগ্রাহাট, ২৪-পরগণা
২৬ পৌষ, ১৩৪৫

কল্যাণীয়াসু:—

স্নেহের মা—, * * * আমি তোমার প্রাণে আশার ঝঙ্কার তুলিবার জন্য কর্ত্তব্য-চেতনা অনুভব করিতেছি।

তোমাকে আমি হতাশার পঙ্ক হইতে টানিয়া তুলিতে চাহি। তোমার চিত্ত জ্ঞানের আলোকে সমুদ্ভাসিত করিয়া তুলিতে চাহি। তোমাকে আমি পুনরায় কুমারীর সহজাত পবিত্রতায় প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহি।

বয়সের ধর্ম্মে যেই চিত্ত বিকল হয়, আত্মার ধর্ম্মে সেই চিত্ত পুনরায় সবল হয়। বয়সকে ভুলিয়া আত্মাকে দৃষ্টি-পুটে ধারণ কর। শরীর, মন, চিত্তকে ভুলিয়া তোমার অবিকারী স্বরূপকে ধ্যানের বস্তু কর। তোমাকে দিয়া আমি জগতের মঙ্গল সাধন করাইব। * * * আমি তোমার মত প্রত্যেক কিশোরীর চিত্তে পবিত্রতার মলয়-লহরী বহাইতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছি। শুভাশীষ জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

ত্রিচত্বারিংশ পত্র

ওঁ ব্রহ্মগুরু

মগ্রাহাট
৭ই মাঘ, ১৩৪৫

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, * * * বর্ত্তমান যুগ কিশোরী ও যুবতীদের মনের সমক্ষে নানা সমস্যার সম্ভার সাজাইয়া রাখিয়াছে।

তাহাতে অনেক প্রলোভনীয় অবস্থা-নিচয়ও আছে, য...দের গুরুত্ব অনভিজ্ঞ মন লইয়া তোমরা বিচার করিতে পার না। মন তোমাদের সত্যমুখী, সৌন্দর্যমুখী, বিকাশমুখী। কিন্তু যাহা সত্য নয়, যাহা সুন্দর নয়, যাহা বিকাশ নয়, তাহাকেই সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের পূর্ণাভিব্যক্তি বলিয়া চালাইবার চেষ্টায় রত শত শত কুশাগ্রধী মস্তিষ্ক ক্ষুরধার কুযুক্তি হস্তে চতুর্দ্দিকে 'কুচ্' করিয়া বেড়াইতেছে। এই সময়ে তোমাদিগকে সাহায্য করিবার, তোমাদের প্রজ্ঞানেত্রের উন্মীলন ঘটাইবার উপযুক্ত বন্ধুর নিশ্চিত প্রয়োজন।

কিন্তু দৈবাৎ ও কদাচিৎ যে দুই একটী দুর্লভ বন্ধু তোমাদের সম্মুখে জ্ঞানের বর্ত্তিকা হস্তে ধরিয়া দাঁড়ায়, অনেক সময়ে তাহারা নিজ নিজ জীবনের প্রবল-প্লাবনময় যৌবন-জল-তরঙ্গ রুধিয়া দাঁড়াইতে পারে না। সৎকথার মণিমঞ্জুষা হাতে লইয়া দাঁড়াইয়া নিজেদেরই অজ্ঞাতসারে গুপ্ত কামনার কুটিল ঝটিকাবর্ত্তে তাহারা মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যায় এবং যেই কিশোরী বান্ধবীদের পথ-কণ্টক-চয় দূর করিবার শুভ উদ্দেশ্য নিয়া তাহাদের সাহচর্য্য স্বীকার করিতে তাহারা ধাবমান হইয়াছিল, তাহাদেরই কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া প্রণয়-সলিলের অতল পল্বলে ডুবিয়া যায়, এবং তরুণী বান্ধবীর পথের একটী তুচ্ছ কাঁটাকেও তুলিয়া দূরে ফেলিতে পারিলে যে নিজেকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করিতে পারিত, সে স্বহস্তে সজ্ঞানে সবলে

তার বক্ষে ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতার বিষাক্ত ছুরিকা আমূল বিদ্ধ করিয়া দেয়।

ইহা উপন্যাস নহে মা, ইহা সত্য ঘটনা। অথবা ইহা নিতান্তই বিরল কাহিনী নহে,—ইহা আজ নিত্য ঘটিতেছে! তারই জন্য বলি মা, জীবনের সব চেয়ে আবশ্যকীয় কথাগুলি সজ্জনের মুখেই তোমাদের শোনা উচিত এবং সেই সজ্জন যেন ব্রাহ্মী স্থিতিতে অবস্থিত সত্য-সাধক হন। কণামাত্র ফাঁকি যার জীবনে আছে, কণামাত্র দুর্ব্বলতা যার চিত্তে আছে, কণামাত্র চ্যুতি যার ব্যবহারে আছে, তার কাছ হইতে যেন ইহা তোমার নিকটে না আসে। কিন্তু ত্রুটী-বিচ্যুতি তাঁদের থাকে থাকুক, তোমার পিতা-মাতার কাছ হইতেই এসব শোনা উচিত এবং শোনায় সেখানে ভয় কম। * * * শুভাশীর্ব্বাদ জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

চতুশ্চত্বারিংশ পত্র

ওঁ ব্রহ্মগুরু

মগ্রাহাট, ২৪-পরগণা

২৫ মাঘ, ১৩৪৫

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, * * * কিন্তু তোমার কথা আমার বরাবরই মনে ছিল। শুধু মনে ছিল বলিলে ভুল বলা হইবে।

জীব ও জগতের পরম কল্যাণ সাধনের মহাব্রতের কথা তোমাদের স্মৃতির সঙ্গে বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে। চতুর্দ্দিকে যখন দেখিতে পাই, উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তি-তাড়নার নির্লজ্জ অভিনন্দন উচ্ছ্বসিত উল্লাসে ফেনিল হইয়া ছুটিয়াছে, তখন তোমাদেরই পানে আশার দৃষ্টি নিবদ্ধ করি এবং প্রত্যাশার উপরে প্রত্যাশা করি, তোমরাই তোমাদের জীবনের মহনীয় পবিত্রতার অলোক-সামান্য দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া কটাক্ষের ইঙ্গিতে দেশব্যাপী অনাচারের স্রোতকে স্তম্ভিত করিয়া দিবে। তাই, আমি তোমাদিগকে ভুলিতে পারি না। তোমরা আমার মনঃপ্রাণের সকল শ্রদ্ধা, সকল স্নেহ, সকল আশীষ আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছ। * * * শুভাশীষ জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

পঞ্চচত্বারিংশ পত্র

ওঁ

কলিকাতা

২রা ফাল্গুন, ১৩৪৫

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, * * * তোমার শরীরকে তোমার নিজের জিনিষ বলিয়া কখনও মনে করিও না। এই শরীরকে ভগবানের কার্য্য-সাধনের যন্ত্র বলিয়া জ্ঞান করিও। ভগবানের

এই শরীর ভগবানের কার্য্য-সম্পাদনের জন্য যাহাতে বৈধ এবং পবিত্র ভাবে ব্যবহৃত হয়, দেবতার পূজার ফুলে যেন কীটের দংশন ঘটিয়া না যায়, তাহার দিকে তীব্র লক্ষ্য রাখা তোমার প্রয়োজন। কারণ, পশু বা পক্ষী হইয়া তুমি জন্ম-গ্রহণ কর নাই,—মানুষ হইয়া জন্মিয়াছ। মানুষের শরীর যে ভগবানের পূজার মন্দির, এই কথা ভুলিয়া যাইও না মা।

শুভাশীষ জানিও। ইতি— আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

ষট্‌চত্বারিংশ পত্র

জয় ব্রহ্মগুরু পুপুন্‌কী আশ্রম

২রা ফাল্গুন, ১৩৪৫

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা— * * * আমি তোমার অহিতচিন্তক নহি। তাই, আমি তোমার প্রীতি-অপ্রীতির মুখপানে না তাকাইয়া তোমার প্রকৃত কল্যাণের পানেই তাকাইতেছি এবং বারংবার তোমাকে বলিয়া যাইতেছি যে, অপবিত্রতার মৃত্যুধারা জীবনের সৌন্দর্য্য-দীপ্তি নিভাইয়া দেয়, প্রাণকে শুষ্ক এবং জীবনকে ব্যর্থ করে। আমি তোমার শুভ-চিন্তক বলিয়াই বারংবার তোমার কাণে একটী কথাই ফুকারিয়া যাইতেছি,—

যে পবিত্র, সে স্বভাবতই বলিষ্ঠ, সে স্বভাবতই নির্ভীক, সে স্বভাবতই নিশ্চিন্ত। অন্তরের সমগ্র চিন্তাজাল শতধা ছিন্ন কর মা, চিত্তকে আত্ম পরিতৃপ্তির পূর্ণতা দিয়া প্রসন্ন কর—একমাত্র পবিত্রতার উপাসনা করিয়া। অপবিত্রতার ন্যক্কার, ঘৃণিত আসক্তির কদর্য্যতা তোমার জীবন হইতে চিরতরে বিদূরিত হউক।

শুভাশীষ জানিও। ইতি---

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

সপ্তচত্বারিংশ পত্র

জয় ব্রহ্মগুরু

পুপুন্‌কী আশ্রম

১৭ ফাল্গুন, ১৩৪৫

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা---, অপরের আচরণ ও তাহার ফলাফল দেখিয়া অনেকে জীবনের উপদেশ সঞ্চয় করে। ইহাকে বলে,---দেখিয়া শেখা। নিজের জীবনে দুষ্কৃতির অনুশীলন করিয়া তৎপরে তাহার অবাঞ্ছিত ও অপ্রত্যাশিত দুর্দ্দশা ভুগিয়া অনেকে জীবনের শিক্ষা অর্জ্জন করে। ইহাকে বলে,---ঠেকিয়া শেখা। যে মূর্খ বা চপল, গর্ব্বোদ্ধত বা মদান্ধ, সে প্রায়শই ঠেকিয়া শিখে। যে হিসাবী এবং ধীর, সহিষ্ণু এবং পরিণামদর্শী, সে ঠেকিয়া না শিখিয়া দেখিয়া শিখে।

বল দেখি মা, এই দুই জনের মধ্যে কাহাকে অনুসরণ করিতে তোমার রুচি হওয়া সঙ্গত? যৌবনের তাড়না তোমাকে অন্ধ করুক, আর, অপথে বিপথে চলিয়া তুমি চির-তিমিরাচ্ছন্ন অধঃপতনের অতল গহ্বরে পড়িয়া মর, ইহা কি কখনও তোমার কাম্য হইবে?

যদি তাহা না হয়, তবে খোলা চখে সব দিকে সতর্ক থাকিয়া সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতে চেষ্টা কর। যে সতর্ক, সে সহজে ভুল করে না।

শুভাশীষ জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

অষ্টচত্বারিংশ পত্র

ওঙ্কার গুরু

পুপুন্‌কী আশ্রম
১৮ ফাল্গুন, ১৩৪৫

কল্যাণীয়াসু:—

স্নেহের মা—, পর্য্যবেক্ষণ করিবার শক্তি অর্জ্জনে যত্নশীলা হও। শরীর ও মনের পবিত্রতা বাঁচাইয়া চলিবার কৌশল দ্রুত আয়ত্ত করিতে প্রয়াসিনী হও। কোনখানে পা দিলে

গভীর গহ্বরে পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা, সময় থাকিতেই তাহা হিসাব করিতে অভ্যাস কর। কোন্ পথে চলিলে পদস্খলনের ভয় আছে, তাহা বিচার করিবার শক্তি অর্জ্জন কর। জগতের সব কাজই তোমাকে একবার করিয়া দেখিতে হইবে, ব্রহ্মাণ্ডের সকল বিষয়ের অভিজ্ঞতাই তোমাকে একটুখানি পাইয়া লইতে হইবে, এইরূপ কৌতূহল ও কুবুদ্ধি সর্ব্বনাশের হেতু ব্যতীত আর কিছুই নহে। চপলচিত্ত যুবক-যুবতীরা কোন্ গোপন সুখের নেশায় মদির-নেত্র, সেই কৌতূহল তোমার অমঙ্গল-সাধক, ইহা মনে রাখিও। মাতালের মত্ত চীৎকারের ভিতরে যে সত্য সুখ বিন্দুমাত্রও নাই, বিলাসিনীর বিলাস-বিলোল-কটাক্ষের পশ্চাতে যে মর্ম্মন্তুদ দুঃখরাশিই রহিয়াছে, তাহাদের কোলাহল-মুখরিত পথ যে অনার্য্য-পন্থা, ইহা বুঝিবার শক্তি তোমার প্রয়োজন। শরীর আর নীতির দিক্ দিয়া যে যত অন্যায়ই করুক, যে যত ভ্রমেই লিপ্ত হউক, অকালমৃত্যু যদি ঘটিয়া না যায়, তাহা হইলে প্রত্যেককে যে এই শরীরেই তাহার পরিপূর্ণ প্রতিশোধ পাইতে হইবে, তাহা বুঝিবার মত প্রতিভা তোমার থাকা চাই। দুর্নীতির দণ্ড কেহই এড়াইয়া যাইতে পারিবে না। রাজেশ্বরী হইতে আরম্ভ করিয়া পথের ভিখারিণী পর্য্যন্ত প্রত্যেককে নিজ নিজ যৌবনের দুর্ব্বলতার মূল্য একদিন না একদিন পরিশোধ করিতেই হইবে। একথা যদি বুঝিতে সমর্থ হও, তবেই তোমাকে বুদ্ধিমতী বলিব।

কুমারীর পবিত্রতা

মহাকবিদের কবিতা কণ্ঠস্থ করিয়া মেধার পরিচয় দিতে পারিলেই তোমাকে বুদ্ধিমতী বলিব না।

কিন্তু যৌবন এমনই বিষম কাল যে, রোগের বা শারীরিক ক্ষতির ভয়কে সে গ্রাহ্যই করে না। যৌবনের উদ্দাম তাড়না লোকলজ্জাকে পর্য্যন্ত তুচ্ছ করায়, বংশের গৌরবকে উপেক্ষা করায়। এই জন্য চাই আদর্শপরায়ণ শুদ্ধ দৃষ্টি। লক্ষ্যকে উচ্চ আদর্শের দিকে ঠেলিয়া দাও। পঙ্কিল লালসার হীন পরিতৃপ্তির দিকে নয়। লালসাবিজয়ী সংযমশুদ্ধতার দিকে আবেগভরে তাকাও। মেরুদণ্ড ইহাতেই সোজা হইবে, দৃঢ় হইবে। নীচের দিকে তাকাইয়া জগতের কাহারও শিরদাঁড়া শক্ত হয় নাই। সরল হয় নাই। ঊর্দ্ধ দিকে তাকাও। যে প্রশংসিত পুণ্যলোকে জগতের শ্রেষ্ঠ কুমারীরা পবিত্রতার পূর্ণ প্রতিভায় দেদীপ্যমান হইয়া অবস্থান করিতেছেন দৃষ্টিকে সেই দিকে ধাবিত কর। দেখিবে মস্তক আপনা আপনি উন্নত হইতেছে, পৃষ্ঠবংশ আপনা আপনি দৃঢ়, ঋজু ও বলিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছে।

যে যখন তোমাকে কাছে পাইতে চাহিবে, তখনই তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইও না। যে যখন তোমাকে যে ভাবে নাচাইতে চাহিবে, তখনই সে ভাবে নাচিও না। যে যখন যে ভাবে তোমাকে উঠিতে বসিতে বলিবে, তখনই তাহার কথামত উঠিও বসিও না। যে যখন তোমাদ্বারা যে ভাবে প্রীত হইতে চাহে, তখনই তুমি তাহাকে সেই ভাবে প্রীত করিতে চেষ্টা

করিও না। তোমার চরিত্রের সৌন্দর্য্যের দিকে তাকাইয়াই তোমাকে সব করিতে হইবে। পরের মনোরঞ্জন তোমার জীবনের কাম্য হইবে না, তোমার জীবনের লক্ষ্যই হইবে চরিত্রকে পবিত্রতায়, মধুরতায়, সংযমে, সদাচারে, সন্নীতিতে, সুচারুতায়, বলে, বিক্রমে, তেজে,সাহসে, সৌন্দর্য্য-ভূয়িষ্ঠ করা। সকলের কাছে ভাল হইতে গেলে যদি নিজের কাছে মন্দ হইতে হয়, তবে সকলের কাছে মন্দ হওয়াই শ্রেয়ঃ—নিজের কাছে ভাল থাকিতে প্রাণপণে যত্নশীলা হও। নিজ চরিত্রকে বিপন্ন করিয়া পরপ্রীণনের যে অভ্যাস, তাহা যে কিরূপ ভয়ঙ্কর, তাহা আর কি বলিব ?

তোমার যাহারা চরিত্রের শত্রু, প্রথমে ত' তাহারা ভদ্র-বেশেই আসিবে, নতুবা তুমি যে তাহাদের পশুমুর্ত্তিটা হঠাৎ দেখিয়া ভয়ে পলাইতে চাহিবে! তাই, তাহারা কৃত্রিম ভদ্রতার মুখস পরিয়া তোমার সহিত মিশিতে চেষ্টা করিবে, যেন তুমি তাহাদের প্রকৃত অভিসন্ধি না বুঝিতে পার। ভদ্রতার ভিতর দিয়া সুগভীর ভাব জমাইয়া লইয়া আস্তে আস্তে তাহারা মুখস খুলিবে। তাহারা সময় বুঝিয়া কাজ করিতে জানে। তোমার মত বহু মেয়েকে তারা ঠকাইয়া আসিয়াছে। পরধর্ম্ম-ভেদে অনভ্যস্ত তরুণীর চক্ষুকে ফাঁকি দিয়া তাহারা সন্তর্পণে অগ্রসর হয়। হঠাৎ তাহারা ছদ্মবেশ পরিহার করে না, একটু একটু করিয়া সহাইয়া সহাইয়া তাহারা ছদ্ম আবরণ

উন্মোচন করে। অল্প একটু ইতর ভাবের আভাস দেখাইয়া যখন তাহারা লক্ষ্য করে যে, মেয়েটী বিশেষ অসন্তুষ্ট হয় নাই, তখন কয়েকদিন সবুর সহিয়া আর একদিন ইতরামির মাত্রা অতি সামান্য পরিমাণে চড়ায়। এই ভাবে আস্তে আস্তে তার পশুত্ব আত্মপ্রকাশ করে বলিয়া মেয়েটী শেষ পর্য্যন্ত আর কোনও কিছুতেই আপত্তি করিবার সুযোগ বা মনোবল পায় না। ইহাই হইতেছে আসল বিপদ।

এই জন্যই তোমাকে বারংবার বলিতেছি যে, পর্য্যবেক্ষণের শক্তি অর্জ্জন কর। যেখানেই পা ফেল, বুঝিয়া ফেলিও। স্বকৃত আচরণগুলি অর্থ বুঝিয়া এবং ফলের দিকে তাকাইয়া নিয়ন্ত্রিত করিও। তোমার কোন্ ব্যবহারটীর ফলে তোমার ভবিষ্যতের ক্ষতি করিতে পারে, তাহা ভাবিও। কোথায় তোমার জোর করিয়া 'না' বলা প্রয়োজন, কোন্ স্থানে তোমার বন্ধু-বিচ্ছেদ বরণ করা হিতকর, ইহা অনুভব করিতে সমর্থ হইও। ইহা যে বোঝে, সেই বুদ্ধিমতী। এরূপ বুদ্ধিমতী মেয়েরা আমার অত্যন্ত আদরের পাত্র জানিও। * * *

শুভাশীষ নিও। ইতি---

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

ঊনপঞ্চাশত্তম পত্র

জয় ব্রহ্মগুরু

মগ্রাহাট, ২৪ পরগণা
৮ই চৈত্র, ১৩৪৫

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, ✿ ✿ ✿ সুখেরই ত' লোভে উন্মত্ত হইয়া জীব সকল কাজ করিতেছে, কিন্তু প্রকৃত সুখ কিসে, স্থায়ী সুখ কোথায়, সেই চিন্তা করিবার দায়িত্ব কি তাহার নাই? ✿ ✿ ✿ ধারাবাহিক ভাবে পবিত্র জীবন-যাপন করিবার যে সুখ, যে তৃপ্তি, যে পরিপূর্ণ নিশ্চিন্ততা, নিরুদ্বিগ্নতা, তাহা কি নৈতিক পতনের মধ্য দিয়া কেহ কখনও আস্বাদন করিতে পারে, না, পারিয়াছে? আলেয়ার আলোর পশ্চাদনুসরণ ছাড়িয়া দাও মা, বর্ত্তমান সভ্যতার সৃষ্টি যে বিলাস-তরঙ্গ, তাহা হইতে দূরে সরিয়া দাঁড়াও, পবিত্রতার ভিতরে তৃপ্তি খোঁজ, পরিশুদ্ধ অন্তরের ভিতরে সুন্দরকে অন্বেষণ কর। * * * কটুকথা কহা আমার আবাল্য অভ্যাস, মিঠা কথা কহিতেও কিছু লঙ্কার প্রদাহ তাতে থাকে। কুতর্ক করিতে চাহিলে আমার সেই অবান্তর কটুত্বের উপর অবান্তর-তর আলোচনা চলিতে পারে, কিন্তু এসব অগ্রাহ্য করিয়া আমি শুধু একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাহি যে, অন্তরের পবিত্রতা যে আনন্দ দেয়, তাহা তুমি কখনও আস্বাদন করিয়াছ কিনা। যদি সত্যই

আস্বাদন করিয়া থাক, তবে জিজ্ঞাসা করিব যে, ইহা অপেক্ষা অধিক আনন্দ কোথায় পাইয়াছ? * * * অনভিজ্ঞ মন নিয়া পিচ্ছিল পথে চলিতে গিয়া পদস্খলিত হইয়া যদি অনুতপ্ত হইয়া থাক, তবে জানিও আমি তোমাকে হাতে ধরিয়া টানিয়া তুলিব। অথবা, আরও সত্য করিয়া বলিতে গেলে আমাকে বলিতে হইবে যে, তোমাকে টানিয়া তুলিবার ক্ষমতা আমার থাকুক আর না থাকুক, আমাকে ধরিয়া উঠিবার ক্ষমতা তোমার যথেষ্ট আছে। অতীতের ভ্রান্তিগুলিকে স্কুল-কলেজ-লব্ধ বিদ্যাবত্তার বলে দার্শনিক ব্যাখ্যা দিয়া মনকে ফাঁকি দিতে চেষ্টা করিও না মা, চিরকাল তোমার মনকে প্রবঞ্চনা করিয়া চলিতে পারিবে না, একদিন তোমাকে চখের জলে বুক ভাসাইয়া স্বীকার করিতেই হইবে যে, শত যুক্তিতর্ক দিয়াও মিথ্যাকে সত্য করা যায় না, শত পাণ্ডিত্য প্রয়োগেও অন্ধকারকে আলো করা যায় না, যাহা পাপ, তাহা পাপই থাকে। যাহা অন্যায়, তাহা অন্যায়ই থাকে।

* * * শুভাশীর্ব্বাদ জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

পঞ্চাশত্তম পত্র

জয় ব্রহ্মগুরু

মগরাহাট

৮ চৈত্র, ১৩৪৫

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, তোমার দুই তিনখানা পত্র আমি পাইয়াছি। তবু সময়ের অভাবে উত্তর দিতে পারি নাই। তোমার পত্রগুলি বহুস্থান ঘুরিয়া আমার নিকটে আসিয়াছে। ইহাতেও উত্তর পাইতে তোমার দেরী হইল। উত্তরের জন্য তুমি ডাক-টিকিট দিয়া দিয়াছ। তবু এত দেরী দেখিয়া তুমি নিশ্চয়ই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছ।

তোমার সহিত আমার চ'খের দেখা নাই। তবু যে তুমি এত অকপটে এত সরল ভাবে কোনও কিছু গোপন না করিয়া তোমার মনের অবস্থা এবং বাহিরের আচরণ সম্পূর্ণ রূপে আমার নিকটে উলঙ্গ করিয়া ধরিয়াছ, ইহা হইতে বুঝিতে পারিতেছি যে, তোমার ভিতরের উপাদান কত উৎকৃষ্ট। উপাদান উৎকৃষ্ট থাকা অত্যন্ত আনন্দের কথা। কিন্তু সেই উপাদানগুলি উৎকৃষ্টভাবে ব্যবহৃত হইলে আরও আনন্দের কথা। লোহা কামার-বাড়ীতে গিয়া কখনও লক্ষ লক্ষ টাকা রাখিবার সিন্ধুক হয়, কখনও পরপ্রাণনাশকারী গুপ্তঘাতকের ছুরিকা হয়। মাটি কুমার-বাড়ী গিয়া কখনও পূজার মঙ্গল-

কলসী হয়, কখনও বা পাইখানাতে রাখিবার মলভাণ্ড হয়। একই উপাদান ভিন্ন ভিন্ন রূপে ব্যবহৃত হইবার দরুণ অতি উত্তম বস্তু অথবা অতি অধম বস্তু হইয়া থাকে। এই জন্যই তোমার উপাদান ভাল জানিয়া আমি যতটুকু আনন্দিত হইতেছি, তোমার সেই উপাদান উৎকৃষ্টতম পথে, উৎকৃষ্টতম কাজে, উৎকৃষ্টতম ভাবে বিনিয়োগ হইতেছে জানিলে আমি তাহার শতগুণ আনন্দিত হইব। শ্বেতচন্দন অতি উৎকৃষ্ট বস্তু, কিন্তু ইহা যখন গণিকা-রমণীর দেহ-প্রসাধন রূপে ব্যবহৃত হয়, তখন ইহার কথা স্মরণে আনিতেও ঘৃণা হয়। আবার ইহা যখন দেব-পূজার সামগ্রী হয়, তখন তাহার একটী কণা স্পর্শে মন ও শরীর পবিত্র হয়। তোমার ভিতরে যে উৎকৃষ্ট উপাদান-সমূহ রহিয়াছে, তাহার প্রকৃষ্টরূপ সদ্ব্যবহার হউক, ইহা আমি চাহি।

জগতে বহু প্রকারের স্ত্রীলোক আছে। এক প্রকারের স্ত্রীলোকের মনে মাতৃভাব বড় প্রবল। ইহারা যাহাকেই দেখেন, তাহাকেই সন্তান বলিয়া মনে করেন। স্ত্রীলোক দেখিলেও তাহাকে নিজ সন্তানের মতন দেখেন, পুরুষ দেখিলেও নিজ সন্তান বলিয়াই জ্ঞান করেন। ইঁহারা স্ত্রীলোকে ও পুরুষে কোনও পার্থক্য জ্ঞান করেন না। জগতে ইঁহারাই যথার্থ মাতৃময়ী মহিলা। নারী-সমাজের ইঁহারা অলঙ্কার, রমণীজাতির মধ্যে ইঁহারাই প্রকৃত দেবী-প্রতিমা।

লক্ষ্মী, সরস্বতী বা ভগবতী প্রভৃতি আদিযুগের মনস্বিনী মহিলাদিগের ন্যায় জগতে ইঁহারা বহুজনের ধ্যানের আদর্শ ও পূজনীয়া। তোমাকে আমি এইরূপই দেখিতে চাহি জানিও। এই উন্নত অবস্থার মাতৃ-হৃদয়বত্তা ব্যতীত অন্য কোনও প্রকারের মাতৃভাব তোমার ভিতরে স্থান পাউক, ইহা আমি চাহি না। অকপটে যখন নিজের সকল কথা আমাকে জানাইয়াছ, তখন অকপটেই আমি বলিতেছি যে, তোমার হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশে রহিয়া যে মাতৃভাব বাহিরের লোককে সন্তান বলিয়া স্নেহ করিবার জন্য উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছে, তাহা যেন এই অভ্রান্ত, পরিচ্ছন্ন, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, সর্ব্বদোষবিরহিত, অনবদ্য ও অতুলনীয় মাতৃভাবই হয়।

আর এক প্রকারের স্ত্রীলোক জগতে আছে, যাহাদের অন্তর অপরের উপরে সন্তান-ভাব আরোপ করিতে বড়ই স্পৃহাশীল। কিন্তু ইহারা যেই বয়সের একটী ছেলেকে নিজের সন্তান বলিয়া জ্ঞান করিয়া আনন্দ পায়, সেই বয়সের একটী মেয়েকে নিজের সন্তান বলিয়া জ্ঞান করিতে তেমন আনন্দ পায় না। ছেলে দেখিলেই প্রাণের তন্ত্রী স্নেহের সুরে বাজিয়া উঠে, মেয়ে দেখিলে সে বাজনা হয় থামিয়া যায়, নয় ঝিমাইয়া পড়ে। একটী ছেলেকে লইয়া "মা-ছেলে" খেলা যেমন প্রবল উচ্ছ্বাসে জমিয়া ওঠে, একটী মেয়েকে লইয়া "মা-মেয়ে" খেলা তেমন জমিয়া ওঠে না। জগতে মাতৃভাবময়ী অধিকাংশ

স্ত্রীলোক এই জাতীয়। ইহারা স্বর্গের দেবী নহে, মর্ত্ত্যের প্রাণী, মর্ত্ত্যলোকের সকল দোষ, সকল ত্রুটী, ইহাদের মাতৃ-ভাবের ছায়ায় দাঁড়াইয়া আত্ম-পরিবর্দ্ধনে সচেষ্ট হয় এবং অনেক সময়ে সফলও হয়। মাতৃভাবের বনিয়াদে যে পবিত্র স্নেহ-সৌধ ইহারা গড়িবার সঙ্কল্প করে, সেই স্নেহ-সৌধ গড়িতে যাইয়া আস্তে আস্তে মাতৃভাবের নকল শালু দিয়া আচ্ছাদিত এক নরকের পুরী তৈরী করে। পুরীর দুয়ারে "মাতৃ-মন্দির" বলিয়া সাইনবোর্ড লট্‌কান থাকে, পুরীর চূড়ায় দীর্ঘ নিশানে "মা" কথাটী বড় বড় হরফে লেখা থাকে, কিন্তু পুরীর ভিতরে মায়ের নামের দোহাই দিয়া সকলের চক্ষুর আড়ালে, এমনকি নিজেদেরও অজ্ঞাতসারে নারকীয় প্রহসন চলিতে থাকে। বাহিরের লোকে ত' বোঝেই না যে, ভিতরে পাপের প্রতাপ চলিতেছে, এমন কি মা বা ছেলে নিজেরাও অনেক সময়ে ধরিতে পারে না যে, প্রেমের পূজার পরিবর্ত্তে লালসার বহ্নিদাহ চলিতেছে।

আমি কিন্তু মা চাহি যে, তুমি প্রথমোক্তা মহিলাদের মত দেবীর প্রতিমা হও, কিছুতেই যেন তুমি শেষোক্ত স্ত্রীলোকদের মত সামান্য জীবন যাপন না কর।

* * * শুভাশীর্ব্বাদ জানিও। ইতি— আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(সমাপ্ত)